

Barcode : 4990010045778
Title - Abhra - Abir Ed.1st
Author - Dutta, Satyendranath
Language - bengali
Pages - 214
Publication Year - 1915
Barcode EAN.UCC-13



1

অত্র-আবীর

১০০

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স,
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

পুনর্মুদ্রণ

—সাড়ে তিন টাকা—

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শ্রীঅমিত শ্রীমানী কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ মদন প্রেস ৯৫ নং বেচু চ্যাটার্জি ট্রাট,
কলিকাতা হইতে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র-দে কর্তৃক মুদ্রিত ।

স্বনামধন্য লেখক

ও

সহৃদয় বন্ধু

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলে :—

বন্ধু,

দরাজ তোমার হাত
তুমি দিলে সওগাত,
কী আছে তোমারে দিতে গরীব কবির ?
হাতে যা দিতেছি তুলি
এ শুধু রঙীন ধূলি
ছ'মুঠা ডালিম-ফুলি অভ্র-আবীর ।

সখা-গর্ষিত

সত্যেন্দ্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

অম্র-আবীরের দেবতা বাক, ছন্দ শতরূপা সরস্বতী, ভাষা
সম্ভাষা ।

ঋষিকবির একজন অপ্ৰাচীন শিষ্য ইহার কল্পনা-কৃৎ ;
পরিকল্পনাকৃৎ শ্রীঅসিতকুমার হালদার ।

ইহার মুদ্রণ-যজ্ঞের অধ্বর্যু শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়,
অথর্বণ শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উদগাতা—

বাসন্তী পূর্ণিমা । }
বাইশ সাল । }

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়	প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠা
।—এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি, অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি—হে সমুদ্র ! হে ভীষণ ! অন্ধকারে আমি পথহার।		১৪৭
আচার্য্য ত্রিবেদী—প্রাচ্যের প্রাচীন বেদ— ত্রয়ী যার নাম		১৭২
আবির্ভাব - আমার এই পরাণ-পাথার মথন ক'রে		১২১
আভ্যুদয়িক -রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাদী,		১৬২
আলোক লতার ডোর—(ও আমার) আলোক লতার ডোর !		৩৯
আলোর তোড়া --আলোর তোড়া বাঁধছ কারা চাপার কলি দীপশিখায়		১৬৬
আষাঢ়ের গান -কোথাকার ঢেউ লেগেছে আজি ঐ গগন পরে,		১০৭
ইজ্জতের জন্য—অপমানের মোন দাঙে চিত্ত দহে তুযানলে ;		৭৮
ইন্দ্রজাল—শূন্য ভুবনে ছাউনি এ কার ?		১০৮
ইলশে গুঁড়ি—ইলশে গুঁড়ি ! ইলশে গুঁড়ি ! ইলিশ মাছের ডিম ।		১০৪
ইন্সমু-উদ্দৌলা—বাদশা বেগম কেউ নাই এ কবরে—		১৫৪
উপরাগে—(আহা) কই গো ধ্রুব অভয় শরণ ?—		১৯৩
উর্দ্ধবাহুর প্রেম—গেকুয়া যাচার বাক্ত হ'ল রক্ত চেলীর ভিতর থেকে		৪৩
ঝণী—(ওগো) তুমি আমায় চিন্বে না গো (তবু) আমি যে চিনি,		১৬
একা -মন উনমন মন কেমন রে ! মন কেমন করে !		১৭
কবর-ই-নূরজাহান্—আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান্ !		৫১
কাজরী-পঞ্চাশৎ—(এল) শ্রাবণ ফিরে ভুবন পরে এল মিলন-ধাম,		১১২
কালীপ্রসন্ন সিংহ—তারা নহে প্রবঞ্চক গরু যারা কাটে বকরিদে,—		৭২
কুসুম পঞ্চাশৎ—এল উতল হাওয়া ফুল-পুলক নিয়ে !		২৪
গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি—ধানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,		৮২
গান—রাতের দেবতা দিয়েছিল যারে দিনের দেবতা নিয়েছে কেড়ে,		৩৯

বিষয়	প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠা
গান—(হায়) তোমার আমি কেউ নহি গো সকল তুমি মোর,		৪০
গান—(আমি) ডাকছি তারে আখির ধারে গো (সে কি তা')		
জানতে পারে না !		৪২
গান—(ওগো) এই কি তোমার খেলা ! লীলার খেলা !		৯৭
গান—(যদি) ডেকেছ—টেনেছ চরণে রূপায় (প্রভু) আর তবে		
কোরো না হে দূর,		১২২
গান - উর্ধ্বে—গগনে—জাগেরে তারা !—ঋতারা !		১২৩
গুরু-দরবার—ভক্ত আগো ভজন্-রাগে ভোর হ'ল গো দ্বার খোলো		১৫৮
ওগোখলে—চলে গেল স্বদেশ-ভক্ত ভারত-সেবক		১৮১
চকোরের গান—সুখার ক্ষুধা কাহার প্রাণে—আয় গো !		৮
চট্টলা—সিন্ধু-মেথলা ভুধর-সুনী রম্যা নগরী চট্টলা !		১৫৩
চিত্রশরৎ—এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত,—		১৩১
চিন্তামণি—(আমি) ধন্য হলাম ! ধন্য হলাম ! হলাম ধনী !		১১১
জর্দাপরী—জর্দাপরী ! জর্দাপরী ! হিরণ-জরির ওড়না গায়		৭৬
জয়্যাপ্তমী—বিশ্বে আজি ওতঃপ্রোত তড়িতের সঘন স্পন্দন,		১৩০
‘জাগৃহি’—পাপ-ডি-বরা পুরাতনের পাণ্ডুবরণ পদ্মচাকী,—		৫৮
জাতির পঁাতি—জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম		
মানুষ জাতি ;		৬৫
জাকরানের ফুল—ও কি ফুটল গো ফুটল দিগন্ত ভরি		১৭৭
টিকিমেষ যজ্ঞ—দেবতা দিলেন চুল, মানুষ কাটিয়া কৈল ‘টিকি’ ;		৭২
ডেভিড হেয়ার—দুর্গতি-দুর্গম দেশে ভালবেসে আত্মীয়ের মত		১৭১
ভাজ—কবর যে খুসী বলে বলুক তোমায় আমি জানি তুমি মন্দির !		৪৪
ভাতারসির গান—রসের ভিয়ান্ চড়িয়েছে রে নতুন বা'নেতে ;		১৭৮
ভানুকা-সপ্তক—অশ্রু দেশে হাসি এসেছিল ভুলে ;		১৬৯
দিগ্বিজয়ী—দেশে আসে দিগ্বিজয়ী—দিগ্বিজয়ী কবি,		১৬১
দীনবন্ধু মিত্র—তুমি ছিলে নাট্যকার হে বরেন্দ্র ! ছিলে না'ক নট,		১৬৮
দোসর—পিছল পথের পথিক ওগো দীঘল পথের যাত্রী !		১৮
মাগকেশর—রাজহালী কনক-চাঁপা ফুটল যেদিন,—তার দোসর		৬১

বিষয়	প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠা
নির্জলা একাদশী—সুজলা এই বাংলাতে, হায়, কে করেছে সৃষ্টি রে—		৭৩
নীলকণ্ঠ পাখী—ছাড়িব বলিয়া ধরি তোরে পিঞ্জরে !		১৩৪
নীল পরী—কানে সুনীল অপ্ৰাজিতা, পাপ্‌ড়ি চুলে জাক্‌রাণের,		১২৯
পিয়ানোর গান—তুল্ তুল্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ তুল্ তুল্		২১
পুরীর চিঠি—ধু ধু বালির বিধার যেথা মিলায় পারাবারে		১৩৬
পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রেতি—জড়ায়েছ পুষ্পদাম সুবিপুল তরঙ্গ-বাহতে		১৪২
প্রথম গালি—বয়েস—আড়াই কি দুই মনটি নিরমল জুঁই,		১০২
বনমানুষের হাড়—বনের হাওয়া উঠল মেতে ছুটল ভুবনে !		৬৩
বর্ষা-নিমন্ত্রণ—এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে ;		১১০
বিশ্রাম-ঘাটে—জলে কচ্ছপ ও স্থলে পাণ্ডা-পো কিলবিল্ করে, হরি !		১৫৫
বৃন্দাবনে—“বন হ’ল বৃন্দাবন শ্রামচন্দ্র বিনে”—		১৫৬
বৈকালী—অকুল আকাশে অগাধ আলোক হাসে,		১৮৪
বৈশাখী—বৈশাখ শুভ বৈশাখ তুমি দেব-করুণায় মাথা,		৫৯
বোধন—(আজি) পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ কুন্ত সারে সারে !		১৩৪
ভূমিষ্ট প্রণাম—কার কাছে তুই অমন ক’রে নোয়ালি মাথা !		১৯৫
মনীষী-মঙ্গল—জ্ঞানের মণি প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে		১৬৪
মহাকবি মধুসূদন—পয়ার পায়ের বেড়ী ভাঙি কবিতার		১৬৭
মহানদী—তোমারে দেখিনি তব গৌরবের দিনে মহানদী,		১৫২
মহাসরস্বতী—বিশ্ব-মহাপদ্ম-লীনা ! চিত্তময়ী ! অগ্নি জ্যোতিষ্মতী !		১৯৫
মৃত্যু-স্বপ্নধ্বর—নূতন বিধান বজ্রভূমে নূতন ধারা চল রে,		৯২
মৌলিক গালি—বকেছিল তার দিদি-মাষ্টার পড়া সে পারেনি ব’লে,		১০৩
যমুনার জল—অপ্রেমেরি হাওয়া আমার লেগেছে গায়ে,—		১৫৬
রাজর্ষি রামমোহন—তোমারে স্মরণ করে পরম প্রজ্ঞায়		১৬০
রিক্তাতিথির অতিথি—পদ্ম যখন ঝরে গেছে সাগর শূন্য ক’রে		১৭৫
রূপনারায়ণ—কে তোমারে দিল নাম ? কোন্‌ গুণী ? রূপনারায়ণ !		১৫২
লজ্জাবতী—চাহনির ভর সহে না সে হায় সে যে অতি সুকুমারী ;		২০
লাজাঞ্জলী—এস মুকুটের মণি ! দেশ-মুখ্য রাজার দুহিতা !		২০
লাল পরী—লাল পরী গো ! লাল পরী ! ইন্দ্র-সভার সুনন্দী !		৯৯

বিষয়	প্রথম পঙ্ক্তি	পৃষ্ঠা
মুকু - (আহ) এই হাতে কি ওই পারিজাত পাড়া যায় ?		১৫
শতবার্ষিকী - সোজাসুজি শাঁখা শাড়ী সিঁদুরে কাজলে		১৭০
শরতের হাওয়ায় - এই শীতল আলোকে শরতেরি হাওয়া ফিরিছে সঞ্চরি'		১৩৩
শিল্পীর গান - (জলে) ভাসিয়ে দেবে জান্ছি, তবু গড়ছি যতনে ;		১০
সন্তানক - নন্দন-বনে কল্লতরুর পাশে		৯৮
সন্ধ্যামণি - মণি আমার সন্ধ্যামণি !		১৯৪
সবুজ পরী - সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! সবুজ পাখা তুলিয়ে যাও,		১৩
সবুজ পাতার গান - মুক্ত হাওয়া মুক্ত আলোর যুক্ত-বেণী সঙ্গমে		১১
সমুদ্র-পান - হে নীলাশু ! হে বিপুল ! ইন্দ্রনীল-নীলাশ্বর-সাত্বী !		১৪৮
সমুদ্রাষ্টক - সিন্ধু তুমি বন্দনীয়, বিষ তুমি মাহেশ্বরী ;		১৪১
সরস্বতী - তুষারে যে সঁর পড়েছে মানস-সরের ফটিক জলে		১
সাগর-সৈকতে - (আমার) বন্ধু আছে সিন্ধু পারে (সে কথা) ভুলতে পারিনে ;		৪১
সিন্ধু-তাণ্ডব মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর বরণ তোমার তমঃশ্রামল ;		১৪৩
সুখা ও ক্ষুধা - তোমার বিচার মিছার বিধি ! চাইলে মিলে না !		১৬
সূর্য্যমল্লিকা - সূর্য্য যখন তেজ হারাল কে পেল সৌন্দর্য্য তার ?		১০
স্বর্গদ্বারে - আমি স্বর্গ-দুয়ারে দাঁড়ায়েছি আজ সম্মুখে পারাবার, -		১৪৮
স্বাগত - স্বাগত বঙ্গ-মনীষী-সজ্জ্ব ভূষিত অশেষ মানের হারে !		৮৭
হরমুকুট গিরি - আঁখি রে ! তোর ঘুটল ঘোর টুটল ছপ - ছুথেরি লোর,		১৭৩
হেলাফুল - তুণেরও চাইতে যে আসন নীচু সে আসনে তুমি বসালে আমায়		
	বসালে,	৯৭

অত্র-আবীর

সরস্বতী

তুষারে যে সর পড়েছে মানস-সরের ফটিক জলে
কে ফোটালে শ্বেত শতদল সহসা সেই তুষার-তলে ।

কে জেগেছ আদিম উষা

কে জেগেছ জ্যোতিভূষা

শুভ্র আলোর মৃণাল-সূতায় বিশ্ব-হিয়ার কৌতূহলে
কে রেখেছ অমল চরণ গোপন প্রাণের পদ্যদলে ।

মুকুট তোমার উজ্জল রাজে শিশু-আঁখির শশী-কলায়,
মুক্ত মনের লাবণ্যেরি মুক্তামালা তোমার গলায় ;

সত্য স্বপন দ্বন্দ্বহারা

জড়ায় পায়ে নূপুর পারা

ঘুরে ফিরে ছন্দ-মরাল ভিড়ায় ডানা পায়ের তলায়
তিমির গলায় কঁকন তোমার—তৈরী সে যে থির-চপলায়

অল-আবীর

চাঁদের আভা নিছিয়ে নেওয়া তোমার বীণার চাঁদির তারে
চকোর-লোভন উথলেছে সুর তিতিয়ে ভুবন সুধার ধারে ;

ধবল-গিরির পৈঠা পরে

মন্মরে আর স্ফটিক স্তরে

বরফ-চুরের বিশ্বে শাদা বর্ণা বারে হীরার হারে

শুভ্র সুরের গান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে সে বাকারে ।

চতুর্মুখের হাস্য-রুচি যশঃ-শুচি জ্যোতির্ময়ী ।

দেবি ! তোমার দিব্য আঁখির দীপ্তি-পাতে উজল ত্রয়ী ।

জ্যোৎস্না-জরির সৃতায় বোনা

কুন্দ-কলির চন্দ্র-কোণা—

বসন তোমার ভাব-তরুটি বেড় দিয়ে ওঠ স্পর্শে মহী

সত্য-সূর্য্য নেত্র তোমার তুমি স্বয়ম্প্রভা অয়ি !

তুমি সকল প্রকাশ-করা সকল-শুভ্র মূর্ত্তি তব,

নিখিল-চিত্ত-নবীন-করা প্রণব তুমি - জীবন নব ;

সত্য তুমি নিত্য তুমি

লক্ষ্মীছাড়ার বিত্ত তুমি

যে বর হাতে নাই বরদার দাও যে তুমি সে ছল'ভণ্ড

মর্ত্য-লোকের অমরতা—তোমার কৃপা-সমুদ্ভব ।

পুণ্য-শুভ্র অধর তোমার স্মিত-হাসির পুলক তা'তে,

প্রজ্ঞা তোমার চোখের কাজল সৃজন-প্রাতে প্রলয়-রাতে ;

নীহারিকার নিতল বুক

শীতল চরণ রাখলে সুখে

ভায় ছায়াপথ শূন্যে—তোমার শুভ্র পায়ের আল্পনাতে ;

চন্দনে শ্বেত পরশ তোমার হরষ-চন্দ্র-মল্লিকাতে ।

সরস্বতী

মন্-গহনের শ্বেত হরিণী ! মহাশ্বেতা সরস্বতী !

মন্-মানসের ফুল্ল-কমল অমল তোমার ওই মূরতি ।

অমল তোমার অল্ল-পুঁথি

ধবল শব্দ তোমার স্তুতি

অমল তপের লও আভূতি চিত্তলোকের উষা-জ্যোতি

কর্পূরেরি শুভ্র প্রদীপ তারায় তোমার সন্ধ্যারতি ।

আশিস তোমার মৃত্যুজয়ী, হাসি সে শুকতারার ভায়ে ;

মন্দারেরি অমল মালা বিলাও দেবী ! ডাহিন বাঁয়ে ।

মরাল রথে মনোজবে

ফিরছ তুনি ভাবের ভবে

গন্ধরাজ আর পারিজাতের অঞ্জলি ওই শুভ্র পায়ে,—

পায়ের আভায় ঘাম দিয়েছে চন্দ্রকান্ত-মণির গায়ে !

সদ্য-গলা বরফে ফুল ফুটিয়ে হঠাৎ লাখে লাখে

চেতন-লোকের মগ্ন-তটে জাগে তোমার প্রসাদ জাগে,

দ্বাদশ রাশির আলোর বামর

চাঁচর মেঘে ঢুলায় চামর,

লুটায় কবি, সিদ্ধ অমর তোমার পদ্যাসনের আগে,

• উজল তোমার কিরীট-হীরা ধ্রুব-তারার কিরণ-রাগে ॥

অঞ্জলি

এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি,
মানস-মরাল জাগল আবার উঠল অগাধ হিল্লোলি !

এই নে অশোক এই নে বকুল

এই নে গো ফুল এই নে মুকুল

মুক্তালতার বন যে হ'ল মনের বনের সব গলি ।

গানের তানের বান এসেছে, হৃদয় কুজে, কোকিল কয় !

ফাল্গুনের এই প্রাণের ধারা ছন্দ-হারা ফল্গু নয় ;

চন্দনে শ্বাস ফেলছে ফণী

হাওয়ায় ওঠে কলধ্বনি

হিয়ায় সূর্য্যকান্ত-মণি হঠাৎ হ'ল হিরণ্ময় !

হাল্কা হাসির গুল-গুলাবি পাপড়ি কেবল ছড়িয়ে রে

আমেজে মশগুল ক'রে ছায় সকল শিকল নড়িয়ে যে !

উড়োপাখীর পাখার পরশ

লাগল হঠাৎ জাগল হরষ,

হৃদয়-তরুর শাখায় শাখায় আলোক-লতা জড়িয়েছে ।

এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি,

হিয়ায় সূর্য্যমল্লিকা মোর উঠেছে আজ ঝলমলি !

এই নে অশ্রু আবীর রাশি

এই নে অশ্রু এই নে হাসি

এই নে আমার প্রাণের অর্থ্য পারিস্ তো যা' পায় দলি ।

বসন্তের এই মৌলি-মণি আমার মউল-পুঞ্জ নে
মৌন আমার মুখর হ'ল মৌমাছিদের গুঞ্জে !

এই নে আমার আশার স্বপন
এই নে ব্যক্ত এই নে গোপন
এই নে আসল এই নে ফসল এই ফসলের উজ্জ নে ।

কুন্দফুলের শেষটি নে গো যবের প্রথম শীষটি নে,
সৃষ্টিছাড়ার সৃষ্টি নে এই নে মোর অনাসৃষ্টি নে ;
যা' আছে মোর সম্ভাবনায়
যা' আছে মোর ভয়-ভাবনায়
যা' আছে মোর চিন্ত-কোণায়—তিলক কটু মিষ্টি নে ।

এই নে প্রীতি তরুণ রীতি এই নে আমার চাপল্য,—
যৌবনের এই প্রবাল-রাঙা ছুকুল-ভাঙ্গা প্রাবল্য ;
এই নে আমার তৃপ্তি শান্তি
এই নে আমার দীপ্তি কান্তি
এই জীবনের এই ভুবনের এই নে বিফল সাফল্য ।

এই নে সাধন আর আরাধন মোহের কাঁদন গ্রহের ফের,
এই নে গো মোর পুণ্য পাপের তপের তাপের যুগের জের,
এই নে ইষ্ট এই নে রিষ্টি
এই নে ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি
এই নে লক্ষ্মী-বিক্রী-করা পুঁজির থলি দরিদ্রের ।

ছপুরবেলার বৈকালী হায় এই নে আমার আঁখির লোর,
সাঁঝ না হ'তেই সন্ধ্যামণি ফুটল এবার কুঞ্জে মোর ;

অব্র-আবীর

পলাশ যখন লাল আলোকে
জম্ছে তিমির আমার চোখে
শাউন অব্র নাম্ছে—যখন কুঞ্জ আবীর রঙের ঘোর ।

ঝাপসা-চোখের-শোকের-অশোক ! হিয়ার-মণি-দীপ-শিখা !
তোমার স্নিত হাসির বিভা সে মোর যজ্ঞ-শেষ-টীকা ;
ওই হাসিটির মত্ত লোভে
ভুলে আছি সকল ক্ষোভে
স্বপ্নে ফোটাই সূর্যমুখী উজল সূর্যমল্লিকা ।

অনেক তোমার ভক্ত আছে অনেক হোমার বাল্মীকি
হোমরা চোমরা নই আমি, তুই মোর পানে হায় চাইবি কি ?
আমার হেলাফুলের মালায়
ঠেল্‌বি কি হায় ফেল্‌বি হেলায় ?
দয়ার দাবী নাই যে জনার কি হবে তার বল্‌ দেখি !

ভাবের কুবের ভাঙারী হায়, নয় এজনা একবারেই,
চিত্ত-সাগর মথন-করা চিন্তা-মণি-মুক্তো নেই ;
অকূলেরি কূল আঁকড়ি'
কুড়াই বিলুক, শামুক, কড়ি,
লাগিয়ে বুকে ঢেউয়ের ঝাপট পেইছি যা' তা' এই গো এই ।

যৌবনের আজ জন্মতিথি—জগৎ জুড়ে উন্মাদন !
উল্টো হাওয়ার দুই টানাতে শিউরে ওঠে ফুলের বন ;
ঝরিয়ে দিয়ে ফুটিয়ে তুলে
জীবন-মরণ দোলায় তুলে
গানগুলি ওই চরণমূলে দিলাম গো সর্বস্ব ধন ।

অঞ্জলি

আজ আমি নিশ্চিত হ'লাম তোমায় সঁপে সবখানি

বাঁশীর কটা ফুটার ফাঁকে ফুরিয়ে ফুঁকে সব গানই ;

এই নে ভক্তি এই নে শ্রদ্ধা

এই নে শক্তি এবং স্পর্ধা

বাছাই যাচাই তোমার কাছেই খুব জানি গো খুব জানি ।

সাজতে ভালবাসিস্ যে তুই ভিতর-প্রাণের ভাব নিয়ে

সকল-সঁপা ফেপার এ গান—চাস্নে কি তুই আপনি এ ?

নিয়ে আমার প্রাণের স্পন্দ

গড়িস্ যে তুই নূতন ছন্দ

হ'স যে রঙীন আমার মনের ছোপ নিয়ে আর ছাপ নিয়ে ।

শুভ্র তোমার অঙ্গবিভা অগাপ শূন্যে মূচ্ছা পায়,

রঙীন সে হয় তবেই যবে অশ্রু আমার কুল ছাপায় ;

মলিন ধরার ধূলাবালি

আলোয় ক'রে ঢায় সোনালি

তাই তো অল-আবীর ডালি তোমার অমল কমল পায় ।

এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি,

বীণায় যে গান ধরেছিলাম হয় তো এ তার শেষ কলি ;

“আবির” “আবির” মন্ত্র-রাবে

কর গো সফল আবির্ভাবে

অশ্রু-হাসির অল-আবীর আঁখির আলোয় উজ্জলি' ।

চকোরের গান

সুখার ক্ষুধা কাহার প্রাণে—আয় গো !

চাঁদের আলো যায় যে ব'য়ে যায় গো !

শ্যামল মেঘের পদ্পাতে

আয় গো ভেসে গভীর রাতে

মেঘের পিঠে কিরণ-ছটায় আয় !

আয় গো ভেসে আয় গো মধু বায় গো !

স্বপন সম আয় নীরবে আয় গো !

চিহ্ন পায়ের পড়বে না হাওয়ায় গো !

চাঁদের সভায় একটি তারা

ডাকছে কারে সঙ্গীহারা,—

দোসর হ'তে ডাকছে সে যে, হায় !

আয় গো ভেসে আয় গো পায় পায় গো !

ছনিয়াখানা ছ'পায় ঠেলে আয় গো !

উধাও ধেয়ে উল্লাসে জ্যোৎস্নায় গো !

আয় আকাশে পক্ষ মেল

আয় বাতাসে অঙ্গ ঢেলে,

মেঘের ভীড়ে আয় বিজলীর ভায় !

বজ্র-শিখার আয় গো নীড়ে আয় গো !

উধাও ! উধাও বাক্সা ঠেলে পায় গো !

আয় নীরবে নীরব সুষমায় গো !

চকোরের গান

আয় ধোনী ! আয় রে কবি

ছলভেরি আয় গো লোভী !

আনন্দের এই চন্দ্রেরি সভায়

স্বপন-খেয়ায় আয় জোছনার নায় গো !

ঝিনা মেঘের ঝাঁঝের পাতে আয় গো !

আকাশ সোঁতার ঝাঁঝের সাথে আয় গো !

আয় আকাশের আব-রুয়তে,—

আয় নিঝুমে নিঝুম রাতে,

নিশানাথের শুভ্র ছাতার ছায়,—

স্বর্গ-পরী যেথায় ধীরি গায় গো ! .

চাঁদের পাখী চকোর ডাকে আয় গো !

চন্দ্রলোকের চাঁদকে দেখা যায় গো !

চাঁদের দেশে চাঁদ যে ধরা—

দেখবি তারে আয় গো ভরা,

আয় গো চাঁদে—চিন্তে বসুধায়,—

চাঁদের বড় চিন্‌বি চাঁদে আয় গো ।

কালো ধরার দেখবি আলো আয় গো !

সুধার স্ফুধা আপনি মেটে যা'য় গো !

চোখের আলো থাকতে চোখে

চিন্‌বি যদি আপন লোকে

আয় তফাতে আলোর ছনিয়ায় !

চকোর ডাকে মেঘের ফাঁকে—আয় গো !

শিল্পীর গান

(জলে) ভাসিয়ে দেবে জান্ছি, তবু
গড়ছি যতনে ;

(আমি) গড়ছি প্রাণের সোহাগ দিয়ে
(আমার) মনের মতনে ।

আঁধার ঘরে জ্বালিয়ে বাতি
আরতি যার একটি রাতি
স্মিরিতি যার হিয়ার সাথী
তনুর পতনে ।

সূর্য্যমল্লিকা

সূর্য্য যখন তেজ হারাল কে পেল সৌন্দর্য্য তার ?
কুণ্ডলিকার বুক চিরে ওই ফুটল সোনা মুখটি কার ?
ফুটল কুঞ্জ পুঞ্জ পুঞ্জ কার অপরূপ রূপ-শিখা ?
গাঁদা ওকে বলছে লোকে ও মোর সূর্য্যমল্লিকা ।

শীতের প্রাতে পূজার সাজি সাজিয়ে রাখে একলা সে,-
শ্মশান-শিবের পা'র কাছে ঠিক হৈমবতী কৈলাসে ।
সূর্য্যদেবের আশীর্ব্বাদে ও যে সদাই প্রফুল্ল,
রস মরিলেও রূপ না টুটে ফুল মাঝে ও অতুল্য ।

সূর্য্যমুখীর মতন ও নয় সূর্য্যদেবের মুখ-চাওয়া,
বিভূতি তাঁর ওই পেয়েছে ওর পাওয়াটাই ঠিক পাওয়া ;
পেয়েছে ও প্রাণের মাঝে ছেয়েছে সর্ব্বাঙ্গ তাই
তাই তো উদয়াস্তে রবির ওর পুলকের বিরাম নাই ।

যেথাই রাখো যেথাই থাক্ ও হেসেই আছে সর্ব্বদা,
মরণে ও হয় নাক' লান মৃত্যুপারের কয় কথা ;
সূর্য্যহারা কল্লবাসের পঞ্চ-তপার হোমশিখা,
গাঁদা ও নয় বলছি সিধা—ও মোর সূর্য্যমল্লিকা ।

সবুজ পাতার গান

মুক্ত হাওয়া মুক্ত আলোর যুক্ত-বেণী সঙ্গমে
রঙীন হয়ে উঠছি মোরা সবুজ-শোভা-বিভ্রমে ।
সত্যিকালের বৃক্ষ ওগো ! বনের বনস্পতি গো !
আমরা তোমার প্রাণের আলো স্নেহ-সরস জ্যোতি গো

সুখ নাহিক স্বস্তি নাহি আনন্দ নাই আওতাতে,
সোনার রোদে সবুজ মোরা আলোক-মদের মৌতাতে ।
মেতেছে মন প্রাণ মেতেছে না জানি কোন্ সন্ধানে,
পল্লবিত বনের হিয়া ঘোবনেরি জয়-গানে ।

রবির আলোর গোপন কথা—আমরা চির-তারুণ্য ।
গুপ্ত আশার ব্যক্ত নিশান, কঠিন কাঠের কারুণ্য ।
স্তর পড়েছে পঞ্জরে যার থর পড়েছে বন্ধলে,
মোদের তরে পথ সে করে কোন্ রভসের ! ছলেকোন্

আদিম রসের আমরা রসিক আমরা নব-ঘন-শ্যাম,
ফাগুন হাওয়ার দাদরা তালে নৃত্য মোদের অবিশ্রাম,
হিমের রাতে আমরা জাগি, আমরা কভু ঝিমাই নে,
সবুজ দীপের দীপাঘিটা একেবারে নিবাই নে।

আমরা সবুজ অসঙ্কেচে, আমরা তাজা,—গৌরবে,
আমোদ করি সবুজ মোহে উশীর-ঘন-সৌরভে ;
আমরা কাঁচা আমরা সাঁচা মরাবাঁচার নাই খেয়াল,
আমরা তরুণ ভয় করিনে ঝোড়ে হাওয়ার রুদ্রতাল

বুক পেতে নিই হাস্তমুখে রৌদ্রখর বৈশাখী,
স্নিগ্ধ-মধুর শ্যামল সরস মদির ছায়ার হই সাকী,
ভাঙা মেঘ আর ঝরা পাতায় সাজায় রবি গৈরিকে
আমরা তপে পেলাম সবুজ—গৈরিকেরি বৈরীকে।

মুক্ত হাওয়া দীপ্ত আলো ছায় গো কানে মন্ত্রণা,
শুন্ছ কথা ?—বল্ছে “জগৎ মোক্ষলাভের যন্ত্র না।
নয় সে শুধুই তত্ত্বকথা, নয় সে মাত্র মত্ততা,
তরুণ যাহা তাহাই তথ্য,—বল্ছে সবুজ পত্র তা’।”

আমরা সবুজ, আমরা সবুজ—আলো-ছায়ার আলিঙ্গন,
ক্লান্ত আঁখির সঞ্জীবনী, নিরঞ্জনের প্রেমাঙ্গন।
রসের রঙের ধাত্রী ধরা ! গানের প্রাণের মাতৃকা !
এই সবুজের ছত্রতলে যৌবনে দাও রাজটীকা।

সবুজ পরী

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! সবুজ পাখা ছুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও ।

তরুণ-করা সবুজ সুরে
সুর বাঁধ গো ফিরে ঘুরে,
পাগল আঁখির পরে তোমার যুগল আঁখি ঢুলিয়ে চাও ।

ঘাসের শীষে সবুজ ক'রে শিস দিয়েছ, সুন্দরী !
তাই উথলে হরিৎ মোহাগ কুঞ্জবনের বুক ভরি' !
যৌবনেরে যৌবরাজ্য
দেওয়া তোমার নিত্য কার্য,
পাঞ্জা তোমার শ্যামল পত্র নিশান তৃণ মঞ্জরী ।

যাদুকরের পান্না জ্বলে তোমার হাতের আংটিতে,
হিয়ার হাসির কান্না জাগে সবুজ সুরের গানটিতে ।
কুণ্ঠাহারা তোমার হাসি,—
ভয় ভাবনা যায় যে ভাসি';
যায় ভেসে যায় পাংশু মরণ পাতাল-মুখো গাংটিতে ।

এই ধরণীর অস্থি বুঝি সবুজ সুরের অস্থায়ী
ফিরে ঘুরে সবুজ সুরে তাইতো পরাণ লয় নাহি' ;
রবির আলোর গৈরিকেতে
সবুজ সুধা অধর পেতে
তাই তো পিয়ে তরুর তরুণ—তাই সে সবুজ সোমপায়ী ।

সবুজ হ'য়ে উঠল যারা কোথাও তাদের আওতা নেই,
চারদিকেতেই হাওয়ার খেলা আলোর মেলা চারদিকেই ;

স্ব-তত্ত্ব সে বহুর মধ্যে

পান করে সে কিরণ মতো ;

তরুণ বলেই ছায় সে ছায়া গহন ছায়া ছায় গো সেই ।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! তোমার হাতের হেম ঝারি
সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারী !

সবুজ পাখীর বাবুই-ঝাঁকে—

দেখতে আমি পাই তোমাকে—

ছাতিম-পাতার ছাতার তলে—আঁখির পাতা বিস্তারি' ।

সবুজে তোমার দোবজাখানি—আলো-ছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল বিভ্রমে !

সবুজ শোভার সারেগামা

ছয় ঋতুতে না পায় থামা,—

শরতে সে ষড়্জে জাগে, বসন্তে সুর পঞ্চমে ।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! নিখিল জীবন তোমার বশ,
আলোর তুমি বুক-চেরা ধন অন্ধকারের রভস-রস ।

রামধনুকের রং নিঙাড়ি

রাঙাও ধরার মলিন শাড়ী ;

মরুভূমির সব্জি-বাড়ী নিত্য গাহে তোমার যশ ।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! নূতন সুরের উদগাতা,
 গাঁথ তুমি জীবন-বীণায় যৌবনেরি জয় গাথা,
 ভরা দীনের তীব্র দাহে —
 অরণ্যানী যে গান গাহে —
 যে গানে হয় সবুজ বনে শ্রামল মেঘের জাল পাতা

লুপ্ত

(আহা) এই হাতে কি ওই পারিজাত
 পাড়া যায় ?
 তারার আলোয় নয়ন-তারা
 সাড়া পায় ।
 এই জোনাকির বুকের আলো,
 চাঁদের সে কি লাগবে ভালো !
 (ওগো) কোন সোহাগে চাঁদের সোহাগ
 কাড়া যায় ?

সুখা ও ক্ষুধা

তোমার বিচার মিছার বিধি !

চাইলে মিলে না !

ক্ষুধাই শুধু দিলে মোদের

সুখা দিলে না !

ক্ষুধাই কেবল চাইছে সুখা

সুখার প্রাণে দাওনি ক্ষুধা !

তাই তো এমন—হয় না সহজ-

দেনা কি লেনা ।

ঋণী

(ওগো) তুমি আমায় চিন্বে না গো

(তবু) আমি যে চিনি,

(ওই) হরিণ-চোখের দৃষ্টি দানে

ক'রেছ ঋণী !

মিষ্টি হাসি ও চাঁদমুখে

ফুটেছিল আপন সুখে

(সেই) সুখার সোয়াদ পাইনি যে তা'

বলতে পারিনি ।

একা

(গান)

মন উনমন

মন কেমন রে !

মন কেমন করে !

এ নিশীথে

কেন জাগে !

কিবা মাগে !

(মম) আকুল নয়ন রে !

(কোথা) বাজে বাঁশী

উদাসী স্বরে !

উদাস করে—

প্রাণমন

অকারণ

নয়ন-লোরে—

(হায়) নয়ন ভরে ।

মন কেমন করে !

আকাশে লাগে

ঘুম-ঘোর !

ঘুমে ভোর

(যত) তারার আঁখি !

আমি জাগি

একা জাগি ।

কাহার তরে !

মন কেমন করে !

স্বপন-রাগে

উঠে ডাকি

কোথা পাখী

কাকলি স্বরে !

মন কেমন করে !

জোছনা লুটায়

বিছানো শেষে,—

সে কাঁদিছে যে !

শূন্য ঘরে !

(মোর) প্রাণের পরে !

মন কেমন করে !

দোসর

পিছল পথের পথিক ওগো দীঘল পথের যাত্রী !

কোথায় যাবে কোথায় যাবে ? সামনে মেঘের রাত্রি

বাদলা দিনের উদ্‌লা ঝামট ভাসিয়ে দেবে সৃষ্টি ;

লাগবে উছট ; ছাটের জলে ঝাপসা হবে

“পিছন হ’তে কে ডাকে গো পিছল পথের যাত্রীরে ?

দোসর হিয়ার খোঁজ পেয়েছি, ভয় করিনে রাত্রিরে ।

পিছল পথে বিচল গতি পারব এখন আটকাতে

পরস্পরে করব আড়াল ঝড়-বাদলের ঝাপটাতে ।”

উচল পথের পথিক ওগো অচল পথের যাত্রী ;
 পায়ের পাশে খাদের আঁধার ভীষণ ভয়ের ধাত্রী ;
 সামনে বাঁকা শালের শাখা ; উদ্ঘাতিনী পন্থা,
 কই তোমাদের যষ্টি, বন্ধু ! কই তোমাদের কন্থা ?

* * * *

“খাদের ধারে আল্গা মাটি আমরা চলি রঙ্গে,
 হাওয়ায় পাতি পায়ের পাতা,—দোসর আছে সঙ্গে ।
 দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা যে মনপরখের কষ্টি,
 পরস্পরের প্রেম আমাদের জীবন-পথের যষ্টি ।
 পরস্পরের প্রেম আমাদের যাত্রা-পথের কন্থা,
 হোক না বাতাস তুষার-স্পর্শ,—উদ্ঘাতিনী পন্থা ।
 সঙ্কটেরে করব সহজ,—কিসের বা আর শঙ্কা ?
 সঙ্গে দোসর,—ওই আনন্দে বাজিয়ে দেব ডঙ্কা ।”

* * * *

জীবন-পথের পথিক ওগো অসীম পথের যাত্রী ।
 আশিস করেন আদিম দোসর ধাতা এবং ধাত্রী ;
 ধাতা—সে যে বিশ্বধাতা, অন্তরে যার স্ফূর্তি,
 ধাত্রী—সে যে এই বসুধা, স্বদেশ যাহার মূর্তি ।
 আলোক-পথের পথিক ওগো আশিস-পথের যাত্রী,
 শিবতর শিবের লাগি যাপন কর রাত্রি ।
 শুভ হউক পন্থা ওগো ! ধ্রুব হউক লক্ষ্য,
 বিশ্বে হের বিস্তারিত পক্ষী-মাতার পক্ষ !

লজ্জাবতী

চাহনির ভর সহে না সে হায়
সে যে অতি সুকুমারী ;
পরশের আঁচে মুহু মূরছায়
ললিত লতিকা নারী !
সে যে আছে একা একটি প্রান্তে
আছে সঙ্কোচ ভরে,
গোপন-ভুবনে আছে একান্তে
নিশাসে ছতাসে মরে ।
নাই কিছু তার নাই পরিচয়
চির যুগে সে যে নারী,
জীর্ণ তরুর দীর্ণ হৃদয়
নিরাময় স্নেহে তারি !

লাজাঞ্জলি

এস মুকুটের মণি ! দেশ-মুখ্য রাজার হুহিতা !
এস সাধবী ! স্বয়ম্বর ! এস বঙ্গে রাজকুমারী ইন্দিরা !
এস লাবণ্যের লতা ! মনস্বিনী ! গৌরবে-গম্ভীর !
এস গো জয়ন্তী এস ভূপ জিতেন্দ্রের প্রেম-জিতা !

কেশবের আশীর্বাদ উদ্ভাসিছে, অয়ি শুচিস্মিতা,
ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ ; ব্রহ্মপুত্রে তাই পুণ্যনীর
মিলিল নর্মদা-ধারা ; ধ্যানে ধরি' দেখিল ধ্যানীর
দেবতার এ ইঙ্গিত ; বঙ্গে মারাঠায় কুটুস্থিতা ।

স্বর্গে আজি কোলাকুলি গৌরাজে ও গুরু রামদাসে,
চণ্ডীদাসে তুকারামে কীৰ্ত্তিধামে অপূর্ব মিতালি,
বীর-লোকে ছত্রপতি মর্যাদায় প্রতাপে সম্ভাষে,
বর্গীরা এনেছে অর্ঘ্য,—সম্মানিত সমস্ত বাঙালী ।

বহিছে প্রসাদ-বায়ু বাধাহীন চতুর্দিকে শুভ ;
এস মহারাষ্ট্র-লক্ষ্মী ! বাঙালীর কুলে হও ধ্রুব

পিয়ানোর গান

তুল তুল টুক টুক
টুক টুক তুল তুল
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল কোন্ ফুল ?
টুক টুক রঙ্গন
কিংকর ফুল
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য ।

টুক্ টুক্ পদ

লক্ষ্মীর সদ

নয় তার দুই পা'র

আলতার মূল্য ।

টুক্ টুক্ টুক্ ঠোঁট

নয় শিউলীর বোঁট

টুক্ টুক্ তুল্ তুল্

নয় বসরাই গুল ।

ঝিল্মিল্ ঝিক্মিক্

ঝিক্মিক্ ঝিল্মিল

পুষ্পের মঞ্জীল্

তার তন্ তার দিল্

তার তন্ তার মন

ফাল্গুন-ফুল-বন

কৈশোর-যৌবন

সন্ধির পতন ।

চোখ তার চঞ্চল ;—

এই চোখ উৎসুক

এই চোখ বিহ্বল

ঘুমু-ঘুম-সুখ-সুখ !

এই চোখ জল্-জল্

টল্ টল্ ঢল্ ঢল্

নাই তীর নাই তল,

এই চোখ ছল্ ছল্ !

জ্যোৎস্নায় নাই বাঁধ
এই চাঁদ উন্মাদ
এই মন উন্মন
তন্ময় এই চাঁদ ।
এই গায় কোন্ সুর
এই ধায় কোন্ দূর
কোন্ বায় ফুর ফুর
কোন্ স্বপ্নের পুর !

গান তার গুন্ গুন্
মঞ্জীর রুণ্ রুণ্,
বোল্ তার ফিস্ ফিস্
চুল তার মিশ্ মিশ্ ।
সেই মোর বুল্‌বুল্,
নাই তার পিঞ্জর,—
চঞ্চল চুল্‌বুল্
পাখনায় নির্ভর ।

পাখনায় নাই ফাঁস
মন তার নয় দাস,
নীড় তার মোর বুক,—
এই মোর এই সুখ ।
প্রেম তার বিশ্বাস
প্রেম তার বিভ্র
প্রেম তার নিশ্বাস
প্রেম তার নিত্য ।

তুল তুল টুক টুক
 টুক টুক তুল তুল
 তার তুল কার মুখ ?
 তার তুল কার ফুল ?
 বিলকুল তুল তুল
 টুক টুক বিলকুল
 এল-বসরাই গুল !
 দেল-রোশনাই-ফুল

কুঙ্কুম পঞ্চাশৎ

(১)

এল উতল হাওয়া ফুল-পুলক নিয়ে !
 ক্ষীর সায়র জলে আলো-ঝলক দিয়ে !
 এল মধুর হেসে
 মরি বঁধুর বেশে
 এল ঘুমের দেশে রাঙা আরক পিয়ে !

(২)

ওই নিশান তুলে এল নতুন ! তাজা !
 এল ফাগুন রাজা ওরে বাজন বাজা !
 এল মোহন রূপে
 এল কখন চুপে
 এই নবীন ভূপে তোরা রাখাল সাজা ।

(৩)

ওলো হাওয়ায় ঝরে আজ ফাগের ঝোরা
 এল ভুবন 'পরে ওই হোরীর হোরা !
 তার হাসির গুঁড়া
 রাঙা কৃষ্ণচূড়া,
 সখী অশোক বনে তার রাখীর ডোরা !

(৪)

রঙে রঙীন্ হ'ল কে ও প্রাণের পুরে !
 তারি রভস লাগে যে গো গানের সুরে !
 তারি আবেশ ঝরে
 রাঙা রঙন্ 'পরে
 ঝরে মেঘের থরে ঝরে ভুবন জুড়ে !

(৫)

এল হোরীর হোরা ওই হরীর সেরা !—
 যার নয়ন সোজা সেই নজর টেরা !
 সারা ভুবন জুড়ি
 ও যে ফোঁটায় কুঁড়ি
 রুখু গাছের গুঁড়ি করে রসের ডেরা !

(৬)

আজ কোকিল কূজে পিচকারীর সুরে !
 পিচ-কারীই ফুরে আজ তৃণাকুরে !

পিচ্- কারীর রীতি
 চলে ফাগুন-গীতি
 পিচ্- কারীর লীলা প্রাণে—গোপন পুরে !

(৭)

এল মলিন চোখে ফিরে উজল চাওয়া !
 এল ভুবন-জাড়া যৌবনের হাওয়া !
 এল পাখীর ডাকে
 এল শাখীর শাখে
 কাঁচা রোদের ফাঁকে তাজা পাতার ছাওয়া !

(৮)

—কোথা চামেলি ফুলে নিতি ঝামেলা বন্ ?
 —অনু- রাগের হাওয়া সহি ! যেথা প্রবল !
 —কোথা ফাগুন নিতি ?
 —যেথা তরুণ প্রীতি !
 —কোথা আবীর ওড়ে ?—যেথা আদর কেবল ।

(৯)

ওলো প্রথম হোলি সেই প্রথম চুমে !
 কালো ভ্রমর হ'ল লাল যে কুস্কুমে !
 যবে পাগল পারা
 পিচ্- কারীর ধারা
 পশে বুকের সুখে মেশে চোখের ঘুমে ।

(১০)

আজি দখিন হাওয়া কোল দিয়েছে রে
 প্রাণে যুবন্ লেহা দোল দিয়েছে রে !
 আজ ফুলের লোহে
 দৌহে রাঙাও দৌহে
 আজ লাজের আধা গোল গিয়েছে রে

(১১)

ওলো কাহার ভুলে বল্ কেমন ভুলে
 গেল চাঁপার ফুলে লাল শিরীষ বুলে !
 কারে মরম বলি
 এ যে লাজের হোলি
 হেরি সকল প্রাণে আর প্রাণের কূলে !

(১২)

যদি মরম কহি তবে সরম টুটে
 আজি বঁধুর মধু মোর প্রাণের পুটে !
 তাই হিয়ার নীড়ে
 মোর আবীর ফিরে
 এই চরণ ঘিরে তাই কুসুম ফুটে !

(১৩)

—আজি মনে যে মনোজের কেলা হ'ল !
 —জুঁই ফুলেতে জোছনার জেলা হ'ল !

রাকা চাঁদের আলো
 পেয়ে ভ্রমর কালো
 বেল্- ফুলের মালঞ্চ বেলেন্না হ'ল !

(১৪)

আজ ফাগুন বায়ে আর ফাগুন চাঁদে
 কেন এমন করে হায় আমায় সাধে !
 পিক পাগল গানে
 পিচ্- কারীয়া তানে
 হায় কী বোল্ বলে আজ কী আহ্লাদে !

(১৫)

এল হঠাৎ হোলি আজ কোথায় থেকে !
 এল অশোক কলি পিচকারীর বেগে !
 কালো কোকিল পাখী
 হ'ল অরুণ আঁখি
 কিশ- লয়ের রাঙা গেল হিয়ায় লেগে !

(১৬)

মরি কী দোল্ দিল আজি দখিন বায়ে !
 প্রাণে পুলক লাগে—লাগে সকল গায়ে !
 একি ভুবন-ভোলা
 রসা- বেশের দোলা !
 একি প্রেমের খেলা মরি মরণ-ছায়ে !

(১৭)

এল ফাগুন ফিরে এল ফাগুয়া নিয়ে !
 ওরে আকুল হিয়া নিল আগু বাড়িয়ে !
 এল মৃদুল ছুঁয়ে
 ফুল ফুটিয়ে ফুঁয়ে
 দূরে সরম থুয়ে রাঙা ফাগ হানিয়ে !

(১৮)

-আজ ফাগুন ব'লে ভুল সবার ঘটে ।
 -তাই সবুজ কিশলয় অরুণ বটে !
 ভুল ভিতর থেকে
 এল আবীর মেখে
 হ'ল প্রথম হোলি তার স্বপন-তটে !

(১৯)

নব বকুল ফুলে গৌথে নবীন মালা
 দোলে দোলাস্ তালে ওলো গোপের বালা
 গেল জাডের পালা
 ওলো আগুন জ্বালা
 গেল জড়ের রীতি হ'ল ভুবন আলা !

(২০)

রাঙা আগুন জ্বালা রং না হয় ফিকা !
 হবে পলাশ-কলি ওই আগুন-শিখা !

ওই ছাই-এর রাশি
হবে ফুলের হাসি
যদি সকল নিবি তুই সকল বিকা' ।

(২১)

হ'ল মশাল জ্বালা হ'ল মশাল জ্বালা !
দোলে আকাশ-ভালে কিংজকের মালা !
গেল জাডের ভীতি
গেল জাডের রীতি
নট- কোনার নটী হ'ল আবীর ঢালা !

(২২)

যারা পোড়ায় মেড়া সবে সুধাও হেঁকে,—
পোড়া আবার বেঁচে এল কোথায় থেকে ?
দেখে আবীর ও যে
তাজা আগুন-বোঝে
শিং বাঁকায় খালি হায় বেসুর ডেকে !

(২৩)

জ্বাল আগুন জ্বাল ফিরে আগুন জ্বাল !
রাঙা পলাশ-ফুলে হ'ল রঙীন আলো !
গাও তরুণ-গীতি
দাও অরুণ প্রীতি
ওগো ঘুচাও আজি যত জাডের কালো

(২৪)

ও যা' বাতিল হ'ল তারে কর ছাই রে ;
 তাতে আগুন জ্বলে দেখে রোশ্‌নাই রে !
 খোলো নতুন পাঁজি
 চির- প্রাণের আজি
 তাজা পাতায় হ'ল হাল-খাতা ভাই রে !

(২৫)

ভালো- বাসার আলো জ্বলে যে অন্তরে
 সাজে গরব তারে, সে-ই পরব করে ।
 যার মাণিক ভালে
 তার সকল কালে
 প্রাণে অকাল-কৌমুদী-উৎসব রে !

(২৬)

এল বিভোল্‌ হাওয়া মোর প্রাণের পরে
 ও যে আঁচল টানে ও যে পাগল করে !
 দিল আকুল ক'রে
 সব আছুল করে
 এল সরম-হারা নিল মরম হ'রে ।

(২৭)

ওগো কিশোর হাওয়া তুমি কেমনতর ?
 যত বসন বাঁধি, তুমি শিথিল কর ।

নাগা নিলাজ গাছে
 তুমি সাজাও সাজে
 যত প্রবীণ-রীতি তুমি বাতিল কর !

(২৮)

যার হরিণ-আঁখি সে কি কাজল পরে ?
 দোলে দোলায় যারে প্রেম সোহাগ ভরে !
 যার আদর থাকে
 সে কি আবীর মাথে
 সাঁচা সরম-রঙে রাঙা কপোল 'পরে ?

(২৯)

সখী ! কাজল পরা ভালো তারেই সাজে
 যার হরিণ-আঁখি প্রেমে উজল রাজে ।
 যার অন্তরে রং—
 ফাগ্, মানায় বরং—
 যার আবীর ফুরে সারা প্রাণের মাঝে !

(৩০)

ও যে সকল হিয়া বেঁধে কুমুম শরে
 ও রে সবাই মার সই কাঁকন করে ।
 ওর আবীর লোহ
 ওর রঙীন মোহ
 মুহু পড়ুক ঝরে ঝরে ভুবন 'পরে ।

(৩১)

ওগো যে বাণ গড় নীল কমল দিয়ে
নীল নয়ন-কোণে রাখ তায় লুকিয়ে !
 আর আমার কুঁড়ি
 রয় যে বাণ জুড়ি'
সে যে পুলক-ফুলে তনু দায় ভরিয়ে !

(৩২)

তুমি যে বাণ গড় রাঙা অশোক ফুলে
রাঙা চোঁটেই সে রয় ?—কিবা কপোল-মূলে ?
 অরবিন্দ আছে
 কোন্ হিয়ার মাঝে ?
কোন্ হাসির তূণে মল্লিকায় খুলে ?

(৩৩)

যার ধনুক ছিল গড়া—কুসুম দিয়ে—
এই রঙের গুঁড়া তারি ভস্ম কি এ !
 এই আবীর মোহ
 তারি বুকের লোহ ?
তার চুমার রাঙা গেছে এই সঁপিয়ে !

(৩৪)

যেথা প্রেমের হাওয়া বয় সেথাই হোরি !
যেথা হিয়ার রাঙা রং রাঙায়, গোরী !

যেথা কুমুম ফুটে
ওঠে প্রাণের পুটে
যেথা ফাগুন জুটে দিন ক্ষণ বিসরি

(৩৫)

ভালো- বাসার মানে এই—ফাগেই নাওয়া
ভালো- বাসার প্রাণে চির-রঙীন হাওয়া
সে যে গুলাব-গোলা
রঙে লহর তোলা
আঁখি- জলের বানে সে যে মাণিক পাওয়া

(৩৬)

ও কে কিশোর ঠোঁটে শিশু ভারি দিয়েছে
শ্রামা পাখীর শিশে টিট্কারী দিয়েছে !
ও যে মুকুল মনে
যৌবনের ক্ষণে
মরি রঙের রসে পিচ্কারী দিয়েছে !

(৩৭)

ওতো বারেই যাবে ও যে ফাগের গুঁড়া
তবে আবীর উড়া' রাঙা আবীর উড়া'
তবে চলুক হাসি
তবে বলুক বাঁশী
গলে গলুক হিয়া সুখে সোহাগ কুড়া' ।

(৩৮)

প্রাণে আবীর আছে যার হোলি খেল
 অনু- রাগের রাঙা জাল মেল মেল !
 চির স্বপন গাঁথা
 যার আঁখির পাতা
 ওগো সরম-বাধা সেই পায়ে ঠেল ।

(৩৯)

—সখী আবীর গোলে বল্ কি জল দিয়ে ?
 —আঁখি- গুলাব কুঁড়ি সহি ! নিঙাড়িয়ে !
 অনুরাগের আবীর
 আর জল ছু'আঁখির
 সাঁচা হোলির খেলা হয় ইহাই নিয়ে ।

(৪০)

মরি কি দুখ মনে হয় কি দুখ রে তার,—
 পিচ - কারীর কলে রং টানেই নি যার ;
 ও যে মেলার মাঝে
 একা উদাস আছে
 ওযে খেলার সাজে ফেলে চক্করি ধার ।

(৪১)

যদি নেহাৎ দেবে তবে না হয় বরং—
 দাও আবীর চুলে গায়ে বাসন্তী রং !

যদি ফাগুন লাগে
তবে রঙীন ফাগে
আজি রাঙাও মোরে প্রাণে বাজাও সারং ।

(৪২)

গেছে হোলীর হাওয়া চলে মাটির নীচে !
ছাখ রঙের রসে সারা কানন ভিজে !
পিচ্- কারীর মত
ভৃগ- কুসুম যত
একি রভস-ভরে মরি তরঙ্গিছে !

(৪৩)

রঙে বাউল সেজে পথে এলাম ধেয়ে !
রাঙা আবীর মেখে নব ফাগুন পেয়ে !
দোলে দোলায় হিয়া
কোন্ স্বপন-প্রিয়া
আজ সবার চোখে তাই তাকাই চেয়ে !

(৪৪)

হের হোলির শেষে মোর আঙিয়া গো
শত রঙের রসে গেছে রাঙিয়া গো !
আছে ডালিম ফুলি
আছে মলিন ধূলি
আমি নিজেই নিছি সব মাঙিয়া গো !

(৪৫)

কে যে কুসুম-ফুলি রং দিল কাপড়ে !
 দিল গুলান্ কেবা মোর মনে না পড়ে !
 মোর সকল বেলা
 গেছে খেলেই খেলা,
 হায় হিসাব যদি চাও পড়ি ফাঁপরে !

(৪৬)

ওরে আবীর যদি আজ না তোর জুটে
 তবে পথের ধূলি তুলে নে তুই মুঠে !
 যদি পরব লাগে
 যদি হৃদয় জাগে
 তবে ধূলার ফাগে হোলি নে তুই লুটে ।

(৪৭)

—সখী ! কেমন হ'ল তোর হোলির মেলা ?
 —শুধু স্মৃতির ভরা পিচ্কারীর খেলা !
 শুধু স্বপন-লেখা
 হারা হাসির রেখা
 একা হোলির ছলে আঁখি-সলিল ফেলা ।

(৪৮)

মিছে পথের পানে চাওয়া ব্যাকুল চোখে
 দ্বারে যে তোর আজি ডেকে নে তুই ওকে ;

নেরে আপন ক'রে
ওরে নয়ন-লোরে
রঙে রঙীন ক'রে রাখ্ হৃদয়-লোকে ।

(৪৯)

ওকি ধূলেই যাবে ওয়ে রঙের রাজা
ওকি শুধুই খেলা ওয়ে আধেক সাজা
মিছে কপাল ভাঙ্গা
ওয়ে দ্রাবক রাঙা
ওয়ে দারুণ দাগা ওয়ে আগুন তাজা

(৫০)

কত জনম যেচে কত পেলাম হাসি
কত মরণ সেঁচে আঁখি-সলিল-রাশি
কত স্বপন-গোপী
গেছে আবীর সঁপি'
কত যুগের লেহা প্রাণে জুয়ায় আসি

আলোক লতার ডোর

(গান)

(ও আমার) আলোক লতার ডোর !
 কি জালে হায় জড়িয়ে দিলে—
 কি ছলে মন মোর !
 আমার চির-সজ্জা তুমি
 পুলক-বরণি !
 আমার চির লজ্জা তুমি
 হৃদয়-হরণি !
 ফসল তুমি নিষ্ফলতার
 ও মোর মনচর !
 জীবনে মোর বিজন সাথী
 মনে স্বপন-ঘোর ।

গান

রাতের দেবতা দিয়েছিল যারে
 দিনের দেবতা নিয়েছে কেড়ে,
না পোহাতে রাতি স্বপনের সাথী
 স্বপনেরি মত গিয়েছে ছেড়ে ।
আঁধারের হিয়া মধুর করিয়া
চলে গেছে মোর সকল হরিয়া
ছুবে গেছে চাঁদ তবু উন্মাদ
 জোয়ারের জল উঠিছে বেড়ে ।

পাগল পরশ অঙ্গে লেগেছে
 পাগল হয়েছি তাই গো,
 পাগল-করা সে যুগল আঁখির
 নাগাল কোথায় পাই গো।
 অন্ধ যামিনী বন্ধু আমার!
 অন্ধ হিয়ার জান হাহাকার!
 দেখ দেখ মোর জীবন আঁধার
 ভুবনে কি মসী দিয়েছে মেড়ে

গান

(হায়) তোমার আমি কেউ নহি গো
 সকল তুমি মোর,
 (আজ) চাইলে তোমায় পাই যে কাছে
 (আর) নাই যে তেমন জোর।
 (ওগো) হৃদয় তবু হাহাকারে,
 (কেন) কেবল ডাকে হায় তোমারে,
 (আমার) আকুল আঁখি তোমায় খোঁজে
 খোঁজে আঁখির লোর।
 (এই) ভুবন-ভরা শূন্যতা আর সইতে পারিনে,
 অন্ধকরা অন্ধকারের অন্ত হেরিনে,
 (আমি) সকল বেলা কেবল ভাবি
 কোথাও কিছু নাইক দাবী,
 (হায়) বিনি সূতার মালা মোদের
 (মাঝে) নাই রে বাঁধন-ডোর।

সাগর-সৈকতে

(গান)

(আমার) বন্ধু আছে সিন্ধু পারে
(সে কথা) ভুলতে পারিনে ;
(ও তাই) অকূল চেউয়ে নয়ন রাখি
(আঁখি) তুলতে পারিনে ।
(আমি) কাঁদতে আসি নিরজনে,
(সাগর) ডুবিয়ে সে ছায় গরজনে ;
(আমি) আপন মনেও মনকে আমার
(তেমন) খুলতে পারিনে ।

(আহা) বন্দী আছে বন্ধু আমার
(ওগো) কেমন শিকলে ?
(ওগো) বিরহী ওই বিদ্রোহী চেউ
(আজ) লুটায় বিকলে !
সিন্ধুশায়ী পর্বতেরে
কি চোখে সে আজকে হেরে,
(আজ) কি ভেবে দুই আঁখি ভরে
আঁখিরই জলে !

(তোরা) কেমন ক'রে থাকিস্ ভুলে
বলতে পারিনে ;
(আমি) ব্যাকুল স্মৃতির বকুল মালা
(পায়ে) দলতে পারিনে ।

(আমি) পরের কথায় আপন জনে
 করতে নারি তফাৎ মনে,
 (ওগো) ঘরের পরের গঞ্জনাতেও
 টলতে পারিনে ।

গান

(আমি) ডাকছি তারে আঁখির ধারে গো
 (সে কি তা') জানতে পারে না !

(হায়) পরাণ-ভুরির এই বিথারে গো
 : (তারে) টানতে পারে না !

ডাকছি তারে মন-গোপনে মনের কামনা
 তার তরে মোর উদাস আঁখি মন যে উন্মনা
 প্রাণের স্পন্দ ছোঁয় না কি প্রাণ গো
 (কাছে) আনতে পারে না !

শুন্তে না পাক—না পাক আমার সুদূর এ আহ্বান
 (ও তার) শুন্তে না পাক কান ।

বাস্লে ভালো প্রাণের এ ডাক শুন্ত যে পরাণ
 (ওগো) কাদন নাগাল পায় না তারে গো
 (মন আমার) মানতে পারে না ।

উর্দ্ধবাহুর প্রেম

গেরুয়া যাহার ব্যক্ত হ'ল রক্ত চেলীর ভিতর থেকে
কুশণ্ডিকার রঙিন শিখায় শিউরেছে যে গেরুয়া দেখে
হঠাৎ শুভ শঙ্খ সনে
বাজল শিঙা যাহার মনে
জানি গো তার ভাগ্যে বিধি বারেবারেই উন্টে লেখে ।

বরষ পরে বরষ গেছে, গেছে কত দিবস নিশা
নামেনিক উর্দ্ধ চক্ষু ছিল জেগে চাতক-তৃষা
আকাশ-মুখে তর্জনীটা
শুকিয়ে কখন হ'ল শিঠা
নাইক খেয়াল গঙ্গা কখন জোয়ার শেষে হ'ল কৃশা !

তবু হঠাৎ বন্যা এল—ফাগুন এল আশ্বিন ছেলে !
পাটল ধূলা উড়িয়ে হাওয়া দিল অশোক পলাশ মেলে ;
শিথলে দিয়ে গেরুয়া আঁচল
বা'র হ'ল ফের চেলীর নিচোল
অকালে হায় প্রেমের বোধন সকল বিধি-বিধান ঠেলে !

অসময়ের এই যে মাতন জমূল না সে তেমন ক'রে
দরদী ঠিক জুটল না কেউ প্রোঢ় দিনের শেষ বাসরে ;
কোথায় কিসের রইল বাধা
গেল না ঠিক কাউকে বাঁধা
উর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীর এই একটা বাহুর বাহুর ডোরে !

তাজ

কবর যে খুসী বলে বলুক তোমায়

আমি জানি তুমি মন্দির !

চির-নিরমল তব মূর্তির ভায়

মৃত্যু নোয়ায় নিজ শির !

প্রেমের দেউল তুমি মরণ-বেলায়,

শিরোমণি তুমি ধরণীর ।

তীর্থ তুমি গো তাজ নিখিল প্রেমীর,

মরমীর হিয়ার আরাম,

অশ্রু-সায়রে তুমি অমল-শরীর

কমল-কোরক অভিরাম !

তনু-সম্পূট তুমি চির-ঘরণীর,

মৃত্যু-বিজয় তব নাম !

ঘুমায় তোমাতে প্রেম-পূর্ণিমা-চাঁদ,—

এমন উজল তুমি তাই,

চাঁদের অমিয়া পেয়ে এই আহ্লাদ

কোনোখানে কিছু স্থানি নাই ;

ওগো ধবলিয়া মেঘ ! আলোর প্রসাদ

ঝরে ঘিরি' তোমারে সদাই !

যমুনা প্রেমের ধারা জানি ছুনিয়ায়,—

তীর তার ঘিরি চিরদিন

পিরীতির স্মৃতি যত জেগে আছে, হায়,

অতীত প্রেমের পদ-চিন্,

ব্রজে কিবা মথুরায় কিবা আগ্রায়

রাজা ও রাখাল প্রেমে লীন ।

প্রেম-যমুনার জল প্রেমে সে বিধুর
 কাজরী-কাফিতে উন্মাদ—
 গোকুলে সে পিয়াইল রসে পরিপূর
 পিরীতির মল্লয়া অগাধ ;
 শাজাহাঁ-তাজের প্রাণে সঁপিল মধুর
 দম্পতী-প্রেমের সোয়াদ !

জগতে দ্বিতীয় রুরু রাজা শাজাহান
 দেবতার মত প্রেম তার,
 দিয়ে দান আপনার অর্দ্ধেক প্রাণ
 মরণ সে ঘুচাল প্রিয়ার ।
 মরণের মাঝে পেল সুধা-সন্ধান,
 মৃত প্রিয়া স্মরণে সাকার !

কী প্রেম তোমার ছিল—চির-নিরলস,
 কী মমতা হে মোগল-রাজ !
 পালিলে শোকের রোজা কত না বরষ—
 ফল ভথি' পরি' দীন সাজ !
 কৃষ্ণের শেষে বিধি পূরাল মানস—
 উদিল ইদের টাঁদ—তাজ ।

ভেবেছিলে শোকাহত ! হারায়ে প্রিয়ায়
 ভেবেছিলে সব হ'ল ধূল ;
 হে প্রেমী ! বেঁধেছে বিধি একটি তোড়ায়
 চামেলি ও আফিমের ফুল ;
 ঝরেছে আফিম-ফুল মরণের ঘায়,
 বাঁচে তবু চামেলি অতুল !

টুটেছে রূপের বাসা, জেগে আছে প্রেম,
 বেঁচে আছে চামেলি অমল ;
 মরণে পুড়েছে খাদ, আছে শুধু হেম
 যাত্রীর চির-সম্বল,
 কামনা-আকৃতি-হীন আছে প্রেম, ক্ষেম,
 অমলিন আছে আঁখিজল ।

রচিয়াছ রাজা-কবি ! কাহিনী প্রিয়ার,
 আঁখিজল-জমানো বরফ-
 সমতুল মর্ম্মর—কাগজ তুহার,
 ছনিয়ার মাণিক হরফ ;
 বিরহী গেঁথেছ এ কি মিলনের হার !
 কায়া ধরি' জাগে তব তপ !

ভালোবাসা ভেঙে যাওয়া সে যে হাহাকার,—
 তার চেয়ে ব্যথা নাই, হায় ;
 প্রেম টুটিবার আগে প্রেমের আধার
 টুটে যাওয়া ভালো বসুধায় ;
 নিরাধার প্রেমধারা ভরি সংসার
 উছলি পরশে অমরায় ।

সে প্রেম অমর করে ধরার ধূলায়,
 সে প্রেমের রূপ অপরূপ,
 সে প্রেম দেউল রচি' আকাশ-গুহায়
 জ্বলে তায় চির-পূজা-ধূপ ;
 সন্ধ্যাট ! সেই প্রেম প্রাণে তব ভায়
 মরলোকে অমৃত স-রূপ ।

সে প্রেমের ভাগ পেয়ে শিলামর্মর
 মর্মের ভাষা কয় আজ,
 কামিনী-পাপড়ি হেন হয় প্রসূর,
 হয় শিলা ফুলময় তাজ !
 চামেলি মালতি যুথীময় সুন্দর
 ছত্রে বিরাজে মমতাজ !

যে ছিল প্রেয়সী, আজি দেবী সে তোমার
 তুমি তার গড়েছ দেউল,
 অঞ্জলি দেছ রাজা ! মণি-সস্তার
 কাঞ্চন-রতনের ফুল ।
 ঢেকেছ মোতির জালে দেহ-বেদী তার
 অশ্রু-মুকুতা-সমতুল ।

সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল,
 তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
 বৃন্দেলী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল,
 সুলেমানী মণি থরে থর,
 ইরানী গোমেদ, মরকত থাল থাল
 পোখ্রাজ, বুঁদি, গুল্নর,

চার-কো পাহাড়-ভাঙা মসী-মর্মর,
 চীনা তুঁতী, অমল ফটিক,
 যশল্মীরের শোভা মিশ্র-বদর
 এনেছ ঢুঁড়িয়া সব দিক,
 মধুমৎসিষ্ মণি ছুঁধিয়া পাথর
 দেউলে দেওয়ালী মণি-শিখ ।

সাত-শো রাজার ধন মানস-মাণিক
 সাঁপেছ তা সবার উপর,
 তাই তো তাজের ভাতি আজি অনিমিত্ত,
 তাই তো সে চির সুন্দর ;
 তাই শিস্ দিয়ে ফেরে নন্দন-পিক
 গায় কানে গান মনোহর ।

তাই তব প্রেয়সীর শুভ কামনায়
 ওঠে যবে প্রার্থনা-গান,
 মর্ম্মর গুহ্বজ ভরি' ধ্বনি ধায়,—
 পরশে সে সপ্ত বিমান,
 লুফে লুফে ব্যোমচারী মুখে মুখে তায়
 দেবতায় সাঁপে সেই তান ।

সে ছিল বধু ও জায়া, মাতা তনয়ের,
 তবু সে যে উর্ব্বশী প্রায়
 চিরপ্রিয়া, চির-রাণী, নিধি হৃদয়ের,
 চির-প্রেম লুটে তার পায় ;
 চির-আরাধনা সে যে প্রেম-নিষ্ঠের
 চির-চাঁদ স্মৃতি-জ্যোৎস্নায় ।

বাদশাহী উবে গেছে, ডুবেছে বিলাস,
 ভালোবাসা জাগে শুধু আজ,
 জেগে আছে দম্পতী-প্রেম অবিনাশ,
 জেগে আছে দেহী প্রেম তাজ ;
 জগতের বুক ভরি উজলি' আকাশ
 প্রিয় স্মৃতি করিছে বিরাজ ।

উজল টুকরা তাজ চন্দ্রলোকের
 পড়েছে গো খসে ছুনিয়ায়,
 এ যে মহা-মৌক্তিক দিগ্‌বারণের
 মহাশোক-অঙ্কুশ-ঘায়
 এসেছে বাহিরি',—নিধি সৌন্দর্য্যের—
 প্রেমের কিরীটে শোভা পায় ।

মনো-যতনের সনে মনি-রতনের
 দিল বিয়া রাজা শাজাহান,
 পুণ্য-প্রতিমা পানে চাহিয়া তাজের
 কেটে গেল কত দিনমান,
 বিরহীর অবসান হ'ল বিরহের
 যেইক্ষণে টুটিল পরাণ ।

সাধক পাইল ফিরে সাধনার ধন,
 প্রেমিক পাইল প্রেমিকায়,
 হৃদয় হৃদয় পেল, মন পেল মন,
 কবরে মিলিল কায়ে কায় ;
 ঘটাইল বারে বারে নিয়তি মিলন
 জীবনে,—মরণে পুনরায় ।

* * * *

গোলাপ ফোটে না আর,—গোলাপের বাস
 হেথা তবু ঘোরে নিশিদিন,
 আকাশের কামধেনু ঢালে স্থিত হাস
 শীর্ণির ক্ষীরধারা ক্ষীণ ;
 মৌন হাওয়ায় পড়ে চাপা নিশ্বাস
 যমুনা সে শোনে তটলীন ।

মরণের কালি হেথা পায় না আমল,
 শ্মশান—ভীষণ তবু নয়,
 বিলাস-ভূষণে তাজ নহে টল্‌মল্
 রাজা হেথা প্রতাপী প্রণয় ;
 মৃত্যুর অধিকার করিয়া দখল
 জাগে প্রেম, জাগে প্রেমময় ।

আজিকে দুয়ারে নাই চাঁদির কবাট—
 মোতির কবর-পোষ আর,
 তলু-বেদী ঘিরি' নাই কাঞ্চ-নঠাট,
 বাগিচায় নাহিক বাহার ;
 তবু এ অব্রভেদী জ্যোৎস্না জমাট
 রাজাসন প্রেম-দেবতার ।

মখ্‌মল-বাল্‌মল্ পড়ে না কানাৎ
 শাজাদীরা আসে না কেহই,
 করে না শ্রাদ্ধ-দিনে কেহ খয়রাৎ
 খির্নির তরুগুলি বই ;
 বাদশা ঘুমান্ হেথা বেগমের সাথ ;—
 অবাক ! চাহিয়া শুধু রই !

ঝরে গেছে মোগলের আফিমের ফুল—
 মণিময় ময়ূর-আসন,
 কবরে জেগেছে তার চামেলি-মুকুল
 মরণের না মানি শাসন ;
 অমল সে ফুলে চেয়ে যত বুল্‌বুল্
 জুড়িয়াছে পুলক-ভাষণ ।

জিত মরণের বুক গাড়িয়া নিশান,
জয়ী প্রেম তোলে হের শির,
ধবল বিপুল বাহু মেলি চারিখান
ঘোষে জয় মোন গভীর,
চির সুন্দর তাজ প্রেমে নিরমাণ
শিরোমণি মরণ-ফণীর ।

কবর-ই-নূরজাহান্

“বব্ ম্যাজারে মা গরীবা শ্বঃ চেরাগে শ্বঃ গুলে !

শ্বঃ পরে পরমানা হুজদ্ শ্বঃ শ্বতায়ে বুল্‌বুলে ॥”

আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান্ !
সন্ধ্যা-রাতের অন্ধকার আজ জোনাক-পোকায় স্পন্দমান ।
বালা থেকে দেখতে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরান দেশের শকুন্তলা ! কই সে তোমার রূপ অতুল ?
পাষাণ-কবর-বোরকা খোলো দেখব তোমায় সুন্দরী !
দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তী ভুবন-বিজয় রূপ ধরি ।
জগৎ-জেতা জাহাঙ্গীরের জগৎ আজি অন্ধকার,
জাগ তুমি জাহান্-নূরী আলোয় ভর দিক আধার ;
কর গো হতশ্রী ধরায় রূপের পূজা প্রবর্তন—
কত যুগ আর চলবে অলীক পরীর রূপের শব-সাধন ?
জাগাও তোমার রূপের শিখা, মরে মরুক পতঙ্গ ;
রতির মূর্তিতে জাগ, অঙ্গ লভুক অনঙ্গ ।
রূপের গোলাপ রোজ ফোটে না বুল্‌বুলে তা জানে গো,
গোলাপ ঘিরে পরস্পরে তাই তারা ঠোঁট হানে গো ;—

তুচ্ছ রূপার তরে মানুষ করছে কত দুষ্কৃতি,
 রূপের তরে হানাহানি, তার চেয়ে কি বদ রীতি ?
 খনির সোনা নিত্য মেলে হাট বাজারের দুইধারে,
 রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচে না সে পোদ্দারে ।

* * * *

রূপের আদর জান্ত সেলিম, রূপ-দেবতায় মান্ত সে ;
 সোনার চেয়ে সোনা মুখের ঢের বেশী দাম জান্ত সে ;
 বিপুল ভারত-ভূমির সোনা সঞ্চিত তার ভাণ্ডারে
 তবুও কেন ভরল না মন ? হায় তৃষিত চায় কারে ?
 তোমার সোনা মুখটি স্বরি' পাগল-সমতুল্য সে,
 রূপের ছটায় ঝলসেছে চোখ পুণ্য পাতক ভুল্ল সে,—
 রক্ত-সাগর সাঁতরে এসে দখল পেল পদ্মটির
 রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর ।—
 টাঁকশালে সে হুকুম দিল তোমায় পেয়ে পূর্ণকাম
 “টাকায় লেখ জাহাঙ্গীরের সঙ্কেতে নূরজাহাঁর নাম ।”
 মোহরে নাম উঠল তোমার, লেখা হ'ল তায় শ্লোকে,—
 “সোনার হ'ল দাম শতগুণ নূরজাহানের নাম যোগে ।”

* * * *

মরুভূমির শুষ্ক বুকে জন্মেছিলে সুল্তানা !
 গরীব বাপের গরব-মণি সাপের ফণা আস্তানা ।
 তোমায় ফেলে আসছিল সব, আস্তে ফেলে পারল কই ?
 দৈন্ত্য দশার নিশ্চয়তা টাঁকল না ছ' দণ্ড বই ।
 জয়ী হ'ল মায়ের অশ্রু, টলে গেল বাপের মন,
 ফেলে দিয়ে কুড়িয়ে নিল স্নেহের পুতুল বুকের ধন ।
 মরুভূমির মেহেরবানী ! তুমি মেহের-উন্নিসা !
 তোমায় ঘিরে তপ্ত বালুর দহন চির-দিন-নিশা ।

পথের প্রস্থান ! তোমার রূপে দুর্নিয়তি আকৃষ্ট—
ফেলে-দেওয়া কুড়িয়ে-নেওয়া এই তো তোমার অদৃষ্ট !

* * * *

দিনে দিনে উঠলে ফুটে পরীস্থানের জরীন্ গুল্ !
মলিন করে রূপ রাণীদের ফুটল তোমার রূপের ফুল ।
রূপে হ'লে অঙ্গরী আর নৃত্যগীতে কিন্নরী,
শ্লোক-রচনায় সরস্বতী ধী-শ্রীমতী সুন্দরী,
তীর ছোড়া আর ঘোড়ায় চড়ায় জুড়ি তোমার রইল না,
এমন পুরুষ ছিল না যে মূরত বুকে বইল না ।
রূপের গুণের খ্যাতি তোমার ছাইল ক্রমে সব দিশা,
নারীকুলের সূর্য্য তুমি, তুমি মেহের-উন্নিসা !
বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে,
খুসী দিলে খুসরোজে তার জীবন মরণ ছুই যোঝে ।
খসল হঠাৎ ঘোমটা তোমার সরম-রাঙা মুখখানি
এঁকে গেল যুবার বুকে রূপরাণী গো রূপরাণী !
বাদশাজাদা চাইল তোমায়, বাদশা হ'লেন তায় বাদী ;
শের আফগানের বিবি তুমি হ'লে অনিচ্ছায় কাঁদি ।
বাঘ মারে শের শুধু হাতে তোমায় পাওয়ার হর্ষে গো,
বর্জ্জমানের মাটি হ'ল রাঙা তোমার স্পর্শে গো ।

* * * *

দিনের পরে দিন গেল ঢের ছটা ঋতুর ফুল-বোনা,
বাদশাজাদা বাদশা হ'ল তোমায় তবু ভুলল না ;
অশ্রুয়ের সে বৈরী চির ভুলল হঠাৎ ধর্ম্ম-ন্যায়
ডুবে ভেসে তলিয়ে গেল রূপের মোহের কি বশায় !
কুচক্রে তার প্রাণ হারাল সরল পাঠান মহাপ্রাণ ।
উদারচেতা সিংহ-জেতা সিংহ-তেজা শের আফগান ;

সেলিমের দুধ-মায়ের ছেলে সুবাদারীর তৃষ্ণাতে
 মারতে এসে পড়ল মারা শেরের অসি-সংঘাতে ;
 তেজস্বী শের ঘণ্য কুতব পাশাপাশি ঘুমায় আজ
 রাঢ়ের মাটি রাঙিয়ে দ্বিগুণ জাগছে জাহাঙ্গীরের লাজ !
 সকল লজ্জা ডুবিয়ে তবু জাগছে নারী, তোমার জয় !
 সকল ধনের সার যে তুমি, রূপ সে তোমার তুচ্ছ নয় ।

* * * *

পাক্ষী এল “আগ্রা চল”—শাহান্শাহের অন্তরে,
 কাছে গিয়ে দেখলে তফাৎ, আঘাত পেলে অন্তরে ।
 মহলে কই বাদশা এলেন ? মৌনে ব্যথা সইলে গো,
 চোদ আনা রোজ খোরাকে রং-মহলে রইলে গো ।
 রেশমী পটে নক্সা এঁকে, গড়ে ফুলের অলঙ্কার,
 বাঁদী দিয়ে বিক্রি ক’রে হ’ত তোমার দিন-গুজার ;
 সাদা-সিধা স্মৃতির কাপড় আপনি পরে থাকতে গো,
 চাকরাণীদের রাণীর সাজে সাজিয়ে তুমি রাখতে গো ।
 স্পর্শে তোমার জুঁই-বুরুজের শিলায় শিলায় ফুটল ফুল,
 রূপে গুণে ছাপিয়ে গেল রং-মহলের উভয় কূল ।

* * * *

কথায় বলে মন না মতি,—সেলিমের মন ফিরল শেষ,—
 হঠাৎ তোমার কক্ষে এল, দেখল তোমার মলিন বেশ ;
 দেখল তোমার পুষ্প-কান্তি, দেখল জ্যোতির পুঞ্জ চোখ,
 ভুলে গেল খুনের আড়াল, ভুলল সে দুধ-ভায়ের শোক ।
 বাদশা সুধান্ “এ বেশ কেন ? নিজের দাসীর চাইতে স্নান !
 জবাব দিলে “আমার দাসী—সাজাই যেমন চায় পরাণ ।
 তোমার দাসীর অঙ্গে খামিন্ ! তোমার খুসীর মতন সাজ ।”
 বাদশা বলেন “সত্যি কথা, দিলে আমায় উচিত লাজ,

আজ অবধি প্রধান বেগম তুমি মেহের ! সুন্দরী !
 চল আমার খাসমহলে মহল-আলো অঙ্গরী ।
 সিংহাসনে আসন তোমার, আজ থেকে নাম নূরমহল,
 বাদশা তোমার গোলাম, জেনো, করেছ তার দিল্ দখল্ ।”

* * * *

পাঁচ-হাজারের এক এক মোতি, এম্নি হাজার মোতির হার
 বাদশা দিলেন কণ্ঠে তোমার সাত-সাগরের শোভার সার ।
 বাদশার উপর বাদশা হ'লে, বাদশা হ'লেন তোমার বশ,
 অফুরাণ যে স্ফূর্তি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস ।
 দরবারে বার দিলে তুমি রইলে নাকো পর্দাতে,
 জাহাঙ্গীর সে রইল শুধু ব্যস্ত তোমার চর্চাতে ।
 পিতা তোমার মন্ত্রী হ'লেন, তুমি আসল শাহান্শা,
 সেনা-নায়ক ভাইটি তোমার যোদ্ধা কবি আসফ জা ।
 দেশে আবার শান্তি এল ভারত জুড়ে মহোৎসব—
 বাড়ল ফসল শিল্প-কুশল হ'ল ফিরে শিল্পী সব ।
 নূতন কত শিল্প প্রচার করলে ভারত মণ্ডিতে—
 ফুলের আত্মা আতর হ'ল অমর হ'ল ইঙ্গিতে ।
 তুমি গো সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী কর্মে সদা উৎসাহী
 জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা নিয়ে করলে নারী বাদসাহী ;
 নারীর প্রতাপ, প্রতিভা আর নারীর দেখে মন্ত্রবল
 দরবারী সব চটল মনে, উঠল জ্বলে ওমরাদল ;
 বাদশাজাদা খুরম্ এবং দশহাজারী মহব্বৎ
 বিষম হ'ল বৈরী তোমার তবুও তুমি সূর্য্যবৎ
 রইলে দীপ্ত, রইলে দৃপ্ত করলে নিরোধ সব হানা
 ধী-ক্রী-ছটার ছত্র মাথায় ছত্রবতী সুলতানা !
 বাদশা যখন নজর-বন্দী মহব্বতের ফন্দীতে
 চল্লে তুমি সিংহী সম চল্লে স্বয়ং রণ দিতে ;

হাতীর পিঠে হাওদা এঁটে ঝিলাম-নদের তরঙ্গে
 ঝাণ্ডা তুলে লড়তে এলে মাতলে তুমি কী রঙ্গে ;
 শত্রু মেরে করলে খালি তীরে-ভরা তিনটে তুণ,
 আঘাত পেয়ে কর্ণে কাঁধে যুঝলে তবু চতুর্গুণ ;
 ছুষমনেরা উঁচু ডাঙায়, তুমি নদীর গর্ভে গো,
 তোমার হানায় অধীর তবু ভাবছে কি যে করবে গো ;
 হঠাৎ বেঁকে বসল হাতী বিমুখ হ'ল অস্ত্র-ঘায়
 ফিরলে তুমি বাধ্য হয়ে ক্ষুর রোষের যন্ত্রণায় ।
 বন্দী স্বামীর মোচন-হেতু হ'লে এবার বন্দিনী,
 মহব্বতের মুঠা শিথিল করলে ইরান-নন্দিনী ;
 জিতে তবু হারল শত্রু, করলে তুমি কিস্তিমাং,
 তোমার অস্ত্র অমোঘ সদা, তোমার অস্ত্র সে নির্ঘাত ;
 ফকীর-বেশে শত্রু পালায়, তোমার হ'ল জয় শেষে,—
 তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহব্বত-খাঁ যায় ভেসে ।

* * * *

আজ লাহোরের সহরতলীর কাঁটাবনের আব্দালে
 লুপ্ত তোমার রূপের লহর জঙ্গলে আর জঞ্জালে,
 জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনার বাহার যায় ঝরি',
 আজকে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের সুন্দরী !
 হোথা তোমার স্বামীর সমাধ যত্নে তোমার উজল ভায়
 বল্মলিছে শাহ-ডেরা রতন-মণির আল্পনায় ।
 গরীব বাপের গরীব মেয়ে তুমি আছ একলাটি,—
 সিংহাসনের শোভার নিধি পালং তোমার আজ মাটি !
 শাহ-ডেরার সুপ্ত মালিক জেগে তোমায় ডাকছে না,
 তুমি যে আর নাইকো পাশে সে খোঁজ সে আজ রাখছে না
 সূক্ষ্ম সোনার সূতায় বোনা নাই সে গদি তোমার হায় !
 আজকে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায় ।

বিস্মরণী লতার বনে ঘুমাও মাটির বন্ধনে,
গোরী ! তোমার গোরের মাটি রূপের গোপীচন্দন এ ।
সোহাগী ! তোর দেহের মাটি স্বামী-সোহাগ সিঁদূর গো,
জীর্ণ তোমার শ্রীহীন কবর বিশ্বনারীর শ্রী-দুর্গ !

* * * *

শিয়রে কি লিখন লেখা ! অশ্রুভরা করুণ শ্লোক,—
এ যে তোমার দৈববাণী জাগায় প্রাণে দারুণ শোক ;—
হে সুলতানা ! লিখেছ এ কী আফশোষে সুন্দরী !
লিখছ তুমি “গরীব আমি” পড়তে যে চোখ যায় ভরি ।—
“গরীব-গোরে দীপ জ্বল না ফুল দিয়ে না কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে ।”
সত্যি তোমার কবরে আর দীপ জ্বলে না, নূরজাহান !
সত্যি কাঁটার জঙ্গলে আজ পুষ্পলতার লুপ্তপ্রাণ ।
নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধূলির অঙ্কেতে,
অবহেলার গুহার তলায় ডুব্ছ কালের সঙ্কেতে ।
ডুব্ছে তোমার অস্থিমাত্র—স্মৃতি তোমার ডুব্বে না,
রূপের স্বর্গে চিরনূতন রূপটি তোমার যায় চেনা ।
সেথায় তোমার নাম ঘিরে ফুল উঠছে ফুটে সর্বদাই,
অমুরাগের চেরাগ যত উজল জ্বলে বিরাম নাই,
চিত্ত-লোকে তোমার পূজা—পূজা সকল যুগ ভরি’
মোগল-যুগের তিলোত্তমা ! চিরযুগের সুন্দরী !

‘জাগ্ৰহি’

পাপ্‌ড়ি-ঝরা পুরাতনের পাণ্ডুবরণ পদ্মচাকী,—
তার মাঝে কে ঘুমিয়ে আছ,—নয়ন মেল,—তোমায় ডাকি ;
জাগ, ওগো ! ধূসর ধরার হিরণ-বরণ জীবন-কণা !
জাগ পুরাতনের পুরে নূতনেরি সম্ভাবনা !

পুরাতনের ডিম্ব টুটে বাইরে এস নূতন পাখী !
নূতন আঁখির আলোক দিয়ে অন্ধকারের ফুটাও আঁখি ;
জাগাও আশা নূতন আশা নূতন ছন্দ নূতন গতি
গরুড় যদি না হও তুমি সূর্য্যরথের হও সারথি ।

শত্রু পাহাড় হচ্ছে গুঁড়া শত্রুসম পলে পলে
মহাকালের বজ্রকঠোর নিবিড় আলিঙ্গনের তলে ।
মৌনমুখে যায় পুরাতন শত্রু-কলস মাথায় ক’রে,
তুমি এস নূতন জীবন ! কুন্ত জোয়ার সুধায় ভ’রে ।

তুমি এস নূতন বর্ষে নূতন হর্ষ ! নূতন জ্যোতি ।
সর্ষে-পারা বটের বীজে ভবিষ্যতের বনস্পতি ।
এস অজয় !—পরাজয়ে, এস অমর ! মৃত্যুপুরে ;
বস ধুলায়,—আসন পেতে দুর্ব্বা-লতার শ্রামাস্কুরে ।

বিধাতা আর ধাতায় মিলে ঘুরায় মুহু অয়ন-ঘড়ি,
সমীর ফেরে শমী-বনে অগ্নিমন্ত্ৰ মন্ত্ৰ পড়ি ;
প্রাচীন দিনের সূর্য্য ঢলে প্রলয়-জলে শয্যা পেতে,
জাগ তুমি নূতন সূর্য্য ! নীহারিকার বুদ্ধদেতে ।

পুরাতনের স্তম্ভ চিরে বাইরে এস সিংহতেজে,
 জাগ জড়ের সুপ্ত জীবন গোপন শিখায় নয়ন মেজে ;
 অবিশ্বাসের হোক অবসান, তুমিই তাহার নিশ্বাস রোধ' ;
 অন্তরে হও আবির্ভূত হে আত্মদ ! বলপ্রদ !

বৈশাখী

বৈশাখ শুভ বৈশাখ তুমি
 দেব-করুণায় মাখা,
 মর্ত্য লোকের ছুয়ারে রোপিত
 কল্লতরুর শাখা ।
 চম্পকে তুমি ফুল ধরায়েছ
 রসালে রঙিন ফল,
 দীপ্তি তোমার জপের মন্ত্র
 ঝঙ্কা তোমার ছল ।

কে বলে তোমায় রিক্ত ? তুমি যে
 সত্য যুগের আদি,
 আলো-শতদল হৃদয়ে তোমার
 তুমি হে ব্রহ্মবাদী ।
 মহেশ্বরে তুমি পূজেছ পূজিছ
 বৈশাখী টাঁপা-ফুলে,
 কৌতুক তব কাল-বৈশাখী,
 ধ্বজা তব মেঘে ধূলে ।

বঙ্গে একদা জাগালে প্রতাপ
 কনকোজ্জ্বল স্মৃতি,
 পুণ্যাহ মাস বুকে তব লেখা
 তার অভিষেক-তিথি ;
 চাঁপার উগ্র গন্ধে হৃদয়
 মাতাল হইয়া উঠে,
 কাঞ্চন-নিভ বৈশাখী চাঁপা
 রুদ্রের পায়ে লুটে ।

ভারতে করিলে তুমি প্রবুদ্ধ
 বুদ্ধেরে দিলে আনি,
 এসিয়ার আলো চুমিল প্রথম,
 তোমার ললাটখানি ।
 হেম-চম্পক বরণ-বিভায়
 ছাইল ধরণীতল,
 শিবের চরণে পড়িল তোমার
 অমল চাঁপার দল ।

জগতের কবি প্রভাময় রবি
 তোমারই অঙ্কে শোভে,
 চন্দ্রলোকের চকোর মরতে
 যার গীত-সুধা লোভে,
 চম্পা-পেলব গানগুলি যার
 পুলকে আলোক ছায়,—
 হাজার হাজার চাঁপা-ফুল পড়ে
 সুন্দর-শিব-পায় ।

বিশাখা তারায় জন্ম তোমার
 নাম তব বৈশাখ,
 মধু দান তুমি দিলে ছুনিয়ায়
 ভাঙিয়া মধুর চাক,
 পুণ্য ভানুর আলো-চন্দন
 ললাটে তোমার আঁকা,
 বৈশাখ শুভ বৈশাখ তুমি
 কল্লতরুর শাখা ।

নাগকেশর

রাজহুলালী কনক-চাঁপা ফুটল যেদিন,—তার দোসর
 কাঞ্চীপুরের কাঞ্চনিয়া জুটল সেদিন নাগকেশর ;
 মধু-মদের গন্ধ গায়
 জুটল হঠাৎ দখিন বায়
 হাওয়াই ঘোড়া ছুটিয়ে এল দখিন হ'তে এ সুন্দর !

মালঞ্চ আজ আলোয়-আলো মোহন রূপের গৌরবে,
 আকাশ ভ'রে ঢেউ উঠেছে কিশোর তনুর সৌরভে ;
 হিরণ্য-কেশ সূর্য্য তায়
 তপ্ত চুমা দিচ্ছে হায়
 সোনা হ'য়ে উঠল কেশর তাই কি ?—ভানুর বৈভবে ?

স্বর্ণ শরে পূর্ণ একি গন্ধরাজের তূণখানি !—

পুষ্পকান্তি ললাটে কার তিলক শোভে জাফরাণী !

মোতির পরে সোনার থর !

চাঁদের বুকে সূর্য্যকর !

সদ্য-জাগা যৌবনে এ কোন্ কামনার রাজধানী ।

শঙ্খনাদের মাথায় ওকি সোনার চূড়া গজিয়েছে,

মাতা মধুর মাং নিয়ে হায় মাতিয়েছে মন মজিয়েছে ;

মৌমাছির মূর্চ্ছা পায়

গন্নি হাওয়া ভিগ্নি যায়,

হলুদ ফাগে ভোমরা গুলোয় বোলতা হ'তে ভজিয়েছে ।

চীনাংশুকে স্বর্ণমুষ্টি রয়েছে কার উজ্জলি,

ইন্দু নেছে আঁচল পেতে ভানুর কনকাঞ্জলি !

বিশ্ব-কবি সেই কথাই—

লিখছে শ্লোকে,—বিরাম নাই,—

ফুল হ'য়ে তার ফুটেছে গো শ্লোক ছন্দে আলোক হিল্লোলি ।

বনমানুষের হাড়

(বাউলের সুর)

বনের হাওয়া উঠল মেতে ছুটল ভুবনে !

মনের পাগল জাগল, ওসে জান্নল কেমনে !

ঘরবাসী তুই মনরে আমার পিঞ্জরে তোর বাড়,

(তবু) পঞ্জরে তোর জাগছে কি ও ? বনমানুষের হাড় !

[কোরাস্] (ওয়ে) বনমানুষের হাড় !

(ওকি) ঘুমিয়ে ছিল মনের ঝোলায় প্রাণের অন্তরে,

জাগল হঠাৎ বাউল হাওয়ার আউল মন্তরে !

“রাস” নাচে রে ঘূর্ণি বাতাস রোধ ক’রে নিশ্বাস !

মনের বুনে মাদল বাজায় কী তার যে উল্লাস !

উল্লাসে তার সামাল দিতে সৃষ্টিটা তোলপাড় !

[কোরাস্] (ওয়ে) বনমানুষের হাড় !

ধূলোয় ধূলোয় ধূলোয় ভরে ধূলোট করে কে !

ভাবের ধন আর ভবের মানুষ তুলোট করে রে !

বন ভেঙ্গে কে নগর বসায়, নগর করে বন,

গুঁড়িয়ে দেউল ওড়ায় ফুঁয়ে মাতাল করে মন ;

চাড় দিয়ে কে পাহাড় তোলায়, ক্ষেপায় শিবের ঝাঁড়

[কোরাস্] (ওয়ে) বনমানুষের হাড় !

ভেল্ চলে গো ভুবন জুড়ে ভেল্কী চালায় সে !

হিসাব কিতাব গুলিয়ে দিয়ে শাস্ত্র জালায় রে !

(ওসে) মানেই নাক' বেদের পুঁথি কিম্বা বেদব্যাস !
 আলিয়ে কেতাব আগুন পোহায় এমনি বদ অভ্যাস !
 আগুন লাগায় ভূত সে ভাগায় দেয় ক'রে সাবাড় !
 [কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড় !

বন মানুষের হাড় পেয়েছে শাক্য কেশরী,
 (ওসে) বিজন বনে পালিয়ে গেছে প্রাসাদ পাশরি !
 আর পেয়েছে — পেয়েছে গো কমল-মুখী রাই ।
 (ওসে) কলঙ্কিনী নাম কিনেছে (কুলে) দ্বায়নিক' কেউ ঠাই
 (তবু) অন্তরে তার ফুটেছে ফুল — কদম-ফুলের ঝাড়
 [কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড় !

পেয়েছে হাড় কালাপাহাড় পেয়েছে তৈমুর
 (ও তাই) ভাঙন-মুখো ভেল্‌কী তাদের, কেবল কি ভাঙচুর !
 বেরিয়ে গেছে মৃত্যু-নেশার মত্ত মাতালে,—
 ঘূর্ণি হাওয়ায় ছুটিয়ে ঘোড়া মর্ত্যে পাতালে !
 উজাড় ক'রে কুঠা-কুণোর মগজ-ভরা ভাঁড়
 [কোরাস্] (ওযে) বনমানুষের হাড় !

(ওরে) বুদ্ধিজীবীর বকের পাঁজর গোণা গাঁথা সব,—
 তার মাঝে তুই করিস্ কোথায় তাণ্ডবে উৎসব ?
 (ওরে) বনমানুষের হাড়ের পাশা ! অঙ্গে বনের চিন,
 মানুষের তুই হাতের পাশা হ'স কি কোনো দিন ?
 কিম্বা বুনোই এমনি রে তুই আড়ির মতই আড় !
 [কোরাস্] (ওরে) বনমানুষের হাড় ॥

জাতির পাঁতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তম্ভে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী ।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি ।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা ।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে ।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাই রে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময় ।
যুগে যুগে মরি কত নিশ্চোক
আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি'
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাদে
উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি' ;

উঠেছি চলেছি দলে দলে ফের
 যেন মোরা হ'তে জানিনে আলা,
 চলেছি গো দূর-দুর্গম পথে
 রচিয়া মনের পান্থশালা ;
 কুল-দেবতার গৃহ-দেবতার
 গ্রাম-দেবতার বাহিয়া সিঁড়ি
 জগৎ-সবিতা বিশ্বপিতার
 চরণে পরণ যেতেছে ভিড়ি' ।
 জগৎ হয়েছে হস্তামলক
 জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে
 অভেদের বেদ উঠেছে ধ্বনিয়া,—
 মানস-আভাস জাগিয়া উঠে !
 সেই আভাসের পুণ্য আলোকে
 আমরা সবাই নয়ন মাজি,
 সেই অমৃতের ধারা পান করি'
 অমেয় শক্তি মোদের আজি ।
 আজি নির্মোক-মোচনের দিন
 নিঃশেষে স্নানি ত্যজিতে চাহি,
 আছাড়ি আকুলি আফালি তাই
 সারা দেহ মনে স্থিতি নাহি ।
 পরিবর্তন চলে তিলে তিলে
 চলে পলে পলে এমনি ক'রে,
 মহাভুজঙ্গ খোলোস খুলিছে
 হাজার হাজার বছর ধরে !
 গোত্র-দেবতা গর্ভে পুঁতিয়া
 এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি,

আর দুই মহাদেশের মানুষে
 কোন্ মহাজন মিলাল শুনি !
 আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
 চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
 যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম
 মমুর ধর্ম বিলীন হবে ।
 ভোর হ'য়ে এল আর দেরী নাই
 ভাঁটা শুরু হ'ল তিমির স্তরে,
 জগতের যত তূর্য্য-কণ্ঠ
 মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে !
 মহান্ যুদ্ধ মহান্ শান্তি
 করিছে সূচনা হৃদয়ে গণি,
 রক্ত-পঙ্কে পঙ্কজ-বীজ
 স্থাপিছেন চুপে পদযোনি ।
 ভোর হ'য়ে এল ওলো ! আঁখি মেল
 পূর্বে ভাতিছে মুকুতাভাতি,
 প্রাণের আভাসে তিতিল আকাশ
 পাণ্ডুর হ'ল কৃষ্ণ রাতি ।
 তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে
 মহামানবের গাইরে জয়—
 বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ
 নিখিল ভুবন ব্রহ্মময় ।
 বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
 বনেদী কে আর গরু-বনেদী
 ছনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ
 ছনিয়া সবারি জনম-বেদী ।

রাজপুত আর রাজা নয় আজ
 আজ তারা শুধু রাজার ভূত,
 উগ্রতা নাই উগ্রক্ষেত্রে
 বনেদ হয়েছে অমজবুত ।
 নাপিতের মেয়ে মুরার ছুলাল
 চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি,
 গোয়ালার ভাতে পুষ্ট যে কান্না
 সকল রথীর সেরা সে রথী ।
 বঙ্গে ঘরানা কৈবর্তেরা,
 বামুন নহে গো—কায়েৎও নহে,
 আজো দেশ কৈবর্ত রাজার
 যশের স্তম্ভ বক্ষে বহে ।
 এরা হেয় নয়, এরা ছোট নয় ;
 হেয় তো কেবল তাদেরি বলি—
 গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্য
 পটু যারা করে গঙ্গাজলী ;
 তার চেয়ে ভালো গুহক চাঁড়াল,
 তার চেয়ে ভাল বলাই হাঁড়ী,—
 যে হাড়ীর মন পূজার আসন
 তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি',
 ধর্মের ধারা ধরেছে সে প্রাণে
 হাড়ীর হাড়ে ও হাড়ীর হালে
 পৈতা তো সিকি পয়সার সূতা
 পারিজাত-মালা তাহার ভালে ।
 রইদাস মুচি, সুদীন কসাই,—
 গণি শুকদেব-সনক-সাথে,

মুচি ও কসাই আর ছোটো নাই

হেন ছেলে আহা হয় সে জাতে ।

চণ্ডাল সে তো বিপ্র-ভাগিনা

ধীবর-ভাগিনা যেমন ব্যাস,

শাস্ত্রে রয়েছে স্পষ্ট লিখন

নহে গো এ নহে উপাশাস ।

নবমাবতার বুদ্ধ-শিষ্য

ডোম আর যুগী হেলার নহে,

মগধের রাজা ডোমনি রায়ের

কাহিনী জগতে জাগিয়া রহে ।

মদের তৃষ্ণা শুঁড়িরে গড়েছে

মিছে তারে হায় গণিছ হেয়,

তান্ত্রিক দেশে মদের পূজারী

তাহ'লে সবাই অপাংক্তেয় ।

কেউ হেয় নাই, সমান সবাই,

আদি জননীর পুত্র সবে,

মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল

জাতির তর্ক কেন গো তবে ?

বার্ডরী, চামার, কাওরা, তেওর,

পাটনী, কোটাল, কপালী, মালো,

বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর,

তাঁতি, তিলি, মালি সমান ভালো ;

বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে,

তামুলী, বারুই তুচ্ছ নয় ;

মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ,

সকল জগৎ ব্রহ্মময় ।

সেবার ভ্রতে যে সবাই লেগেছে
 লাগিছে—লাগিবে ছ'দিন পরে,
 মহা-মানবের পূজার লাগিয়া
 সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে ।

মালাকর তার মাল্য জোগায়
 গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
 চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়,
 নট তারে তোষে নৃত্যে গানে,
 স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়ে,
 গোয়াল খাওয়ায় মাখন ননী,
 তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়,
 বণিকেরা তারে করিছে ধনী,
 যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়,
 বিদ্বান্ তার ফোটায় আঁখি
 জ্ঞান-অজ্ঞান নিত্য জোগায়
 কিছু যেন জানা না রয় বাকী ।

ভাবের পন্থা ধরে সে চলেছে
 চলেছে ভবিষ্যতের ভবে,
 জাতির পঁতির মালা সে গাঁথিয়া
 পরেছে গলায় সর্গোরবে ।
 সরে দাঁড়া তোরা বচন-বাগীশ
 ভেদের মন্ত্র ডুবা রে জলে,
 সহজ সবল সরস ঐক্যে
 মিলুক মানুষ অবনীতলে ।

ডকা পড়েছে শঙ্কা টুটেছে
 দামামা কাড়ায় পড়েছে সাড়া,

মনে কুণ্ঠার কুণ্ঠ যাদের

তারা সব আজ সরিয়া দাঁড়া ।

তুষার গলিয়া বোরা তুরন্ত

চলে তুরন্ত অকূল পানে

কল্লোল ওঠে উল্লাসভরা

দিকে দিগন্তে পাগল গানে ;

গণ্ডী ভাঙিয়া বন্ধুরা আসে

মাতেরে হৃদয় পরাণ মাতে,

গো-ত্র আঁকড়ি গরুরা থাকুক

মানুষ মিলুক মানুষ সাথে ।

জাতির পাঁতির দিন চ'লে যায়

সাথী জানি আজ নিখিল জনে,

সাথী বলে জানি বুকে কোলে টানি

বাহু বাঁধে বাহু মন সে মনে ।

যুদ্ধের বেশে পরমা শান্তি

এসেছে শঙ্খ চক্র হাতে,

প্লাবন এসেছে প্লাবন এসেছে

এসেছে সহসা গহন রাতে ।

পঙ্কিল যত পল্লে আজ

শোনো কল্লোল বজ্রাজলে !

জমা হ'য়ে ছিল যত জঞ্জাল

গেল ভেসে গেল স্রোতের বলে

নিবিড় ঐক্যে যায় মিলে যায়

সকল ভাগ্য সব হৃদয়,

মানুষে মানুষে নাই যে বিশেষ

নিখিল ধরা যে ব্রহ্মময় ॥

টিকিমেধ যজ্ঞ

দেবতা দিলেন চুল, মানুষ কাটিয়া কৈল 'টিকি' ;
থেয়ালে সে কৈল কাবু সুবিখ্যাত শেয়ালের বাপে
টিকির মাহাত্ম্য লিখি' ! সমাচ্ছন্ন টিকির প্রতাপে
অর্দ্ধ ধরা ; ব্যাখ্যা হৈল “অহো ! টিকি কিনা বৈদ্যতিকী ।”
সেই পুচ্ছ আধ্যাত্মিকী...সেই টিকি...কালো ঝিকিমিকি
নির্মূল করিল সিংহ,—তার রোপ্য কাঁচিটির চাপে ।
সর্পযজ্ঞে জন্মেজয় পোড়াইল যথা লক্ষ সাপে,—
সেই মত নষ্ট হৈল বহু টিকি...বৈদিকী...তান্ত্রিকী
টিকিমেধ যজ্ঞে তার ;...নষ্ট হৈল সর্প সম ফুঁসি
বাহিরে দেখায়ে রোষ ;...মনে মনে মূল্য পেয়ে খুসী
টিকির মালিক যত । অন্তরীক্ষে হাসিল দেবতা ;—
অন্ততঃ এ-হেন কাণ্ডে দেবতার হাসিবার কথা ।
সাব্যস্ত হইল চুল, শশব্যস্ত টিকি অন্তর্ধান ;
কলি যুগে কালীসিংহ উদ্ধারিল দেবতার মান ।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

তারা নহে প্রবঞ্চক গরু যারা কাটে বকরিদে,—
করুক্ যা' খুসী পরে,—প্রথমে ত মূল্য দিয়া আনে,
মূল্যে হয় গোণ শুদ্ধি । কিন্তু যারা বন্ধি যজ্ঞমানে
গোদানে প্রবৃত্ত করে,—শেষে বেচে কসায়েরে সিধে—
দুধ বন্ধে দ্বিধাহীন,—মুখে শাস্ত্র, স্বার্থপন্থ হৃদে—
নরকের গন্ধময়,—তাদের কী বলে অভিধানে ?—

বল, খেয়ালীর রাজা ! হে রসিক ! বল কানে কানে
কিন্ধা বল উচ্চকণ্ঠে ;—যখন রেখেছ তুমি বিঁধে
গৃহভিতে,—মুখ-সর্ব ভণ্ড যত গর্বিবতের টিকি—
করিয়াছ যজ্ঞ টিকিমেধ,—তখন কিসের দ্বিধা ?
পুনঃ তুমি এস বঙ্গে পুণ্যশ্লোক সিংহ গুণধাম !
মোহর কিন্মৎ কার, কার টাকা, কার মূল্য সিকি
জেনে নাও, কর নব্য ব্রাহ্মণের মূল্য মুসাবিদা,
কাট টিকি, লেখ নাম, রফা ক'রে ফেলে দাও দাম ।

নির্জলা একাদশী

সুজলা এই বাংলাতে, হায়, কে করেছে সৃষ্টি রে—
নির্জলা ওই একাদশী—কোন্ দানবের দৃষ্টি রে !
শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল, জ্বলে গেল বাংলা দেশ,
মায়ের জাতির নিশ্বাসে হয় সকল শুভ ভস্মশেষ ।

* * * *

হাজার হাজার শুষ্ক কণ্ঠে একটি ফোঁটা জল দিতে—
কেউ কি গো নেই কোটির মধ্যে দুর্ব্বলেরে বল দিতে ?
কেউ দেবে না জল পিপাসার ! কেউ করেনি স্তম্ভপান !
'কেবল এম্-এ, কেবল বি-এ, কেবল অহংমগ্নমান ।
কেবল তর্ক, শুষ্ক তর্ক, কেবল পণ্ড পণ্ডিতী,
হৃদয় নেইক, জীবন নেইক, নেইক স্নেহ, নেই প্রীতি ।
দেখছে হয়ত নিজের ঘরেই—দেখছে এবং বুঝছে সব,
দেখছে মায়ের বোনের উপর নির্জলা এই উপদ্রব ;
হয় তো রুগ্ন শরীর ভগ্ন হয় তো মূঢ় মূর্চ্ছা যায়,
তবুও মুখে জল দেবে না !...ধর্ম্ম যাবে ! হায় রে হায় !

জল দেবে না, ওষুধ মানা, একাদশীর উপোষ যে,
 মরা জরার বুকে বসে ভণ্ডগুলো চোখ বোজে ;
 হিন্দুয়ানীর বড়াই ক'রে বি-এ, এম্-এ গাল বাজায়,
 লম্বা-টিকি—মড়ার মাথায় জোনাক-পোকার দীপ সাজায় ।

* * * *

কচি মেয়ের একাদশী— জল চেয়েছে মার কাছে,
 বাপ এসে তা কর্বে আটক,—ধর্ম থসে যায় পাছে ;
 এও মানুষে ধর্ম ভাবে ! হায় রে দেশের অধর্ম !
 হায় মৃত্যু ! এর তুলনায় হত্যাও নয় কুকর্ম ।
 হত্যা—সে লোক ঝোঁকেই করে এক নিমেষে সকল শেষ ;
 এ যে কেবল দণ্ডে মারা যাপ্য করা মৃত্যু-ক্লেশ ;
 বিনা পাপে শাস্তি এ যে, ধর্ম এ নয়, হয়রানী,
 এর স্বপক্ষে শাস্ত্র নেইক, থাকতে পারে শয়তানী ।

* * * *

ধর্ম নাকি নষ্ট হবে !...বাংলা দেশের বাইরে, হায়,
 হিন্দু কি আর নেই ভারতে ?...কাঞ্চী, কাশী, অযোধ্যায় ?
 তারা কি কেউ পালন করে একাদশীর নির্জলা ?
 ভ্রষ্ট সবাই ?...বঙ্গে শুধুই হিঁদুয়ানী নিশ্চলা ?

* * * *

স্মার্ত্ত রঘু ! স্মার্ত্ত রঘু ! শুন্ছ নাকি আর্ত্তরব ?
 দেখছ নাকি বাংলা জুড়ে বাড়ছে তোমার অর্গৌরব ?
 অর্গৌরবে ডুব্ছ তুমি—ডোবাচ্ছ এই দেশটাকে,
 যারা তোমায় চল্ছে মেনে, টান্ছ তাদের ওই পাঁকে ।
 তোমার পাপের ভাগী হ'তে ডাক্ছ জরদগব সবে,
 একাদশীর একলা দোষী—বাড়াচ্ছ দল রৌরবে ।

শাস্ত্র গড়ার শক্তি নিয়ে হয়নি তোমার জন্ম, হায়,
 পরের উঞ্জে পেট ভরেছ পরের অন্নে পুষ্ট কায়,
 তোমার উঞ্জে-সংহিতাতে নিজের মৌলিকত্ব কই ?
 মাথায় তোমার পড়ছে ভেঙে উনিশ মুনির মন্ব্য ওই !
 কার ঘাড়ে কার জুড়লে মাথা ঠিক-ঠিকানা নেই কিছু,
 নির্জলা এই দুঃখ বিধান গড়ল তোমার মন নীচু ।
 মণির খনি খুঁড়ে তুমি কেবলি কাঁচ কুড়িয়েছ,
 হায় রে শুষ্ক ! হৃদয়বিহীন ! কেবল ধূলা উড়িয়েছ ।

* * * *

পাঁতি দিয়ে অনেক নরক করলে তুমি ব্যবস্থা,
 ভাবছি আমি পরলোকে তোমার কেমন অবস্থা ?
 কোন্ পাঁকে হায় পুঁতছে তোমায় তৃষার্তদের তীব্র শাপ ?
 কোন্ নরকে ডুবছে তুমি পুণ্যবেশী মূর্তপাপ ?

* * * *

তর্পণে যে দিচ্ছে গো জল দিচ্ছে তোমার উদ্দেশে,
 তৃষার্তদের নিঃশ্বাসে তা' হয় যে ধোঁয়া নিঃশেষে !
 ভিজিয়ে দেবে কে আজ তোমার জিহ্বা, তালু আর গলা,
 কোন্ সন্তদয় উঠিয়ে দেবে একাদশী নির্জলা ?

* * * *

কে নেবে এই পুণ্য ব্রত ? কে হবে মার পুত্র গো ?
 একাদশীর তেপান্তরে খুলবে কে জলসত্র গো ?
 কে নেবে মন্দারের মালা মাতৃজাতির আশীর্বাদ ?
 আশায় আছি দাঁড়িয়ে যে তার কর্তে বিজয়-শঙ্খনাদ ।

জর্দাপরী

জর্দাপরী ! জর্দাপরী ! হিরণ-জরির ওড়না গায়
ছপুর বেলার তীক্ষ্ণ রোদে পাখনা মেলে যাও কোথায় ?

“যাই কোথায় ?—

হায় রে হায় !

সূর্য্যমুখী ফুলের বনে সূর্য্যকান্ত মণির ভায় ।”

রূপবতীর রোষের মতন স্বর্ণ সাঁঝে পূর্ণিমার
লাবণ্যে কার হয় সোনালি রজত অঙ্গ চন্দ্রমার ?

“আবার কার ?—

এই আমার !—

কুক্কুমেরি অঙ্কে চরণ রাঙায় উৎস জ্যোৎসনার ।”

জর্দাপরী ! জর্দাপরী ! জমাট জরির বোর্কা গায়
রৌদ্রে এবং বিছাতে দুই পাখনা মেলে যাও কোথায় ?

“যাই কোথায় ?—

হায় রে হায়—

দরদ দিয়ে বুঝতে জরদ গরদ-গুটির দরদ-দায় ।”

ধনের ঘড়া কক্ষে তোমার জোনাক-পোকার হার চুলে,
আলেয়া তোর চক্ষে জ্বলে চাইলে চোখে চোখ ঢুলে !

“চোখ ঢুলে ?—

মন ভুলে ?—

কুশের-পুরীর সোনার কবাট হাসির হাওয়ায় যাই খুলে ।”

ভূর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস্
হুঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস তায় নিরাশ !

“বাস্‌রে বাস্‌ !

সোনার চাষ—

অমূনি কি হয় ? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও ছায় কি বাস ।”

এগিয়ে চলিস্ হাতছানি দিস্ পাগল করিস্ আঁখির ভায়,
লোভের কাঁদন জাগিয়ে ফিরিস্ দিস্‌নে ধরা ফিরাস্ পায় ।

“ফিরাই পায় ?

হায় গো হায়—

পরশ-মণি চায় যে,—আগে সকল হরষ তার বিদায় ।”

জর্দাপরী ! জর্দাপরী ! জরির জুতা সোনার পায়
মাড়িয়ে তুমি চল্‌ছ খালি ফুলের ডালি ডাহিন বাঁয় ।

“সোনার পায়

মাড়াই যায়

আমার স্বয়ম্বরের মালা আলোক-লতা তার গলায় ।”

ইজ্জতের জন্য

“ইজ্জৎ কী ভেদ মূলুক্ কা খিদমৎমে হায় ছিপা।”—হালি

অপমানের মৌন দাহে চিত্ত দহে তুষানলে ;
জাতীয় এই প্রায়শ্চিত্ত না জানি কোন্ পাপের ফলে !
ক্ষুর সাগর আনল খবর হাল্ আইনে আফ্রিকাতে
রঙের দায়ে ভারত-প্রজা নিগৃহীত নিগ্রো সাথে !
ফুটপাথে তার উঠতে মানা, জরিমানা উঠলে ভুলে,
নাই অধিকার কিছুতে তার কেনা-বেচার লাভে...মূলে ।
মাথার উপর মাথট আছে আঘাত দিতে অসম্মানে,
‘জিজিয়া’ কর দিচ্ছে আজি হিন্দু এবং মুসলমানে !

* * *

কাজের বেলা ছিল কাজী অল্লে-খুসী ভারতবাসী,
অল্লে-খুসী বলেই আবার সবাই তাড়া দিচ্ছে আসি’ !
“মজুর ভালো অল্লে তুষ্ট” ভাবছে ওরা সুনিশ্চয়,
“খনির কাজে আখের চাষে ইষ্ট তাহে প্রচুর হয় ।
কিন্তু যখন সেই কুলী হয় প্রতিযোগী দোকানদার
অল্ল লাভে ব্যবসা জমায়...তখন তোমার টেঁকা ভার ।”
মুদী মাকাল উঠল ক্ষেপে ; অমনি হল রাতারাতি
স্বার্থে-গোয়ার গোরা-বোয়ার বর্ণভেদের পক্ষপাতী !

* * *

অমনি গেল শুরু হ’য়ে নূতন নূতন আইন জারি—
“ভারতবাসী কৃষ অতি” “ভারতবাসী দুষ্ট ভারি”,
“অসাব্যস্ত বিবাহ তার, পত্নী তাহার পত্নী নয়,
কারণ বহুনারীর ভর্তা দুশ্চরিত্র সুনিশ্চয় ।
খনির তলে খাটুক কুলি, অবসরে চিবোক চানা,
কিন্তু কুলির আফ্রিকাতে কণ্ঠা জায়া আনতে মানা ।”

এমনি ধারা ফন্দি ফিকির নিত্য তারা বার করে গো,
 বোয়ার মুদী মনু এবং মহম্মদের ভুল ধরে গো।
 ভারত এবং হাবসী মুলুক এক রাজারই অধীন জানে,
 তবুও ক্ষুদ্রস্বার্থ লাগি সাম্রাজ্যে সে তুচ্ছ মানে !
 অথচ এই ভারতবাসী সব সঁপে সাম্রাজ্যটাকে,—
 আফ্রিকায় সে ফসল ফলায়, হংকং-এ সে শান্তি রাখে ;
 অর্থে তাহার রক্তে তাহার ব্রিটিশ-প্রতাপ বর্দ্ধমান,
 তিব্বতে সে দৌত্য করে, শ্রেষ্ঠ কবি তাহার দান।
 সিংহলে যে সভ্য করে, আরব-কূলে সুখত্রায়,
 ব্রহ্মে, শ্রীমে, যবদ্বীপে উপনিবেশ যাদের, হায়,—
 তাদের ছেলে স্থল পেলেন না কূল পেলেন না আজ কোথাও,
 গর্-বনেদি বণ্ড বোয়ার ভিন্ন তাদের সভ্যতাও।

* * * *

এক রাজারই আমরা প্রজা বোয়ার এবং ভারতবাসী,
 মোদের বেলা কারা শুধু, তাদের বেলা শুধুই হাসি।
 রাজা শুধু বিরাজ করেন, রাজ্য করে কিস্করে,
 দশের উচিত শুধরে দেওয়া ভৃত্য যদি ভুল করে,—
 রাজার ভৃত্য ভুল করেছে, আমরা সে ভুল কাটতে চাই,
 বোয়ার-বিধির বর্বরতা আমরা ঈষৎ ছাঁটতে চাই,
 দশের মুখে ধর্ম যেমন আইন্ তেমনি দশের মতে,
 কেমন করে টিকবে মানুষ বে-আইনীতে বে-ইজ্জতে ?
 তাই প্রবাসী ভারতবাসী বেঁধেছে বুক আজকে সবে,
 পণ করেছে বে-আইনী এই আইনটাকে ভাঙতে হবে।

* * * *

দলে দলে ফিরছে তারা সইছে শত লাঞ্ছনা,
 ভগবানের রাজ্যে তারা গণ্ডী কোথাও মান্ছে না,

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি

খ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি !
তুমি জগৎ-ধাত্রী-রূপা পালন কর পীযুষ দানে,
মমতা তোর মেতুল হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে ।
পদ্য তোমার পায়ের অঙ্ক ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে,
কেয়াফুলের স্নিগ্ধ।গন্ধ—নিশাস সে তোর,—হৃদয় বলে ।
মাগরে তোর শব্দ বাজে—শুন্তে যে পাই রাত্রি দিবা,
হিমাচলের তুষার চিরে চক্র তোমার চলছে কিবা !
দেখছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যতে তোর খড়া জলে বজে তোমার ডঙ্কা বাজে ।

অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ-পা নহিস্ বৈরীকে,
গৌরী তুমি—তৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরিকে !
লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গমাগর-মন্ডনে,
পারিজাতের ফুল তুমি গো ফুটলে ভারত-নন্দনে ;
চন্দনে তোর অঙ্গ-পরশ, হরষ নদী-কল্লোলে,
শ্রাবণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো কেশ দোলে ।
শিবানী তুই তুই করালী আলেয়া তোর খর্পরে !
শক্র-ভীতি জলছে চিতা, তুলছে ফণা সর্প রে !
বাঘিনী তুই বাঘ-বাহিনী গলায় নাগের পৈতা তোর,
চক্ষু জলে—বাড়ব-কুণ্ড—বহি প্রলয়-স্বপ্ন-ভোর ;
অভয়া তুই ভয়ঙ্করী, কালো গো তুই আলোর নীড়,
ভূগর্ভে তোর গর্জে কামান টনক নড়ে নাগপতির,

ভৈরবী তুই সুন্দরী তুই কান্তিমতী রাজরাণী,
তুই গো ভীমা, তুই গো শ্যামা অন্তরে তোর রাজধানী !

* * * *

ভাঁটফুলে তোর আঙন ঝাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়,
ভাট-শালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক ধায়,
নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সঙ্গীতে,
অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চের-পুঞ্জিতে ।

তোমার চেলী বুনবে ব'লে প্রজাপতি হয় তাঁতী,
বিনি-পশুর পশম তোমায় জোগায় কাপাস দিন রাত্তি,
পর-গাছা ওই মল্লি-আলী বিনি-সূতার হার গাঁথে,
অশথ-বট আর ছাতিম-পাতার ছায়ায় ছাতা তোর মাথে ।

তুই যে মহালক্ষ্মীরূপা, তুই যে মণি-কুণ্ডলা,
ইড-রদে কবরী তোর ছন্ন কানন-কুন্তলা !

ভাণ্ডারে তোর নাইক চাবী, বাইরে সোনা তোর যত,—
মাটিতে তোর সোনা ফলে, কে আছে বল্ তোর মত ?
তোর সোনা সুবর্ণরেখার রেখায় রেখায় থিত্তিয়ে রয়,
ছুটেবে কে পারস্য সাগর ? মুক্তা সে তোর বিলেই হয় ;
বিলে তোমার মুক্তা ফলে, জলায় ফুলের জল্‌সা রোজ,
তোমার বিলে মাছরাঙা আর মাণিক-জোড়ের নিত্য ভোজ ।

* তুঁষের ভিতর পীযুষ তোমার জম্ছে দানা বাঁধছে গো,
গাছের আগায় জল-ঝুটি তোর পথিকজনে সাধছে গো !
ধূপ-ছায়া তোর চেলীর আঁচল বুক পিঠে দিছিঁস্ ষেড়,
গগন-নীলে ভিড়ায় ডানা সাত্ত্বী তোমার গগন-ভেড় ।
গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাবুরির শতেক ডোর ;
ব্রহ্মপুত্র বকের নাড়ী, গ্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর ।
কিরীট তোমার বিরীট হীরা হিমালয়ের জিম্মাতে,—
তোর কোহিনূর কাড়বে কে বল ? মাগাল না পায় কেউ হাতে ।

তিস্তা তোমার ঝাঁপটা সীঁথি—যে দেখেছে সেই জানে,
 ডান কানে তোর বাঁকার ঝিলিক, কণ্ঠফুলী বাম কানে ।
 বিশ্ব-বাণীর মোচাকে তোর চুয়ায় যশের মাঙ্কি' গো,—
 দূর অতীতের কবির গীতি তোর সুদিনের সাক্ষী গো ।
 নানান ভাষা পূর্ণ আজো, বঙ্গ ! তোমার গৌরবে,
 ভার্জিল্ এবং শ্রীকালিদাস যোগ দিয়েছেন জয়-রবে ।
 কহলেন তোর শৌর্য-বাখান, বীর্য মহাবংশময়,
 দেশ বিদেশের কাব্যে জাগে মূর্তি তোমার মৃত্যুজয় ।
 যুঝলে তুমি বনের হাতী নদীর গতি বশ ক'রে,
 জিৎলে চতুরঙ্গ খেলায় নৌকা-গজে জোর ধ'রে ।
 শত্রুজয়ের খেললে গো শত্রুঞ্জ' খেলা উল্লাসে,
 কল্লোলে রাজ-তরঙ্গিনী গোড়-সেনার জয় ভাষে ।

* * * *

গঙ্গাহুদি-বঙ্গভূমি ! ছিলে তুমি সুদুর্জয়,
 অঞ্জনেরি গিরি তোমার সৈন্যে সবাই করত ভয় ;
 গঙ্গাহুদি-বঙ্গ-মুখো ফোজ আলেব্জান্দারী
 ঘর-মুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি ।
 তখনো যে কেউ ভোলেনি সিংহবাহুর বাহুর বল,
 তখনো যে কীর্তি খ্যাতি জাগ্ছে তোমার আসিংহল,
 তখন্ যে তুই সবল স্ববশ স্বাধীন তখন স্ব-তত্ত্ব
 সাম্রাজ্যেরি স্বর্গ-সিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্দ্র ।
 ধ্যানে তোমার সে রূপ দেখি' গঙ্গাহুদি-বঙ্গদেশ
 তিতি আনন্দাশ্রু জলে, ক্ষণেক ভুলি সকল ক্লেশ ।

* * * *

কলিযুগের তুই অযোধ্যা, দ্বিতীয় রাম তোর বিজয়,—
 মাত খানি যে ডিঙা নিয়ে রক্ষোপুরী করলে জয় ;

রাম যা' স্বয়ং পারেন্ নি গো, তাও যে দেখি করলে সে—
লক্ষাপুরীর নাম ভুলিয়ে ছত্র দণ্ড ধরলে সে ।
দীঘি, জাঙাল, দেউল, দালান গড়লে দ্বীপের রক্ষী গো,
বঙ্গ ! মহালক্ষ্মীরূপা ! জননী ! রাজলক্ষ্মী গো !
'ইচ্ছামতী' ইচ্ছা তোমার, 'অজয়' তোমার জয় ঘোষে,
'পদ্মা' হৃদয়-পদ্ম-মৃণাল সঞ্চারে বল হৃদকোষে ;
'ডাকাতে' আর 'মেঘনা' তোমায় ডাকছে মেঘের মস্ত্রে গো,
'ভৈরবে' আর 'দামোদরে' জপছে "মাঠৈঃ" মস্ত্রে গো ;
রাঢ়ের ময়ূরাক্ষী তুমি, বঙ্গে কপোতাক্ষী তুই,
সাপের ভীতি রমার শ্রীতি দুই চোখে তুই সাধিস দুই ।

* * * *

উৎসাহকর, চাঁদ সদাগর উৎসাহী তোর পুত্র সব,
ঘুচিয়ে দেছে চরিতগুণে বেনে নামের অগৌরব ;
সকল গুণে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে শ্রেষ্ঠী নামটি কিন্লে গো,
সাধু হ'ল উপাধি—যাই সাধুহে মন জিন্লে গো ;
সিন্ধুসাগর, বিন্দুসাগর, লক্ষপতি, শ্রীমন্ত
বঙ্গে আজো জাগিয়ে রাখে লক্ষ্মী-প্রদীপ নিবন্ত ।
কামরূপা তুই, কামাখ্যা তুই, দাক্ষায়ণী, দক্ষিণা,
বিশ্বরূপা ! শক্তিরূপা ! নও তুমি নও দীনহীনা !

* * * *

চৌরানী তোর সিদ্ধ সাধক নেপাল ভুটান তিব্বতে,
চীন-জাপানে সিদ্ধি বিলায় লজ্জি' সাগর পর্বতে ;
হাতে তাদের জ্ঞানের মশাল মাথায় সিদ্ধি-বর্ত্তিকা,
সত্য ও সিদ্ধার্থ-দেবের বিলায় মৈত্রী-পত্রিকা ।
শিষ্য সেবক ভক্ত এদের হয়নিক লোপ নিঃশেষে,
অনেক দেশের মুক্ত চক্ষু নিবন্ধ সে এই দেশে ;

যেথাই আশা আশার ভাষা জাগছে আবার সেইখানে-
 ফুলতে ফের পদ্মা জাগে জীবন-ধারার জয় গানে ।
 জাগছে সূক্ত জাগছে গুপ্ত জাগছে গো অক্ষয়-বটে
 কবির গানে জ্ঞানীর জ্ঞানে ধ্যান-রসিকের ধ্যানপটে ।
 অশেষ মহাপীঠ গো তোমার আজকে ভুবন উজ্জ্বলে,
 অংশ তোমার মার্কিনে আজ, অঙ্গ তোমার ব্রিষ্টলে ;
 বিশ্ব-বাংলা উঠছে গ'ড়ে জাগছে প্রাণের তীর্থ গো,
 জাতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়ছে মোদের চিত্ত গো ।
 তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশ-মাতৃকা !
 দিচ্ছ বুদ্ধি দিচ্ছ গো বল জালিয়ে আঁখির স্থিরশিখা !

* * * *

মরণ-কাঠি জীবন-কাঠি দেখছি গো তোর হাতেই তুই,—
 ভাঙন দিয়ে ভাঙিস্ আবার পড়িয়ে পলি গড়িস্ তুই ;
 নদ নদী তোর প্রাণের আবেগ, আবেগ বানের জল রাঙা,
 পলি দিয়ে পল্লী গড়িস্ ভাঙন-তিমির দাঁত ভাঙা ;
 'গম্' ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গাহুদি নাম্টি গো,
 গতির ভূখে চলিস্ রুখে, বাংলা ! সোনার তুই মৃগ ।
 গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে আঁকড়েছিস্,—
 বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাকড়েছিস্ ।
 সংহিতাতে তোমায় কভু করতে নারে সংযত,
 বৌদ্ধ নহিস্ হিন্দু নহিস্ নবীন হওয়া তোর ব্রত ;
 চির-যুবন-মন্ত্র জানিস্ চির-যুগের রঙ্গিনী,
 শিরীষ ফুলে পান-বাটা তোর ফুল কদম-অঙ্গিনী !
 হেসে কেঁদে সাধিয়ে সেধে চলিস্, মনে রাখিস্ নে,
 মনু তোরে মন্দ বলে,—তা' তুই গায়ে মাখিস্ নে ।
 কীর্তিনাশা ক্ষুণ্ণ তোমার, জানিস্ নে তুই দীর্ঘশোক,
 অপরাজিতা কুঞ্জে নিতি হাসছে তোমার কাজল চোখ ।

কে বলে রে নেই কিছু তোর ? নেইক সাক্ষী গৌরবের ?
 কে বলে নেই হাওয়ায় নিশান পারিজাতের সৌরভের ?
 চোখ আছে যার দেখছে সে জন, অন্ধজনে দেখবে কি ?
 উষার আগে আলোর আভাস সকল চোখে ঠেকবে কি ?
 যে জানে সে হিয়ায় জানে, জানে আপন চিত্তে গো,
 জানে প্রাণের গভীর ধ্যানে নও যে তুমি মিথ্যে গো ।
 আছ তুমি, থাকবে তুমি, জগৎ জুড়ে জাগবে যশ,
 উথলে ফিরে উঠবে গো তোর তাম্র-মধুর প্রাণের রস ;
 গরুড়ধ্বজে উষার নিশাস লাগছে ফিরে লাগছে গো,
 বিনতা তোর নতির নীড়ে গরুড় বুঝি জাগছে গো !
 জাগছে গানে গানের তানে প্রাণের প্রবল আনন্দে,
 জাগছে জ্ঞানে আলোর পানে মেলছে পাখা সুমন্দে,
 জাগছে ত্যাগে জাগছে ভোগে জাগছে দানের গৌরবে,
 আশার সুসার জাগছে উষার স্বর্ণকেশের সৌরভে ।
 ধাত্রী ! তোমায় দেখছি আমি—দেখছি জগৎ-ধাত্রী-বেশ,
 জয়-গানে তোর প্রাণ ঢেলে মোর গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ !

স্বাগত

(কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে)

স্বাগত বঙ্গ-মনীষী-সজ্জ ভূষিত অশেষ মানের হারে ।
 এ মহানগরে এস—আজি এস ভাবের জ্ঞানের সস্তাগারে ।
 এস প্রতিভার রাজটীকা ভালে, এস ওগো এস সগৌরবে,
 এস পুস্তক-পুণ্ড্র পূজারী সারদার উপাসকেরা সবে ।
 ফুল মনের অগ্নান ফুল ঝরে তোমাদের সমুখে পিছে,
 শ্রীতির আরতি দিকে দিকে দিকে, উলু উলু উলু উল্লসিছে ।

জলধি-গভীর জাতীয় জীবন,—তার প্রতিনিধি শঙ্খ ঘোষে,
 অমৃতের ধারা সঞ্চরে মুহু নাড়ীতে দেশের হৃদয়-কোষে ।
 এস নিতি নব-নব-উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি করিয়া সাথী,
 নূতন নগরী এই কলিকাতা আন হেথা নবীনতার ভাতি ।
 গোড় আজিকে গৌরব-হারা, যশোহরে নাই যশের আলো ।
 অল্প বয়সী এই কলিকাতা প্রবীণেরা এরে বাসে না ভালো ;
 বিদেশী ইহারে করেছে লালন, স্বদেশের যত তরুণ হিয়া
 ইহারে ঘিরিয়া গুঞ্জরে তবু এরি নয়নের কিরণ পিয়া ।
 এনেছে তরুণী চন্দন মালা, দাঁড়ায়েছে আঁখি করিয়া নীচে,
 নব বঙ্গের নবীনা নগরী তোমাদের সবে আহ্বানিছে ।

* * * *

এই কলিকাতা—কালিকা-ক্ষেত্র, কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
 বিষ্ণু-চক্র ঘুরেছে হেথায় মহেশের পদধূলে এ পূত ।
 ধাত্রী ইহার ভাগীরথী-ধারা, সতী-পঞ্জর বুকে এ বহে,
 পুরাণ-স্মৃতির জড়োয়া-জড়িত এ ঠাই কখনো হেলার নহে ।
 হেথা প্রকাশিল অনুরু অরুণ অকালে মাতার চক্ষুঘাতে,
 আলোকের রথে সারথি যে আজ অক্ষুট-আঁখি ধূসর প্রাতে ।
 মহা-ভারতের কল্পনা-পুত মহাজীবনের কেন্দ্র ইহা,
 মন্তরে এর মুঞ্জরে মন, অন্তরে এর আলোর স্পৃহা ।
 হিন্দুর কালী আছেন হেথায়, মুসলমানের মৌলা আলি,
 চারি কোণে সাধু পীর চারিজন মুন্সিলাসান চেরাগ আলি' ।
 অভিষেক হয়ে গেছে এ পুরীর স্বর্গ-নদীর হেমাম্বুতে,—
 প্রসাদ-পরমহংস-কেশব-কালীচরণের প্রেমাশ্রুতে !
 জন্মিল হেথা বিবেকানন্দ দেশ-আত্মার কুণ্ডা হরি ;
 এ পুরীর রাজপথের ধুলিরে মোরা কহি রাজরাজেশ্বরী ।
 সকল ধর্ম মিলেছে হেথায় সমন্বয়ের মন্ত্র-সুরে,
 স্বাগত সাধক-ভক্ত-বৃন্দ মরতের বৈ-কুণ্ঠপুরে ।

এই কলিকাতা ব্যাঘ্র-বাহিনী ছিল এ একদা বাঘের বাসা,
 বাঘের মতন মানুষ যাহারা তাহাদেরি ছিল যাওয়া ও আসা,
 প্রতাপের সেনা পৌরুষ-ভরে গিয়াছে ইহার বক্ষ দিয়া,
 দক্ষিণে এর দক্ষিণ রায় বেড়েছে বাঘের স্তম্ভ পিয়া ।
 কালা পণ্টন গোরা কোম্পানী একদা ইহারে করিল রাণী,
 কালা ও গোরার স্মৃতির অঙ্কে বাঘ-ডোরা এর আঙিয়া খানি ।
 মৃত গৌড়ের অমর জীবন বিরাজিছে আজ ইহার দেহে,
 সপ্তগ্রামের লুপ্ত বিভব গুপ্ত রয়েছে এ মহা গেহে ।
 নাহি কলঙ্ক-কালিমা অঙ্ক, সাত সাগরের সলিল আনি'
 করেছে কালন মৈত্র ইহার অন্ধকূপের মিথ্যা গ্লানি ।
 জগতের সেরা দ্বাদশ নগরী, গণনা ইহার তাদেরি সাথে,
 স্বাগত স্বদেশ-ভকত-বৃন্দ এরি রাখী ডোর পর গো হাতে ।

* * * *

নবীন বঙ্গে এ মহা নগরী মন্ত্র জপিছে মৃত্যুজয়ে,
 পূর্বে পশ্চিমে গেঁথে সে তুলিছে একটি বিপুল সম্বয়ে ;
 দানে ও পুণ্যে ত্যাগে মহত্বে গড়েছে গড়িছে ঋষির ছবি,
 “তত্ত্ববোধের” “প্রচারে” টেলেছে “নবজীনে”র “সাধনা” হবি ।
 এই নগরীর জন-অরণ্যে ওঠে নৈমিষ-বনের গীতি,
 সত্যনিষ্ঠ ঋষি দেবেন্দ্র সত্যযুগের জাগায় স্মৃতি ।
 রামমোহনের ঐক্য মন্ত্র এ মহানগরী শুনেছে সুখে,
 বিদ্যাসাগর দয়া-সাগরের ঢেউ খেলে গেছে ইহারি বুকে ।
 অক্ষয় হেথা ধর্মের সোনা আগুনে পোড়ায় করিল খাঁটি,
 জগদীশ হেথা জড়ের জগতে বুলাইয়া দিল সোনার কাঠি ।
 রমেশ হেথায় প্রচারিল বেদ সব বাঙালীরে শুনাল শ্রুতি ;
 হেথায় সিংহ ভাষায় রচিল ভারতের মণি ভারত পুঁথি ।
 দীপঙ্করের দীপখানি হেথা চির-উজ্জ্বল প্রাণের ব্যয়ে,
 নব রসায়নে এ মহানগরী—নদীয়া যেমন নব্য স্নায়ে ।

রামগোপালের কৰ্মভূমি এ, কৃষ্ণদাসের হৃদয়-প্রিয়,
 হেথা বিতরিল প্রাণদ মন্ত্র বাগ্মী বন্দ্য বন্দনীয় ।
 নীল বানরের বদনবিশ্ব দর্পণে হেথা উঠিল ফুটে,
 চরণে দলিল বুটা সম্মান আটাশ নগর-জ্যেষ্ঠ জুটে ।
 হারামণি যারা খুঁজিয়া এনেছে তাহাদেরও এই লীলাস্থলী,
 স্বাগত কৰ্ম্মী ! বাগ্মী ! মনীষী ! স্বাগত সত্যসন্ধ ! বলী !

ভাব-ভারতের সারনাথ এই, হেথায় কি এক শুভক্ষণে
 চলিল নূতন বোধিচক্র সে নূতন বোধের উদ্বোধনে ;
 সমন্বয়ের অভিনব সাম ধ্বনিয়া ইহার উঠেছে প্রাণে,
 শ্রীষ্টপন্থী ভারত-ভক্ত—তারে এ হিন্দু বলিয়া টানে !
 আচারে হয় তো ক্রটি আছে এর, বিচারে হয় তো রয়েছে গ্লানি,
 তবু নবযুগে এ নব তীর্থ, নব সাধনার পীঠ এ জানি ।
 সনাতন রীতি মানে না এ সব, নূতনেরি যেন পক্ষপাতী ;
 ক্ষমা কোরো ওগো ক্ষমা কোরো তবু যৌবন আজ ইহার সাথী ।
 তরু-লতিকার সনাতন রীতি পত্র গজানো সকাল সাঁঝে,
 দৈবে রঙীন পুষ্প উপজে রাজাসনে যবে ফাগুন রাজে ;
 ফুল মাঝে ফল থাকে লুকাইয়া নব জীবনের বীজ সে ফলে,
 মুকুলে লাগুক ব্যাকুল বাতাস, সনাতন সে তো আপনি চলে ।
 নিতি নব নব নব উন্মেষে নবীন জীবন করুক লীলা,
 রসাল মুকুলে না লাগে যেন গো অকাল মেঘের দারুণ শিলা ।
 বুলবুল আনো ফাগুন-বারতা পেচকের বুলি ভুলিতে চাহি,
 স্বাগত ভাবুক ! ভাবে স্মতরুণ আশা আশাবরী রাগিনী গাহি ।

* * * *

সাধনার পীঠ সাধের আসন শিল্পের নব জীবন-ধারা,
 এ মহানগরী ভারত-আকাশে সাতাশ তারার নয়ন-তারা ।

একদা যে দীপ জ্বালিল ধীমান সে দীপ আজি এ নগরী জ্বালে,
 পঞ্চ প্রদীপ — অবনী-গগন-অসিত-মুকুল-নন্দলালে ।
 মাইকেল মধু হেথা সমাহিত, বঙ্কিম-হেম-ভাস্কর্য্য
 ধূলিতে ইহার রয়েছে মিশায়ে কত না ভাবুক রসিক জনা ।
 হেথা “মহীয়সী মহিলা”র কবি গাহিল মধুর মায়ের স্তুতি ;
 বিহারী বঙ্গসুন্দরী-ভালে সঁপিল শ্লোকের গুরু যুথী ।
 কবির “স্বপ্ন-প্রয়াণ” তুরগী, রবির প্রভাত-গীতির শ্রোতা
 এই কলিকাতা কোলাহলময়ী, এর ভাগ্যের তুলনা কোথা !
 কবি-গুঞ্জে এ ধূলিপুঞ্জ ধরেছে কুঞ্জবনের ছিরি,
 জগৎ উজল যার প্রতিভায় এ সেই রবির উদয়-গিরি ।
 হেথা আশুতোষ আশু নিরমিল নব নালন্দা শিক্ষা-গেহ,—
 দেশের কিশোর হৃদয়গুলিতে বিথারি পক্ষীমাতার স্নেহ ।
 এরি উপান্তে বৈষ্ণব লাল লভিল প্রথম অমৃত-ছিটা ;
 প্রভু-প্রেমিক রাজা রাজেন্দ্র,—এইখানে তার আছিল ভিটা ।
 হেতা পরিষৎ অশথের চারা দিকে দিগন্তে পসারে শাখা,
 টেকচাঁদ আর গুপ্ত কবির প্রকাশে এ ঠাঁই পুলকে মাখা ।
 গিরিশ হেথায় রঙ্গে মাতিল, রায় দ্বিজেন্দ্র হাসিল হাসি ।
 স্বাগত কাব্য-কোবিদ ! হেথায় উজ্জয়িনীর বাজিছে বাঁশী ।

* * * *

ভারতের শেষ-বয়সের মেয়ে এ নগরী আজ অর্ঘ্য নিয়া,
 বঙ্গবাণীর সকল ভকতে বন্দনা করে ফুল হিয়া,
 চন্দন-রসে পুষ্প ডুবায় পরায় তিলক উজল ভালে,
 মালা-চন্দন ছায় জনে জনে পীরিতি-পরশমণির থালে ;
 প্রসন্ন মনে লও যদি সবে সোনা হয়ে যাবে এ ক্ষুদ্র কুঁড়া,
 দোষ ধর যদি, রোষ কর মনে, কুবেরেরও হয় গরব গুঁড়া ।
 মানস-ভোজের আছে আয়োজন যার যাহা রুচি, যার যা শ্রেয়,—
 চারি ভাণ্ডারী বাঁটিছে মনের চর্ব্ব-চোষ-লেহ-পেয় ।

তোমরা সাধক বাণী-উপাসক তোমরা মনীষী ভাবগ্রাহী,
 অতিথি ! দেবতা ! মোরা তোমাদের প্রসন্নতার প্রসাদ চাহি ।
 চণ্ডীদাসের দায়াদ তোমরা, কবিকঙ্কণ-ধনাধিকারী,
 ভারতচন্দ্র-সুধার চকোর, মধুচক্র সে তোমা সবারি ;
 রবির রশ্মি তোমাদেরি হিয়া রসে লাবণ্যে দিতেছে ভরি,
 ভাব-ভুবনের প্রদীপ তোমরা তোমাদের মোরা প্রণাম করি ।
 ভাষায় তোমরা সঞ্চার কর প্রাণ-সঞ্চিত আশার জ্যোতি,
 তোমাদের সমবেত সাধনায় জাগিছেন মহা-সরস্বতী ।
 ভাবের মূলুকে তোমরা মালিক, মালিক ভবিষ্যতের ভবে ;
 ভাব-লোকে যাহা সত্য আজিকে জীবনে তা কালি সত্য হবে
 স্বাগত ! স্বাগত ! হে মধুরত ! মনীষীবৃন্দ ! মনের মিতা !
 তোমা-সবাকার প্রতিভার দীপে আজি এ নগরী দীপাঙ্কিতা ।
 স্বাগত জ্যেষ্ঠ ! স্বাগত শ্রেষ্ঠ ! স্বাগত প্রমুখ ! সভাধিপতি !
 স্বপ্ন-সারথি ! সত্যের রথী তোমাদের মোরা জানাই নতি ।

মৃত্যু-স্বয়ম্বর

নূতন বিধান বঙ্গভূমে নূতন ধারা চল্ল রে,
 মৃত্যু-স্বয়ম্বরের আগুন জ্বল্ল দেশে জ্বল্ল রে ।
 কুশাণ্ডিকার নয় এ শিখা, এ যে ভীষণ ভয়ঙ্কর,
 বঙ্গ-গেহের কুমারীদের দুঃখহারী রুদ্র বর ।
 মানুষ যখন হয় অমানুষ, আগুন তখন শরণ ঠাই,
 মৃত্যু তখন মিত্র পরম, তাহার বাড়ি বন্ধু নাই ।
 মানুষ যখন দারুণ কঠোর আগুন তখন শীতল হয়,
 ব্যথায় অরুণ তরুণ হিয়া মৃত্যু মাগে শান্তিময় ।

একটি মেয়ে চলে গেছে জগৎ হ'তে নৈরাশে,
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজ-সাপের নিশ্বাসে ।
আগুনে সে প্রাণ সঁপেছে অগ্নিতেজা নিষ্কলুষ,
মরেছে সে ; বেঁচে আছে পুরুষজাতির অপৌরুষ ।
অগ্নি তুমি পাবক শুচি, আজকে তুমি রত্নধা,
পরম পুণ্যে লাভ করেছ নারীকুলের এই স্বধা ।

* * * *

চলে গেছে মায়ার পুতুল শূন্য ক'রে মায়ের কোল,
চলে গেছে স্তব্ধ ক'রে পণ্য-পণের গগুনগোল ।
বাপের ভিটা রইল বজায়, হ'ল না সে বেচতে আর,
দায় আপনি বিদায় হ'ল জীবন-লীলা সাজ্জ তার ।
না জানি কোন্ স্বর্ণ-হাঙর শূন্য হাওয়ার গ্রাস গিলেছে,
(আজ) লুপ্ত-লজ্জা লোলুপতার ভাগ্যে ক্ষোভের ক্ষার মিলেছে ।

* * * *

মূলুক জুড়ে প্রেতের নৃত্য, অর্থ-পিশাচ হৃদয়হীন
করছে পেষণ, করছে পীড়ন, করছে শোষণ রাত্রিদিন ।
পুত্রবন্ত বেহাই ঠাকুর বেহাই-জায়া বেহায়া,
বামন অবতারের মত বার করেছে তে-পায়া ।
ধার করেছেন পুত্রবন্ত, উদ্ধারিবে মেয়ের বাপ,
অকর্ষণ্য অহল্যাদের নইলে মোচন হয় কি শাপ !
এদের নিশাস লাগলে গায়ে বুকের রক্ত যায় থামি ;
চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করে সামাজ্য-মাণ্ড গুণ্ডামি ।
স্নেহ যাদের দেহের ধাতু, মমতা যার প্রাণের কথা,
সঙ্কোচে সেই নারী মরে চক্ষে হেরে নির্মমতা ।
মনে মনে যাচ্ছে মরে কসাই-হাটের কাণ্ড দেখে,
শ্মশুর খোঁজেন বাপের মাণ্ড বাপের গলায় চরণ রেখে ।

ক্ষীণ যে পুরুষ সেই অমানুষ হৃদয় তাহার নিষ্করণ,
 উদারতার ধার ধারে না, বীর্যবিহীন সে নিগুণ ।
 অক্ষমে কি জান্বে ক্ষমা ? চির-কুপার পাত্র সে,
 প্রত্যাশী সে,—পরগাছা সে,—বৃহৎ উকুন মাত্র সে ।
 কণ্ঠা ঘরের আবর্জনা !—পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়,
 “পালনীয় শিক্ষণীয়”—রক্ষণীয় মোটেই নয় !
 ভদ্র ধাঙড় আছেন দেশে করেন যারা সদগতি,
 কামড় তাদের অধিকারজ্য,—পরের ধনে লাখ-পতি ।
 হায় অভাগ্য ! বাংলাদেশের সমাজ-বিধির তুল্য নাই,
 কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই ।
 বিয়ে ক’রে কিন্বে মাথা,—তাতেও হবে ঘুষ দিতে,
 জামাই যেন জড় পদার্থ,—শ্বশুরকে চাই ‘পূশ্’ দিতে ।
 খুদ খেয়ে সব আছে শুয়ে দাঁতের ফাঁকে খুদ সাঁধিয়ে,
 আসবে শ্বশুর সোনাপাখী, সোনায়ে দেবে দাঁত বাঁধিয়ে ।
 চাই শ্বশুরের সোনার কাঠি স্নপ্তভাগ্য চিয়াতে,
 চাই মানুষের বুকের রুধির জোঁকের ছানা জীয়াতে ।

কিশোর যারা প্রাণের টানে চাইবে তারা কিশোরী,
 হায় কি পাপে রয়েছে দেশ বিধির বিধান বিসরি ?
 যাদের লাগি ধনুর্ভঙ্গ, যাদের লাগি লক্ষ্যভেদ,—
 যাদের লাগি সকল চেষ্টা, সকল যুদ্ধ সকল জেদ,—
 পৌরুষেরই ধাত্রী যারা, উৎস এবং প্রবাহ,—
 যাদের গৃহ,—যারাই গৃহ,—কর্ম্মে যারা উৎসাহ,—
 যাদের পূজায় দেবতা খুসী, যাদের ভাগ্যে ধনাজ্জন,—
 পুরুষ জাতির প্রথম পুঁজি, ছুঃখ-ভোলা যাদের মন,

উচ্ছে তাদের করবে বহন,—উদ্ধাহ নাম সফল যায়,
নৈলে কিসের পুরুষ মানুষ ? ক্রৈব্যা পরের প্রত্যাশায় ।

* * * *

সত্যিকারের পুরুষ যারা ফির্ত না'ক ভিখ মাগি,
শিবের ধনুক ভাঙত তারা কিশোরীদের প্রেম লাগি ।
যৌবনও সে সত্য ছিল,—প্রতিষ্ঠিত পৌরুষে,
ছিল না'ক লোলুপ দৃষ্টি শ্বশুর-বাড়ীর মৌরুশে ।
যেদিন দময়ন্তী করেন স্বয়ম্বরে মাল্যদান,
তখন নারীর দেবতা হতে নরের প্রতি অধিক টান ;
আমরা এখন দিচ্ছি ভেঙে নারীর প্রাণের সেই মোহ,
পুরুষ নারীর মাঝে এখন কুবেররূপী কুগ্রহ ।

* * * *

বাংলাদেশের আশার জিনিষ ! ওগো তরুণসম্প্রদায় !
জগৎ আজি তোমা-সবার উজল মুখের পানে চায় ;
হাতে তোমার রাখীর সূতা, কণ্ঠে তোমার নূতন গান,
জগৎ জুড়ে নাম বেজেছে, রাখ গো সেই নামের মান ;
অপৌরুষের শেষ-রেখাটি নিজের হাতে মুছতে হবে,
কন্যা-বলির এই কলঙ্ক লুপ্ত কর তোমরা সবে ।
সকল প্রজার প্রজাপতি পরিণয়ে প্রসন্ন,
তঁার আসনে কদাচারী কুবের কেন নিষন্ন ?
তোমরা তরুণ ! হৃদয় করুণ, তোমরা বারেক মিলাও হাত,
জাতির জীবন গঠন কর, কর নূতন অঙ্কপাত ।
নূতন আশা, নূতন বয়স, সবল দেহ, সতেজ মন,
তোমরা কর শুভকাজে অশুভ পণ বিসর্জন ।
পাটোয়ারী-গোছ বুদ্ধি যাদের দাও উঠিয়ে তাদের পাট,
পাটে বস তোমরা রাজা, দাও ভেঙে দাও বাঁদির হাট ।

তোমাদেরি দোহাই দিয়ে নিঃশ্ব জনে দিচ্ছে চাপ,
 পিতার সত্য পালন—পুণ্য, পিতার মিথ্যা পোষণ—পাপ
 সতীদাহ গেছে উঠে, কন্যাদাহ থাকবে কি ?
 রোগের ঋণের শেষ রাখ না, কলঙ্কের শেষ রাখবে কি ?
 স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী বঙ্গভূমির নন্দিনী,
 রাজপুতানার কিষণ-কুঁয়ার আজকে তাহার সঙ্গিনী ;
 অশ্বা তাহার চুসে ললাট,—উপেক্ষিতা সেই নারী,—
 যুদীয়া-গ্রীস-রোম-কুমারী স্বর্গপথে দেয় সারি ।
 বাপের ব্যথার ব্যথী মেয়ে কোমল স্নেহের লতিকার
 ফুরিয়ে গেছে মর্ত্তজীবন, নাইক তাহার প্রতিকার ;
 নারীর মান্ত্য করতে বজায় গেছে মরণ পায়ে দলি
 দেশের দেশের অপরাধের নিরপরাধ এই বলি ।

* * * *

স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী, মৃত্যু তাহার বিফল নয়,
 আত্মদানের সার্থকতা ওতঃপ্রোত বিশ্বময় ।
 মৃত্যু দানে নূতন জীবন মৃত্যুজয়ী নারী নরে,
 জট্-পাকানো সংস্কারের নাগপাশে সে ছিন্ন করে ।
 হায় বালিকা ! তোমার কথা জাগবে দেশে অন্তরে,
 তোমার স্মৃতি লজ্জা দেবে পরপীড়ক বর্ষবরে ।
 দেশাচারের জাঁতার তলে জীবন দেহ কল্যাণী !
 টল্ল এবার বিধির আসন তোর মরণে রোষ মানি ।
 দেশের মুখে ধর্ম্ম আজি তাইত জেগে উঠল রে !
 টন্ক নড়ে' উঠল জাতির, পাপের প্রভাব টুটল রে !
 স্বর্গে গেছে পুণ্য-শ্লোকা ! মৃত্যু তোমার অভিজ্ঞান,
 মৃত্যু-স্বয়ম্বরের স্মৃতি দহক দেশের অকল্যাণ ।

হেলাফুল

তুণেরও চাইতে যে আসন নীচু
সে আসনে তুমি বসালে আমায় বসালে,
হেলায় আমারে ভাসালে পাথারে
সকল ভরম খসালে গরব খসালে ।
নিশির তিমিরে মিশি'রে
কাঁদিয়া মরি যে শিশিরে,
নিষ্প্রভ করি' রাখিলে আমায়
পদ্মের রাঙা রূপেরি রক্ত মশালে ।
আলোর ভুবনে শতদল-বনে নিদালি আমারি নয়নে,
ফুলের মেলায় গভীর হেলায় শুকাই সলিল-শয়নে ;
কেহ না পুছিল পরিচয়
একি জীবনের অপচয়,
ভালো বেসে কেউ এল না সুধাতে—
বিষে কি সুধায় রসালে এ প্রাণ রসালে ।

গান

(ওগো) এই কি তোমার খেলা !
 লীলার খেলা !
(বঁধু) অন্ধ হিয়ার আঁধার ভ'রে
 (শুধু) মেলেবে ধাঁধার মেলা !
 লাগবে আগুন যখন ঘরে
 আসবে তখন প্রদীপ করে,
(তুমি) পরশ-মণি সেদিন দেবে
 (যেদিন) সোনায়ে হবে হেলা !

সন্তানক

নন্দন-বনে কল্পতরুর পাশে
সন্তানকের শ্যামল বিতান হাসে ;
স্বর্গ-বায়ুর নিশ্বাস লাগে গায়,
মর্তমানব সন্তান-বর চায় ।

সন্তানকের ফুল দেবতার বরে
স্বপনে ঝরিয়া মানুষের কোল ভরে ;
কোলে পেয়ে নিধি হিয়া বিশ্বয়াকুল !—
সন্তান হয় সন্তানকের ফুল ।

আনে সে জীবনে নন্দন-আহ্লাদ—
কল্পতরুর কাম্য ফলের স্বাদ ;
কল্প-লোকের সুষমা ভুবন ছায়,
স্বর্গ-সোপান—চক্ষে সে দেখা যায় !

ছোট ছোট ছোট নন্দন যার ঘরে
নন্দন-বনে সেই তো বসতি করে,
সেই স্নান করে মন্দাকিনীর নীরে,
ক্ষুধা সে মিটায় স্বর্গ-ধেমুর ক্ষীরে ।

নন্দন-বনে কল্পতরুর কোলে
সন্তানকের শোভন বিতান দোলে ;
কল্পতরু—সে সব নিধি দান করে,
বুক ভরে শুধু সন্তানকের বরে ।

লাল পরী

লাল পরী গো ! লাল পরী !
ইন্দ্র-সভার সুন্দরী !
কখন আসিস্ কখন যাস্ !
কার গালে যে গাল বোলাস্ ।
কার ঠোঁটে যে ঠোঁঠ খুলি !
কার হাতে পায় তুলতুলি—
ফোটাস্ রাঙা পদ্য গো
জানবে তা কোন্ মদ্য গো ।

তোর চুমাতে হয় যে লাল
খোকা খুকীর হাত পা গাল,
আঙুলগুলি কুঙ্কুমের
কিশোর কেশর তুল্য হয়,
দেয়াল তুই তার ঘুমের
তাই ঘুমে প্রফুল্ল রয় ;
লাল পরী গো ! লাল পরী !
স্বপ্ন-পুরীর অঙ্গরী !

ইন্দ্রলোকের রীত এ কি !
লুকিয়ে যেতে আসতে হয় !
দেবতা হ'য়েও তোরা, দেখি,
লুকিয়ে ভালো বাসতে হয় !

সবুজ পরী এক-ঝোঁকা
 নয় সে মোটে তোর মতন,
 তাই তো মানা আজ ঢোকা
 ইন্দ্রপুরে তার এখন ;
 সবুজ পরী এক ঝোঁকে
 মানুষ রাজার পুত্রকে
 বাসল ভালো কায়মনে
 মিলতে এল তার সনে ;
 এই অপরাধ—এই তো পাপ,
 অমনি হ'ল দৈব শাপ,—
 থাকতে হবে মর্ত্যে গো
 মৃত্যু-কীটের গর্ভে গো ।

সবুজ পরী টল্ল না
 শাপের ভয়ে ভুল্ল না,
 ভালো বেসেই ধন্য সে
 চায় না কিছু অন্য সে ;
 যেখানে তার চিত্ত রে,
 থাকবে সেথাই নিত্য সে ;
 চায় না যেতে স্বর্গে আর
 মানুষ যে প্রেম-পাত্র তার ।
 করবে তারি দাস্য গো—
 যে তার আজ উপাস্য গো !
 তাই মরতের পথখানি
 সবুজ ক'রে রইল সে,
 মর্ত্যে হ'ল চাকুরাণী,
 প্রেমে সবই সইল রে ।

তুমি তা নও লাল পরী !
 লুকিয়ে এস লুকিয়ে যাও,
 স্বপ্ন-সোঁতায় সঞ্চরি'
 খুকীর গায়ে গাল বুলাও !
 আবীর বিনা অশোক ফুল
 তোমার বরে হয় অতুল,
 খোকা খুকীর হাত পা ঠোঁট
 হয় সে শিউলী ফুলের বোঁট ;
 নাই অজানা কিচ্ছু মোর
 চুমু গোলাপ-পাপড়ি তোর,
 সাঁঝের মেঘে মুখ মোছো
 উষার আলোয় কুলকুচো ;
 লুকিয়ে ফের সুন্দরী
 না দেখতে কেউ যাও সরি ।
 লাল পরী গো ! লাল পরী
 কিশোর-লোকের অঙ্গরী !

কিশোর কিশলয় পরে
 তোমার পরশ সঞ্চরে,
 তোমার চুমায় লাল গুলাল
 লাল ছললী লাল ছলল,
 ছোঁয় গোপনে তোমার হাত
 সিঁছর কোঁটা আলতা-পাত ।
 ফিরছ তরুণ ফুর্তিতে
 ডালিম-ফুলি কুর্তিতে !

নব বধূর আয়নাতে
 কচি ছেলের বায়নাতে
 পড়ছ ধরা পড়ছ গো
 রাঙা ঘোড়ায় চড়ছ গো,
 ফিরছ মুহু সঞ্চরি'
 লাল পরী গো ! লাল পরী !

প্রথম গালি

বয়েস—	আড়াই কি দুই
মনটি	নিরমল জুঁই,
হাল্কা	যেন হাওয়া
মেয়ে সে	মুখ-চাঁওয়া
মায়ের	কাছে কাছে
ছায়ার	মত আছে
জানেনা	মা বিনে কিছুই ।

আর সে	দিদি চেনে তার
দিদি সে	সাথী খেলিবার,
ছুটিতে	পিঠোপিঠি
তবুও	খিটিমিটি
হয় না	বেশী বেশী
নাইক	রেবারিষি
কলহ	নাইক নিতুই ।

জগৎ মানে যেন,—তার—
 মা, দিদি আপনি সে আর,
 এ ছাড়া কিছু নেই
 চেনে না কারুকেই,
 অকথা কুকথার
 ধারে না কোনো ধার
 শেখেনি আজো ‘তুই’ ‘মুই’ ।

একদা হ’ল দুটি বোনে
 পুতুল নিয়ে কি কারণে
 ঝগড়া কাড়াকাড়ি,
 তখন দিয়ে আড়ি
 হারিয়া কাঁদো-কাঁদো
 হ’য়ে সে আধো আধো
 কহিল “ডিডি ! টুমি—টুই !”

মৌলিক গালি

বকেছিল তার দিদি-মাষ্টার
 পড়া সে পারেনি ব’লে,
 অক্ষর-পরিচয়ের ছাত্রী
 অভিমানে তাই ফোলে ।
 ভারি গস্তীর হ’য়ে ব’সে আছে
 মুখখানি ভার ক’রে,

খেলুনিরা তার চোরা-চোখে চেয়ে
দূরে দূরে সব ঘোরে ।

আমি অতশত কিছুই জানি নে
প্রতি দিনকার মত
আদর করিতে কাছে গেছু, সে তো
নড়িল না সে প্রথমত ;
খুন্সুড়ি শুরু করিছু যখন
চ'টে সে কহিল ভাই,
“তুমি হস্‌স-ই । তুমি দীগ্‌ঘ-ঈ !
তুমি যাও ! তুমি ছাই !”

ইল্‌শে গুঁড়ি

ইল্‌শে গুঁড়ি ! ইল্‌শে গুঁড়ি !
ইলিশ মাছের ডিম ।
ইল্‌শে গুঁড়ি ইল্‌শে গুঁড়ি
দিনের বেলার হিম ।
কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আলতা-পাটি শিম্ ।
ইল্‌শে গুঁড়ি ! হিমের কুঁড়ি,
রোদুরে রিম্ ঝিম্ ।

হালকা হাওয়ায় মেঘের ছাওয়ায়
ইলশে গুঁড়ির নাচ ।

ইলশে গুঁড়ির নাচন দেখে
নাচ্ছে ইলিশ মাছ ।

কেউ বা নাচে জলের তলায়,
ল্যাজ তুলে কেউ ডিগ্‌বাজী খায় ;
নদীতে ভাই ! জাল নিয়ে আয়,
পুকুরে ছিপ গাছ ।

উলসে ওঠে মনটা, দেখে
ইলশে গুঁড়ির নাচ ।

ইলশে গুঁড়ি— পরীর ঘুড়ি,—
কোথায় চলেছে ?

ঝুমুরো চুলে ইলশে গুঁড়ি
মুক্তো ফলেছে !

ধানের বনের চিংড়িগুলো
লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে লুলো ;
ব্যাঙ্‌ ডাকে ঐ গলাফুলো,
আকাশ গলেছে ;

বাঁশের পাতায় ঝিমোয় ঝিঁঝি
বাদল চলেছে ।

মেঘায় মেঘায় সূর্য্য ডোবে
জড়িয়ে মেঘের জাল,
ঢাকুলো মেঘের খুঞ্চে-পোষে
তাল-পাটালির থাল ।

লিখছে যারা তালপাতাতে
 খাগের কলম বাগিয়ে হাতে
 তাল-বড়া দাও তাদের পাতে
 টাটকা ভাজা চাল ;
 পাতার বাঁশী তৈরী ক'রে
 দিয়ো তাদের কাল ।

খেজুর পাতার সবুজ টিয়ে
 গড়তে পারে কে ?
 তালের পাতার কানাই-ভেঁপু
 না হয় তারে দে !
 ইলশে গুঁড়ি—জলের ফাঁকি—
 ঝরছে কত,—বল্‌ব তা কী ?
 ভিজতে এল বাবুই পাখী
 বাইরে ঘর থেকে ;—
 পড়তে পাখায় লুকালো জল
 ভিজলো নাকো সে !

ইলশে গুঁড়ি ! ইলশে গুঁড়ি !
 পরীর কানের ছল,
 ইলশে গুঁড়ি ! ইলশে গুঁড়ি !
 ঝুরো কদম ফুল ।
 ইলশে গুঁড়ির খুন্সড়িতে
 ঝাড়ছে পাখা—টুনটুনিতে,

নেবুফুলের কুঞ্জটিতে
 ছলছে দোছল্ ছল্ ;
 ইলশে গুঁড়ি মেঘের খেয়াল
 ঘুম-বাগানের ফুল ।

আষাঢ়ের গান

কোথাকার ঢেউ লেগেছে
 আজি ঐ গগন পরে,
 ধোঁয়া-ধার সোঁত ভেঙেছে
 মেঘের থরে ।

গেছে চোখ জুড়িয়ে গেছে,
 দিনে আজ রাত নেমেছে,
 সাগরের নীল এনেছে
 কাজল ক'রে ।

ঝড়ে আজ ঝুলনো ঝুলে
 তমাল তালে পাতায় শাখায়,
 বিজুলী ঘোমটা তুলে
 দিনের আলোয় চমকে তাকায়
 বেজেছে তাল মাদলে
 নটেশের নূতন দলে ;
 আষাঢ়ের মীড় বাদলে
 লীলায় সরে ।

ঘরে আজ নয় রে থাকা,
 নয় রে থাকা, নয় রে কভু ;
 পোড়ে তো পুড়বে পাখা,
 উড়বে চাতক, উড়বে তবু ।
 বাহিরে কদম ফুটে
 নৃতনের পরশ লুটে
 হরষের তুফান উঠে
 প্রাণ সায়রে ।

ইন্দ্রজাল

শূন্য ভুবনে ছাউনি এ কার ?
 ছায়া পড়ে কার গগন-ভালে ?
 রিক্ত দ্যলোক ভরিয়া উঠিল
 কোন্ দেবতার ইন্দ্রজালে !

নিকষ-পাষণ কাস্ত-লোহায়
 নিঙাড়িয়া গড় গড়িল কে রে ?
 হাওয়ার উপরে পুরী পত্তন,
 নয়ন বচন অবাক হেরে !

বারুদ-বরণ মেঘের বুরুজ
 সীসার বরণ কোমর-কোঠা,
 মোরচা-বন্দী মেঘ-গঞ্জীনে
 ঝলসিছে মুহু জলুসী টোটা !

ত্রাস-দস্যুর ত্রি-অরুণ আঁখি

ফিরে কি আবার ত্রিলোক শোষে ?

কাহারে দলন করিতে দেবতা

বাহিনী সাজান জলিয়া রোষে ?

আড়-বাঢ় আর ঘাঁটি মুহড়ায়

‘হাঁকার’ বাজায় দামামা কাড়া,

হের দেখ কার বিপুল বাহিনী

হামার হয়েছে পাইতে ছাড়া !

জোড়া-আয়নাতে কি খবর চলে ?

বিজুলী কি আনে ?...নিকাশী চিঠি

তীর-বেগে যত বীর বাহিরিল

ছয়রা ছুটিল বলসি দিঠি !

বখেড়িয়া উনপঞ্চাশ হাওয়া

ক্ষেত রোকে আর বখেড়া করে,

তোড়ে তোড়াদার বন্দুকে আর

লব্‌লবি টেনে ধোঁয়ায় ভরে !

কালো বারুদের নস্ট টানিয়া

কাল-হাঁচি হাঁচে কামান নভে,

যোজন-পাল্লা গোলা উগারিয়া

ভরে দশদিক ভীষণ রবে !

মেঘের সঙ্গে মেশে দূর বন
 ঝাপটে দাপটে পালট খেয়ে,
 ত্রাহি ত্রাহি ডাকে ত্রাস-দস্যুটা,
 শোষণ-অম্বর পালায় ধেয়ে !

দেবতার মুখে হাসি ফোটে ফিরে
 সোমরসে-ভিজা শ্মশ্রুতটে,
 দাঁড়ান ইন্দ্র ইন্দ্রধনুটি
 লম্বিত করি' আকাশ-পটে !

ঐরাবতেরে অঙ্কুশ হানি
 ঐন্দ্রজালিক লুকান হেসে,
 মুগ্ধ মানব স্নিগ্ধ ধরণী
 নিবেদিছে প্রীতি দেবোদ্দেশে ।

বর্ষা-নিমগ্ন

এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে ;
 কমল-চোখে কোমল চেয়ে কুজন ভুলাবে ।
 শীতল হাওয়া—নিতল রসে—
 বনের পাখী ঘনিয়ে বসে ;
 আজ আমাদের এই দোলাতেই দু'জন ঝুলাবে ;
 এস তুমি নূপুরপায়ে ঝুলন ঝুলাবে ।

(আজ) গহন ছায়া মেঘের মায়া গ্রহর ভুলাবে ;

অবুঝ মনে সবুজ বনে লহর ভুলাবে ।

কৃজন-ভোলা কুঞ্জ একা

এখন শুধু বাজবে কেকা ;

হাল্কা জলে বামর হাওয়া চামর ভুলাবে !

(আর) গহন ছায়া মোহন মায়া গ্রহর ভুলাবে ।

এস তুমি যুথীর বনে ছুকুল বুলাবে ;

কোল দিয়ে ঐ কেলি-কদম্-মুকুল খুলাবে ।

বাইরে আজি মলিন ছায়া

মলিদা-রং মেঘের মায়া,

অন্তরে আজ রসের ধারা রঙীন গুলাবে !

এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন্ বুলাবে ।

(ওগো) এমন দিনে ঘরের কোণে শয়ন কি লাভে ?

কিসের দুখে নয়ন-জলে নয়ন ফুলাবে ?

আয় গো নিয়ে সাহস বুকে

পিছল পথে সহাস মুখে,

নূতন শাখে নূতন স্নেহে বুলন বুলাবে ;

(এস) উজল চোখে কোমল চেয়ে ভুবন ভুলাবে ।

- কাজ্জ-রী-পঞ্চাশৎ

(১)

- (এল) শ্রাবণ ফিরে ভুবন পরে
 এল মিলন-ধাম,
 সেই পাপিয়ার পিয়াস-হরণ
 সেই যে ঘনশ্রাম ।
 বিধুর ধরার বন্ধু এল
 (আজ) পূরবে মনস্কাম-
(দেখ) দিগ্বিদিকে চিক দিয়েছে
 বুঝি অবিশ্রাম !

(২)

- (মেঘ) ভ্রমর হয়ে উড়ল ঝাঁকে
 কী কালো ছায়া !
 খুললে এখন ঘোমটা কে বল
 বলবে বেহায়া ?
(ওসে) দিনকে করে মিলন-রাতি
 এমনি তার মায়া !
(তার) মনটি ভালো আলোয় ভরা
 কালো তার কায়া !

(৩)

(আমরা) ঝুলিয়ে দোলা ছুলিয়ে দেবো
বাদল-ছাওয়াতে,
পাখীর সুখের জান্বে সোয়াদ
পিয়াল-ছাওয়াতে !
গাইব পাখীর চাইতে মধুর
(ভুবন) ভরব গাওয়াতে,
খেলেবে মেঘে বিজুলী এই
চোখের চাওয়াতে ।

(৪)

(আহা) লুকিয়ে ছিল ওই বিজুলী
কোন্ কাজল-চোখে !
কালো মেঘের ডাক শুনে কি
উঠল সে চম্কে !
কদম-ফুলে ভাব লাগে রে
(সেই) আলোর পুলকে,
কার পানে কে চায় লুকিয়ে
জান্বে কি লোকে ?

(৫)

(ও কার) মিলিয়ে গেল নীলাশ্বরী
নিবিড় বাদলে !
শ্রামল বনে সঘন সাঁঝে
মেঘের কাজলে !

(ওগো) কোন্ তমালে ঝুলনো তোমার ?
(বল) কোন্ মালা গলে ?

(তোমায়) সৌরভে আজ চিন্বে গহন
রসের অতলে ।

(৬)

(ওগো) কোন্ বনে আজ বাঁধলে দোলা
গহন আঁধারে !

তোমার গলার মালা কোথায়
গন্ধ বিথারে !

(শুধু) গন্ধে তোমার পাই যে নাগাল
(নীরব) বুলন-সাঁতারে,

(তোমার) রূপ-বিজুলী ডুব দিয়েছে
বাদল-পাথারে !

(৭)

(তুমি) আস্ছ পথে ভুঁই-টাপাতে
ভুবন সাজায়ে !

বাদল-ধারায় তাল মিলায়ে
(মৃদু) নূপুর বাজায়ে !

হাস্ছ তুমি জুঁই চামেলির
পরাণ বাঁচায়ে !

আস্ছ তুমি পেখম-খোলা
ময়ূর নাচায়ে !

(৮)

(সখী) যখন কেবল শ্রবণ চলে
নয়ন না চলে—

সেই শ্রাবণের আমল এখন
এ রঙ-মহলে ।

(আজ) শোন্ গো কেবল দাদূর কী কয়
(আর) ঝিল্লী কি বলে,
একলা পাখী কী গায়—বাদল-
ধারার বিরলে !

(৯)

(আজ) কুঞ্জ-পথে সবুজ কানাৎ
নতুন কে দিলে !
মেঘ-ডম্বরী রঙের তাঁবু
(ধারা-) জলের ঝিল্মিলে ।
আজ বেরুবার নেই মানা আর
সব সখী মিলে,
বাঁশীর সুরে সুর বাঁধা আজ
বাসর-নিখিলে ।

(১০)

(আজ) নূতন শাখে বাঁধ্ তোরা সই
নূতন হিন্দোলা,
আজকে হাওয়ার নূতন দুয়ার
হল যে খোলা !
(নব) নীপের দীপে কেয়ার ধূপে
আজ ভুবন ভোলা,
নূতন বঁধুর নূতন-মধুর
কাজরী উতলা !

(১১)

(ওলো) ঘোমটা খোলা সরম ভোলা
আজ বিধির লেখা,
(প্রথম) ভয়-ভাঙার পুলকে প্রাণে
ধ্বনিছে কেকা !
কুল ভেঙেছে যমুনা আজ
(তার) নাই সীমা-রেখা,
(শুধু) ঘনঘটার ঘোমটা রেখে
চল্ পথে একা !

(১২)

(ওগো) এমন দিনে উদাস মনে

কে ঘরের কোণে ?

(এস) আপনাকে আজ লোফালুফি

করব পবনে !

বুক দিয়ে আজ বিঁধব বাতাস

(আকাশ) ঠেকবে চরণে,

কিশোর তরুর সকল অণু

ভরবে শ্রাবণে !

(১৩)

(আজ) যে দোলাতে দুজন কুলায়

সেই দোলা বাঁধিস্,

বন্ধু বিনে, নইলে যে হায়,—

ঠেকবে সবই বিষ !

মিশ্ কালো ওই মেঘে মিশে

(আজ) বুলন অহর্নিশ,

বিজুলী ডোর ধরবে দোলার

উথলাবে হরিষ !

(১৪)

(আজ) বাদল রাতির কাজল পাঁতি

এল কার তরে !

পৌছে দিল পূবের বাতাস

কাহার অন্তরে !

সজল আঁধার কী বোল্ বলে

(আজ) বিভোল্ অন্ধরে !

(হায়) বাঁশীর পাগল বেরিয়ে প'ল

বাজ মাথায় ক'রে !

(১৫)

(আজ) গগন পরে থর দিয়ে কে
 গড়লে এ মৌচাক !
 কে খোঁচালে হঠাৎ !—ক্ষেপে
 ছুটল কিসের ঝাঁক !
 ছুটল রাগে বুঁদ হয়ে সব
 (চাকের) দুয়ার রেখে ফাঁক !
 ঝুঁঝিয়ে ঝরে রসের ধারা
 অবাক গো অবাক !

(১৬)

(ওই) মেঘের দেশে রাত হ'ল, ঢাখ্
 হাওয়ায় লাগে ঢুল !
 গুগ্‌গুলু উগারে তরল
 অপ্‌রাজিতার ফুল !
 নীল কমলে ঢাকুল ডানায়
 কালো ভ্রমরকুল

(যেন) সাপের শেষে গা ঢেকে কে
 এলিয়ে দিল চুল !

(১৭)

(ও কে) দোল্ দিল মোর মনে, ওগো !
 তাই দোলে ভুবন !
 শ্রাবণ দোলে পবন দোলে
 দোলে সকল বন !
 হৃদয়-দোলায় চলছে গো কায়
 আনন্দ-ঝুলন !
 ঝুলন-মাতাল রাগ-রাগিনী
 কাজরী-নিমগন !

(১৮)

(এবার) ফুটল কিনা কদম বনে
 খবর রাখি নে,
 শ্রাবণী ফুল ফুটেছে মোর
 মনের বিপিনে !

(বঁধু !) আমরা হলাম পুলক-কদম
 (তোমার) সোহাগ-সুদিনে,

(মোদের) পরাগ-ভরা এই অনুরাগ
 নাও তুমি জিনে !

(১৯)

(গেছে) ঝুলনো বেঁধে রাখাল-ছেলে
 সকাল-বেলায় আজ,
 সেই দোলাতে ছলতে হবে
 তোমায় রাখাল-রাজ !

(মোদের) রাই-রাজা পরাবে তোমায়
 (আপন) মাথার ফুলের তাজ,

(আজ) হিন্দোলে হিল্লোলে কেবল
 টলবে সকাল সঁঝ ।

(২০)

(মোদের) ছপুর-বেলাই ঝুলন্ খেলা
 আইন্ মানি নে,

(আজ) ঘনঘটাই ঘোম্টা যে, তাই
 ঘোম্টা টানিনে ।

কে বিদেশী যায় যে পথে

আমরা জানিনে,

যে খুসী সে হাসুক হাসি

আমল আনিনে ।

(২১)

(ওকি !) দোলন্-চাঁপা ছল্ছে হাওয়ায় -

দোলন্-চাঁপার ফুল !

(তার) দোলন্ দেখে ঝুম্কে জবা

ছল্ছে গো দোছল্ !

তপ্ত দুধের মাখন তন্নু

(তারে) দেখলে যে হয় ভুল !

মুখটি কচি কাঁচা-দুধের

মনীর সমতুল ।

(২২)

(আমরা) ভালোবাসার রূপ দেখিনি

(শুধু) নাম শুনি গো তার ।

শুন্তে যে পাই আওয়াজ বাদল-

ধারায় অনিবার ।

চোখ বুজে তার ডাক শোনা যায়

সাত সাগরের পার,

(তার) পরশ পেলে প্রাণ নাকি হয়

গুলাবে গুলজার !

(২৩)

(আজ) তোমার তরে এনেছি এই

সন্ধ্যামণি ফুল,

এই দোপাটি হবে তোমার

ছুটি কানের ছল ;

চরণ-পিঁড়ি হবে রাখা-

পদ এ রাতুল,

রায়-বেলে সই সাজাব আজ

তোমার কালো চুল ।

(২৪)

(আজ) . বুলন-দিনে ফুল গহনা.—

সোনা না-মঞ্জুর !

কঠিন সোনা আজকে মানা

আজ রাখ তায় দূর ।

ফুলের কাঁকণ ফুলের মুকুট

(আর) ফুলের রতনচূড়,

ফুলের নূপুর বাজবে নীরব

ভরবে হৃদয়পুর ।

(২৫)

(ওগো) তোমরা চোখে কাজল দিয়ো

হরিণ-লোচনা !

ওই কাজলে আমরা করি

কাজ্জরী রচনা ।

ওই কাজলে হয় গো সজল

বাদল-জোছনা,

ওই কাজলে উজল হিয়া

লুকায় শোচনা ।

(২৬)

(আজ) অন্ধকারে গন্ধ ফুলের

হোলি-খেলার ধুম !

মাদল বাজে বাদল-মেঘে

নাইক চোখে ধুম ।

পিচকারী সব ভরছে কেয়া

(আর) কদম সে কুসুম,

গন্ধে রঙীন্ অঙ্গে হাওয়া

সঞ্চারে নিরুন্ম !

(২৭)

(তোমরা) ছলিয়ে বেণী ঝুলিয়ে দিলে
 রেশ্‌মী হিন্দোলা !
 ঝুমুরো বটের ঝুরি মোদের
 ঝুলনের ঝোলা !
 রাজার মেয়ে তোমরা সবাই,
 (মোরা) রাখাল মন্-ভোলা !
 অ-বোলা কে কয় ? তোমাদের
 ভারি বোলবোলা ।

(২৮)

(আজ) ঝামর হাওয়ায় তরল মোতি
 ফিরতেছে লীলায় !
 তাই বুঝি গো মুক্তোঝুরি
 তোমার তনু ছায় ।
 কি দিয়ে কিশোরী ! গোরী !
 (বল) মুছাই, হায়, তোমায় ?

(শুধু) আঁখির পাতা বুলাই, সখী !
 তোমার গোরা গায় ।

(২৯)

(আহা) এমনি ভিজ়ে আস্তে কি হয়
 ও বাঁশীর পাগল !
 (তোমার) সোনার গায়ে মুক্তোসুঁটি
 সুঁটিয়ে পড়ে জল ।
 ভয় কি গো নেই দেয়ার ডাকে ?—
 (এই) বিষম ঝড় বাদল !

(ওগো) ভালোবাসার এমনি অভয়—
 এমনি কি তার বল !

(৩০)

(ওগো) তোমার দোলা কদম-শাথে
 আমার তমালে ;
 কাছে-কাছেই চলছে দোলন
 (তবু) নাইক নাগালে !
 ওই আঁচলের আভাস লাগে
 এ মোর কপালে !

(তোমার) চুলের রাশি নিশাস ফেলে
 নিশির আড়ালে ।

(৩১)

(আজ) তোমার আমার মন মিলেছে
 মনের মালঞ্চে !
 কে জানে আজ ছুনিয়া সমাজ
 পড়শী পঞ্চে ?
 অঞ্চলে বেঁধেছি মোরা
 (আজ) সাত রাজার ধন যে !
 কাঞ্চে নাই রুচি, চরণ
 মাণিকের মঞ্চে !

(আজ) তোমার আমার ফুল ফুটেছে
 মনের মালঞ্চে ।

(৩২)

(দোলা) ছল্ল এবার বাদল হাওয়ায়
 হারিয়ে দিগ্বিদিক !
 ছলবে কে, আর কে দোলাবে
 (তার) নাই কিছুই ঠিক !

ভয়-ভোলা মন ভুলছে ভরম

আজ সরমে ধিক্ ;

(আজ) যে পারে সে দিক ছড়িয়ে
যে পায় লুফে নিক্ ।

(৩৩)

(আজ) ডুব-সাঁতারে যায় কে চুপে
হারা পূর্ণিমায় !

গহন মেঘের ওপার দিয়ে
স্বপন-সীমানায় !

চাঁদ ! যেয়োনা অমন করে

(তুমি) পালিয়ে নাগো হায়,

(আজ) আনন্দেরি গন্ধরাজে
পূজ্ব যে তোমায় !

(৩৪)

(আজ) কাজল-লতার পাতার পরে
ভ্রমর বলেছে !

কাজল আঁখির জলসাতে মোর
কাজরী খুলেছে !

চন্দনী পরশে হাওয়ার

(আজ) ভুবন ভুলেছে,

হিন্দোলে আনন্দ-ঘন

ছন্দে তুলেছে !

(৩৫)

(ওগো) আজ কোথাকার ঢেউ লেগেছে
 সারা গগনময় !
 সাগর চুরি করেছে রে,
 পুকুর চুরি নয় ।
 চলছে যখন এমন চুরি
 (ওগো) তখন কিসের ভয় ?

(আজ) চোরা-চোখে চাইলে, ধরা
 পড়বে না নিশ্চয় ।

(৩৬)

(বল) শ্রাবণ ! তুমি শিখবে কবে
 নয়ন বাঁকানো ?
 ভুলতে তুমি বসেছ চোখ
 মেলে তাকানো !
 হিম যে তোমার নাকের নিশাস
 (তোমায়) যায় না জাগানো,
 পান্তা-বাতাস নেবু-ফুলের
 গন্ধ মাখানো !

(৩৭)

(আমার) কাজরী গাথার কাজল-লতা
 দিব কার করে !
 কার ছ'আঁখির আপ্নি-কাজল
 আঁখির ঘুম হরে !

(কার) পায়ের পাতা ছন্দ রচে
 (বাদল) মেঘের ডগ্বরে !
 কার পুলকে নীপ্-মুকুলের
 অঙ্গ শিহরে !

(৩৮)

(আমায়) সকল ভুবন দোল্ দিলরে
জনম জনমে !
দোল্ দিল আনন্দ-বিষাদ
শঙ্কা-সরমে !
দোল্ দিল কামিনী কুঁড়ি
(মোর) গোপন মরমে !
সূর্য্য-তারার নাগর-দোলার
ছন্দেরি সমে !

(৩৯)

(ওগো) বাদল-মেলার শাউন-বেলার
আর কত বাকী !
(আমায়) দোল্ দিয়ে গিয়েছে সে তাই
তুল্ছি একাকী !
তুল্ছে দোলা, তুল্ছে না মন,
মিছাই মুখ ঢাকি,
(হ'ল) আঁখির লোরে ঝামর হাওয়া,—
মেলব কী আঁখি !

(৪০)

(ও তোর) মানের দোলা তুল্ছে সে কই ?
তুল্ছে মস্তুরে !
ডুরি যে তার গেছে কেটে
অলখ্ মস্তুরে !
(তোর) একলা-গরব আঁখির জলে
(হায়) আজ যে মস্তুরে !
যে কেঁদে যায়, কাঁদিয়ে সে, হায়,
যায় জনম-তরে ।

(৪১)

(ও সে) স্বপ্নে আমার এসেছিল
 কুঞ্জে সজনী !
 ছিল সে মোর কুসুম-শেযে
 সকল রজনী ।
 ছিনিয়ে হঠাৎ কে নিল তায়
 (হায়) কিছুই না জানি !

(শুধু) শুনছি জেগে দেয়ার হা-হা
 আর গরজনী ।

(৪২)

(মরি) আজকে কারে দেবতা ডাকে
 ডাকে গো দেয়া !
 দিনের আলোয় ছায় যে উঁকি
 আকাশ-আলেয়া !
 আজ যমুনার জমাট নীলে
 (ও কে) জমায় শেষ খেয়া !
 গায় কাঁটা ছায়, শিউরে ওঠে
 কদম আর কেয়া !

(৪৩)

(আজ) জীবন মরণ বুলন খেলে,
 দোল দিয়েছে কে !
 সুধা-সুরা-সোম-ধুতুরার
 ঢেউ পিয়েছে কে !
 (আজ) বাদল-ধারায় জ্যোৎস্না জড়ায়
 (হায়) সে রঙ্গ দেখে !
 বুলন বোলে ঝাঙা তালের
 ঝাঙাতে বেঁকে !

(৪৪)

(হায়) অশ্রু-জলের শ্রাবণ দেখে
বন্ধু ! কোথা যাও ?
দাঁড়াও আবার বুলনো বাঁধি
রথ রাখ, দাঁড়াও !
মাধব ! ঐ মাধবী লতার
কুঞ্জ পানে চাও !

(বারেক) গাও বাঁশীতে পাগল গানের
শেষ কলিটি গাও ।

(৪৫)

(তুই) উজান বয়ে চল্ যমুনা !
চল্ অমুরাগে,
চল্ নিয়ে ফের তুইরে মোদের
বঁধুর সোহাগে ।
চোখের কাজল কানের সোনা
(তোরে) দিব যা' লাগে,
কাজল-গাথা আঁধার রাতে
গাইব তোর আগে ।

(৪৬)

(এবার) হিন্দোলা হায় বন্ধ আমার,
বন্ধু মথুরায় ;—
বাদল-নিশির আঁধারে মোর
নাইরে প্রদীপ হায় !

(তবু) বাতাস আমায় দোল্ দিতে চায়,
(ফুল) সৌরভে ভোলায়,
কাজরী সুরে নয়ন বুঝে
পরাণ লহরায় ।

(৪৭)

(এবার) কুটিলা ! তোর বুলন হবে,
 (আর) করিস্নে তুই রোষ ;
 কুজা হ'ল দোলার বিবি,
 তোর হ'তে কি দোষ ?
 রাই-কমলের দিন গিয়েছে,
 (তার) শুকায় হৃদয়-কোষ ;

(এখন) কুবুজা-কুটিলার আমল,
 আর কিসের আফশোষ ?

(৪৮)

(আমার) নয়ন-জলের আবিণ এল,
 বন্ধু এল না !
 বুলন-দোলায় রইল পরাণ,—
 (সুখে) ছলতে পেল না !
 হায় ! মথুরা এতই কি দূর ?—
 খবর গেল না !
 যমুনা কি সাগর হ'ল
 অশ্রুতে লোণা !

(৪৯)

(তুমি) মোহন বাঁশীর মধুর ডাকে
 ডাকলেনা, হায়, আজ ;
 ডাক দিয়েছে বন্ধু ! তোমার
 বাজের পাখোয়াজ !
 (আমার) ভাব-কদমের ফুটল কি ফুল !
 (মোর) টুটল গো ভয় লাজ !
 (তোমার) আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এলাম
 (তুমি) কই গো হৃদয়-রাজ !

(৫০)

(হায়) ঝুম্‌কো-ফুলের ঝালর-গাঁথা

ঝুলন অবসান,

কোথায় প্রেমী ? কোথায় প্যারী ?—

ভুবন ব্যবধান !

শূন্য দোলা ছলছে তবু,

চলছে তবু গান !

(তবু) বাঁধছে গোকুল-গোলোক-সেতু

কাজরী অফুরান্ !

নীল পরী

কানে সুনীল অপরাজিতা, পাপ্‌ড়ি চুলে জাফ্রাণের,

পায়ে জড়ায় নূপুর হ'য়ে শেষ বাসরের রেশ গানের,

নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন নীলে উত্তরী,

নীল পরী গো নীল পরী !

কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা, টিপ্‌টি নীলা কাঁচ-পোকার,

ধূপের ধোঁয়া পাখ্‌না তোমার, মূল কি তুমি সব ধোঁকার !

ভুলের প্রদীপ নয়নে তোর পিঙ্কনে মেঘ-ডম্বরী,

নীল পরী গো নীল পরী !

চুল লাগে ওই রূপ দেখে হায় চুলের তুমি ঢল্‌ বিথার,

তন্দ্রা তোমার সূর্য্য চোখের তন্দ্রা তোমার আলতা পা'র,

নীল গাভী নীল মেঘ ছ'হে নাও তার বিজুলী শিং ধরি'

নীল পরী গো নীল পরী !

স্বপ্ন তোমার শাড়ীর আঁচল, মূর্ছা নিচোল নীলবরণ,
 ঘুম সে তোমার আল্‌গা চুমা, মরণ নিবিড় আলিঙ্গন,
 বিদায়ে নীলকণ্ঠ পাখী ক্লান্ত আঁখির শৰ্বরী
 নীল পরী গো নীল পরী !

জন্মাষ্টমী

বিশ্বে আজি ওতঃপ্রোত তড়িতের সঘন স্পন্দন,
 বিদ্যুতের দৌত্য চলে মিলাইতে ছিন্ন ভিন্ন মেঘে ;
 অন্ধ-করা অন্ধকারে বন্ধ দৃষ্টি, যামিনী গহন,
 বন্দীর মন্দিরে হায় ক্ষুর বঙ্কণ আছাড়িছে বেগে ।

লুপ্ত যত গতিপথ ভরা বরষার অশ্রুধারে,
 জাগে উপবাসী চিত্ত বিশ্বাসের বিত্ত বৃকে করি,—
 গতিহীন মুক্তিহীন প্রব্যথিত শৃঙ্খলের ভারে,—
 আনন্দের নাহি লেশ, জাগি' তবু যাপিছে শৰ্বরী ।

এলে কি এলে কি ওগো গুপ্তচারী শিশু যাদুকর ?
 মধু-দৈত্য অধিকারে মোহ-ঘেরা মথুরা নগরে ?
 প্রাচীরের হের-ফের,—লোহার কবাট ভয়ঙ্কর,—
 তা' সবে ভেঙে কি এলে অপথের মাঝে পথ ক'রে ?

এলে কি আনন্দরূপ ! পুলকিয়া স্রুপ্ত নীপবন,—
 ফণীফণা-ছত্রশিরে শান্ত শিশু আনন্দে-নির্ভয় !
 রাখালেরে কোল দিতে আচারীর নাশিতে পারণ
 এস তুমি দর্পহারী ! এস প্রেমী ! এস সর্বজয় !

এস আলো-করা কালো ! এস ফিরে কালিন্দীর কূলে,
বাজাও মুরলী তব,—যমুনা উজান যাহে বয়,—
এস রাস-নৃত্যে ফিরে দোলে ছলে ঝুলনায় ঝুলে
এস তুমি হে কিশোর ! রিক্ত শাখে এস কিশলয় !

এস ইন্দ্র-অর্ঘ্য-হারী ! নব বেদ কর উচ্চারণ !
নিয়ম-দারুণ দেশে হোক ফিরে তারুণ্যের জয় ;
ভয়-পাণ্ডু পাণ্ডবের এস বন্ধু ! এস জনার্দন !
এস পাঞ্চজন্ত্যধারী কংসের বংশের চিরভয় ।

বর্ষে বর্ষে যুগে যুগে জাগে দেশ তব প্রতীক্ষায়,
তব জন্মতিথি-দিনে কীর্ত্তনি তোমার কীর্ত্তিকথা ;
এলে কি বিচিত্র-কর্ম্মা ! পুনরায় এলে কি ধরায় ?
জরাভরা ভারতের চিত্তবাসী চির-তরুণতা !

চিত্রশরৎ

এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত,—
‘আপনি খোলা কমলা-কোয়ার কমলা-ফুলি রোয়ার মত,—
এক নিমেষে মিলিয়ে গেল মিশমিশে ওই মেঘের স্তরে,
গড়িয়ে যেন পড়ল মসী সোনায় লেখা লিপির পরে ।

আজ সকালে অকালেরি বইছে হাওয়া, ডাকছে দেয়া,
কেওড়া জলের কোন্ সায়রে হঠাৎ নিশাস ফেললে কেয়া !
পদ্মফুলের পাপড়িগুলি আসছে ভেরে আলোক বিনে,
অকালে ঘুম নাম্লে কি হায় আজকে অকাল-বোধন দিনে !

হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
 আবছায়াতে মূর্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে ;
 শূন্যে তারা নৃত্য করে, শূন্যে মেঘের মৃদং বাজে,
 শাল-ফুলেরি মতন ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে ।

তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
 সুর-বাহারের পর্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা !
 দীঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
 শোল-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে !

ডাল্পালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক্-ঘড়ি,
 লক্ষ্মীদেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেলছে কড়ি !
 হঠাৎ গেল বন্ধ হ'য়ে মধ্যখানে নৃত্য খেলা,
 ফেসে গেল মেঘের কানাৎ উঠল জেগে আলোর মেলা ।

কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে !
 মিশির জমী জমিয়ে ঠোঁটে শরৎ-রাণী পান খেয়েছে !
 মেশামিশি কান্নাহাসি, মরম তাহার বুঝ্বে বা কে !
 এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ হাসতে থাকে !

শরতের হাওয়ায়

এই শীতল আলোকে শরতেরি হাওয়া ফিরিছে সঞ্চরি'
তবু তালবীথী দোলে যে তালে,—না দোলে সে তালে বল্লরী !

তরল কাঞ্চনে
বিহরি আনন্ডনে ;

হায় ! কার হিয়া দোলে কি তালে এখন, কে জানে সুন্দরী !
কি সুরে সুর ধরি' !

এই নিরাকুল হাওয়া ফিরিছে নীরব ভুবনে ঢেউ তুলি'
বনে সকল যন্ত্রে একা কে যন্ত্রী বুলায় অঙ্গুলি !

তাহারি মন্তরে
সুষমা সঞ্চরে ;

তবু শেফালি তেমন হ'লনা বন্ধু যেমন বান্ধুলি !
সে কথা কই ভুলি ?

আজ তুমি আর আমি আছি কাছাকাছি এ মর-নন্দনে,
তবু কে জানে কাহার মন দোলে আজ কেমন স্পন্দনে !

এ হৃদি-মন্দিরে
যে সুর বন্দী রে,—

হায়, কোন্‌খানে আর ওঠে সে রগিয়া এমনি ক্রন্দনে—
গুমরি বন্ধনে !

হায়, কাছে-থেকে-দূর ! হয় ত বিধুর তুমিও সুন্দরী !
বুঝি তমালের দলে যে সুরের খেলা জানে তা বল্লরী !

দ্রুত ও মন্তরে
কাননে প্রান্তরে,

হায় ধনিয়া রগিয়া ওঠে না কি এক মোহন মন্তরই,—
শারদ দিন ভরি' !

বোধন

(গান)

- (আজি) পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ কুন্ত সারে সারে !
বন্দনমালা নন্দিছেরে দ্বারে দ্বারে ।
- (আজি) শেফালি জাগে নিশি অতন্দ্রিতা,
(কোটি) দীপ্ত নয়নের দীপাশ্বিতা,
(হ'ল) কমল বিহ্বল আলোক লাগি অন্ধকারে ।

নীলকণ্ঠ পাখী

ছাড়িব বলিয়া ধরি তোরে পিঞ্জরে !
মুক্তি দিতেই বেয়াধের মত বাঁধি !
অল্প মেয়াদে—ছ'চারি দিনের তরে—
বনের পাখীকে কাঁদায়ে আপনি কাঁদি !

আগে পিছে তোর অবাধ অব্যাহত
মুক্তির হাওয়া বহিছে রাত্রি দিন,
মুক্তি-সায়রে গান ওঠে অরিরত
মুক্তির লোকে বাজে আলোকের বীণ !

তার মাঝে তুই করিস বিহার, পাখী !
বারো মাস, হায়, তারি মাঝে তোর বাস ;
আমি তোরে শুধু ছ'দিনের তরে রাখি
বন্দী করিয়া রাখি রে আপন পাশ ।

আমার সমুখে অগাধ অনিশ্চয়
পিছনে কেবল বন্ধন-স্মৃতি জাগে ;
বন্দী হৃদয় সাধ করে সঞ্চয়,—
মুক্তেরে বাঁধি' মুক্তি সে দিতে মাগে ।

ছাড়া নাহি পাই—ছেড়ে দিয়ে তাই দেখি,
ছেড়ে দিতে বাঁধি—অজানার স্বাদ পেতে,
কল্পনা ফিরে আসে রে আকাশে ঠেকি'
কল্পলতার সন্ধানে যেতে যেতে ।

সাগর সঁচিতে গরল পেয়েছে যারা—
সে গরল ভরি' কণ্ঠ হয়েছে নীল,—
নীলার কণ্ঠী কণ্ঠে পরেছে তারা,
নীলকণ্ঠের সাথে তাই এত মিল

মিতা তুই মোর রে নীলকণ্ঠ পাখী ।
তোরে দেখে আমি আশ্বাস পাই প্রাণে,
পরেছে যে জন বিষাদের কালো রাখী
তোর মুক্তিতে নিজেকে সে মুক্তি মানে ।

বিজয়োৎসবে উৎসাহে মাতে প্রাণ
পুলকে উদাস আঁখি ভরে কূলে কূলে,
উৎসারি উঠে বিজয়ার জয় গান
খাঁচার ছয়ার ধীরে যবে দিই খুলে ।

উধাও ! উধাও ! উড়ে তুই যাস্ ভেসে,—
বুলায়ে দোলায়ে নীল ডানা নীলাকাশে,
নীল পতঙ্গ ! নীলাজ মাঝে শেষে
মিলাইয়া যাস্ ! সন্ধ্যা ঘনায় আসে ।

ধীরে ধীরে জলে ডুবে যায় দর্পণ ;
 আমি বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবি !
 বন্দী পাখীকে মোচন করিয়া মন
 মনে মনে, হায়, করে মুক্তির দাবী !

বেয়াধের মত বেঁধে মোরা রাখি তোরে
 খেয়ালের ঝোঁকে সুখহীন পিঞ্জরে,
 তবু দিয়ে যাস্ অমৃতে তিতায়ে, ওরে !
 মুক্তির হাওয়া বুলাস্ প্রাণের পরে !

পুরীর চিঠি

ধু ধু বালির বিথার যেথা মিলায় পারাবারে
 আমি এখন রয়েছি সেই পাতাল-পুরীর দ্বারে ।
 সমুখে নীল জলের রাশি নেই কিনারা কূল,—
 ফোটেনা এই কালীদহে রাঙা কমল ফুল ।
 হীরাকষের কষ মেতেছে তুঁতের রসে রসি'
 গড়ায় যেন বিশ্বলোকের ললাট-লিপির মসী ।
 আস্মানী নীল রঙের সাথে জলঙ্গা নীল মেশে,—
 জগৎ যেন মিলিয়ে যাবে প্রলয়-মেঘের দেশে !

নীল কাজলের তুলি আমার চোখে বুলায় কে রে !
 যে দিকে চাই নিবিড় নীলে নয়ন আসে ভেঁরে !

মায়া-কাজল মস্ত-পড়া ভুল কিছু নেই তায়,—
 মায়া-ভুবন মুক্ত হেরি আমার ডাহিন বাঁয় ।
 পাতাল-পুরীর সিং-দরজায়, উছল ঢেউয়ের পাশে,
 ময়াল-সাপের হুড়কা ঠেলে নাগবালারা আসে ;
 মুক্তা-ঘেরা ঘোমটা তুলে চোখ-মেলে যেই তারা,
 ভেঙে পড়ে বেলোয়ারী ঢেউ—ফেনা ফটিক-পারা ।

* * *

ফেরৎ ঢেউয়ের পথ আগুলে দাঁড়ায় বাঘা ঢেউ,
 সাপটে তিমি গিলতে পারে এমনি বৃহৎ কেউ !
 বলের গর্বে পর্বে পর্বে সাগর ওঠে ফুলে
 দিগ্ দিগন্তে অঙ্গ মেলে অটুহাসি তুলে !—
 সরিৎ-পতির হস্তামলক স্তব্ধ বসুন্ধরা,
 তিমি-গেলা তিমিঙ্গিলা আতঙ্কে আধমরা ।—
 চৌদ্দ মাদল বাজে হঠাৎ,—হৃদয় ওঠে মেতে,—
 হরধনুর্ভঙ্গ-খেলা ভঙ্গ-তরঙ্গিতে ।

* * *

দক্ষিণের এই দ্বারে স্বয়ং মৃত্যু আছেন বুঝি
 চারদিকে তাই যমের মহিষ ঢেউয়ের যোঝাযুঝি,
 চারদিকে তাই হাপর চলে, ফাঁপর হ'য়ে দেখি,
 চারদিকে তাই মাথা কোটে স্বর্গলোভী ঢেঁকি !
 ঢেউয়ের পরে ঢেউ চলেছে—শুধু ঢেউয়ের মেলা,
 ঢেউয়ের সাথে তলায় কত সাগরিকার ভেলা ।
 কঙ্কাবতীর নৌকাটি—তাও—এড়ায়নি এই চোখ,—
 নেবু-ফুলের ডোর-জড়ানো গলুইটা ইস্তক ।

*

লাখ, হাতীর ওই হাল্কা বেরোয় কার শোভা-যাত্রাতে ?
 বরুণ-পুরীর বাড়ব-ঘোড়া ছুটছে সাথে সাথে !
 এরাই বুঝি বাঁধা ছিল কপিল-গুহা-তলে
 ছাড়া পেয়ে ছুটল হঠাৎ ঘুন্টি-মালা গলে !—
 কোন্ দিকে ধায় নেই ঠিকানা, ঠিক লেগেছে ‘ভুলো’
 ভিড় করে তার পিছন নেছে দ্রবিড় কতকগুলো !
 ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণান্ত হয় তরঙ্গ-সঙ্কটে,—
 জলোৎকা আর সঙ্কট মাছ আছড়ে পড়ে তটে ।

* * *

কতই কথা লিখছে সাগর, লিখছে বারো মাস,
 উতলা ঢেউ লিখছে সাগর-মথন-ইতিহাস ;
 দেখছি আমি মুহুমুহু জাগছে দিকে দিকে
 সাপের রশি সাপের ফণা চিহ্নিত স্বস্তিকে ;
 উঠছে সুধা, ফুটছে গরল ; যাচ্ছে যেন চেনা
 আঢ়ক-হাতে লক্ষ্মী !—সাথে লক্ষ্মী-কড়ি ফেনা ।
 ছন্দে ওঠে মন্দ ভালো ;—চলছে অভিনয়
 দেবাসুরের দ্বন্দ্ব-লীলা দুরন্ত দুর্জয় ।

* * *

ঝড়ের বেগে ঝাণ্ডা নিশান ওঠে এবং পড়ে
 নীল-জাড়িয়া নীল আড়িয়া অসুরগুলো লড়ে !
 হঠাৎ হ'ল দৃশ্য বদল উল্টে গেল পট
 ঘাঘরা ঘোরায় কোন্ মোহিনী মাথায় সোনার ঘট !
 তারে ঘিরে অঙ্গুরীরা তয়ফা নেচে যায়
 ফেনার চারু চিকণ কারু তুলছে পায়ে পায় ।
 কালীদহের কমল-কলি কালিপেটা পাখী
 চরণে তার শুভ্র ফুলের অঞ্জলি দেয় আঁকি ।

এই সমুদ্র—ভীষণ, মধুর ;—কাছে থেকেও দূর ;
 জগৎ-পতির গোপন ছবির রহস্য-মুকুর ।
 এই তো হরি-বাসর-রাতের শয্যা সুবিস্তার,
 শেষ-তোলানি সোনার মোহর—উষার কিরণ-ভার ।
 জ্যোৎস্না-রাতে এই সমুদ্র আনন্দ-ফোয়ারা ;—
 কাল-অগুরুর পাত্রে ঝরে চন্দনেরি ধারা ।
 ঢেউয়ের হাজার কুজা হেথায় করছে ঠেলাঠেলি
 কুঁজায় সোজা করে যে তায় দেখবে নয়ন মেলি ।

* * *

এই সমুদ্র বিশ্বরাজের বিমুক্ত রজপথ,
 জগৎ-জয়ের শক্তি-সাধন-মার্গ সুমহৎ ।
 কঠোর পণের কুঠার দিয়ে মোদের ভৃগুরাম
 হঠিয়ে এরে, গড়েছিলেন নগর অভিরাম !
 এই সমুদ্র বশে এনে বঙ্গ-যুবরাজ
 বিজয় সিংহ পরেছিলেন সম্রাটেরি তাজ ।
 শ্রীমন্ত এ পার হয়েছেন ভয়-ভাবনা ভুলে
 অগস্ত্য এ পান করেছেন অঞ্জলিতে তুলে ।
 এই সমুদ্র,—কাস্ত, রুদ্র,—বিরাগ এবং স্পৃহা
 অঘোর-শয়ান স্বয়ম্ভুদেব—তঁার প্রতিমা ইহা ।
 এই সমুদ্র চতুর্মুখের মতন চতুর্দিকে
 মারণ ঘোষে অথর্বের আর শান্তি সামে ঝাকে ।
 এই সমুদ্র অগাধ অকুল ছরন্ত দুর্গম,—
 শক্তিমানের সাঁতার-পানি, দুর্বলের এই যম,—
 এই সমুদ্র—গণ্ডুষে এ পান করেছি মোরা,
 পার হ'তে আজ পাঁতি খুঁজি—অগস্ত্যের আবখোরা !

এই সমুদ্র রক্ষা করে আপন বক্ষ-নীড়ে
 বুদ্ধদেবের পুণ্য-পুত ভিক্ষা-পাত্রটিরে ।
 মৈত্রী-মন্ত্রে হ'বে যেদিন দীক্ষা সবাকার
 মৈত্রেয় দেব বুদ্ধ হবেন—বিশ্বে অবতার ;
 যুদ্ধ যেদিন লুপ্ত হবে শুদ্ধ হবে মন
 সেদিন সাগর ফিরিয়ে দেবে গচ্ছিত সেই ধন ;
 চতুর্মহাদেশের লোকে তুলবে বরণ ক'রে
 প্রেমের কণায় রাজ-ভিখারীর পাত্রখানি ভ'রে ।

* * *

এই সমুদ্র !—কুক্ষিতে এর আশ্রন আছে, বলে,
 আমি জানি আঁধারে এর জলে জোনাক্ জ্বলে ।
 ভেলার আঁঠা অন্ধকারে জড়ায় যখন আঁখি—
 ঘরে যখন ফিরেছে লোক, কুলায়-মাঝে পাখী—
 তখন জ্বলে ঢেউয়ের মালায় জলের জোনাক পোকা
 তটের সীমায় চূর্ণ হীরা—নেইক লেখা জোকা !
 লুটেছি সেই সাপের মাণিক ভয় করিনি ফণা
 ধরেছি দুই হাতে লুফে বাড়ব-শিখার কণা ।

* * *

এই সমুদ্র—খাম-খেয়ালি,—খেয়ালের এই ধাম,—
 পাতাল-পুরীর দ্বারে লেখায় 'স্বর্গ-দুয়ার' নাম !
 এই সমুদ্র,—মুজা তো ঢের,—রত্ন আছে পেটে,
 পেলাম মাত্র রঙীন বিলুক—বেলার বালি ঘেঁটে ।
 এই সমুদ্র,—সমূহ ঘুম আছে ইহাঁর হাতে,—
 পাচ্ছি প্রসাদ যখন-তখন দিনে এবং রাতে ।
 এই সমুদ্র কন্মী স্বয়ং কাজ-ভুলানোর রাজা—
 ত্রিসীমায় এঁর যে এসেছে কাজ-ভোলা তার সাজা ।
 লিখ'ব কোথায় পুরীর কথা,—হ'লনা তার লেশ
 সাগরের সাত কাহন কথায় পুরীর চিঠি শেষ ।

সমুদ্রাষ্টক

সিন্ধু তুমি বন্দনীয়, বিশ্ব তুমি মাহেশ্বরী ;
দীপ্ত তুমি, মুক্ত তুমি, তোমায় মোরা প্রণাম করি ।
অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাণ-প্রিয় !
গহন তুমি, গভীর তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

সিন্ধু তুমি, মহৎ কবি, ছন্দ তব প্রাচীন অতি ;—
কণ্ঠে তব বিরাজ করে ‘বিরাট-রূপা সরস্বতী’ ।
আর্য্য তুমি বীর্য্যে বিভূ, ঝঙ্কা তব উত্তরীয় ;
মন্দভাষী ইন্দু-সখা, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

সিন্ধু তুমি প্রবল রাজা, অঙ্গে তব প্রবাল-ভূষা,
যত্নে হেম-নিষ্ক-মালা পরায় তোমা সন্ধ্যা-উষা ।
স্বাধীন-চেতা মৈনাকেরে ইন্দ্র-রোষে অভয় দিয়েো ;
উপপ্নবে বন্ধু তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

তমাল জিনি বরণ তব, অঙ্গে মরকতের ছাতি,
কর্ণে তব তরঙ্গিছে গঙ্গা-গোদাবরীর স্তুতি ;
নর্ম্মসখী নদীর যত অধর-সুধা হর্ষে পিয়েো ।
লাস্যগতি, হাস্যরতি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

দিগ্গজেরা তোমার পরে নীলাজেরি ছত্র ধরে,
আচ্ছাদিত বিপুল বপু বলদেবের নীলাম্বরে ;
ক্ষুর টেউই লাঙল তব মুষলধারী হে ক্ষত্রিয় !
অঙ্গরী সে অন্ধ-শোভা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

উদয়-লয়ে ছন্দে গাঁথ কর্মী তুমি কর্মে হারা ;
 সাগর ! ভবসাগর তুমি, তুমি অশেষ জন্মধারা ;
 তোমার ধারা লজ্জা যারা তাদের কাছে শুষ্ক নিয়ে,
 শাসন কর, পালন কর, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

মেঘের তুমি জন্মদাতা, প্রাবৃত্ত তব প্রসাদ যাচে,
 বাড়ব-শিখা তোমার টীকা, জগৎ ঋণী তোমার কাছে,
 রত্ন ধর গর্ভে তুমি, শস্যে ভর ধরিত্রীও,
 পদ্মা—পদ-চিহ্ন-হরা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

উগ্র তুমি বাহির হ'তে, ব্যগ্র তুমি অহর্নিশি,
 অন্তরেতে শান্ত তুমি আত্মরতি মৌনী ঋষি ।
 তোমায় কবি বর্ণিবে কি ? নও হে তুমি বর্ণনীয়,
 আকাশ-গলা প্রকাশ তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় ।

পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি

জড়ায়েছ পুষ্পদাম সুবিপুল তরঙ্গ-বাহুতে
 কার লাগি মহাবাহু ? কারে দিবে আলিঙ্গন-পাশ ?
 জ্যোৎস্না-বারুণীর রসে অসম্বৃত এ মহা উল্লাস
 কেন আজি দেহ-মনে ? হবে বুঝি চন্দ্রমা রাহুতে
 সন্ধি আজ শুভক্ষণে—পরিণয়—জীবনে মৃত্যুতে ।
 তাই কি মুরলী ত্যজি পাঞ্চজন্তু আজি অভিলাষ ?

অসীমে সসীমে হবে সুনিবিড় বাসর-বিলাস
 এইখানে, এইক্ষণে ! অপরূপ বরে ও বধূতে
 সুলগনে সংঘটনা !—অপূর্ব শৃঙ্গার-বেশ আহা
 আজি তব চিত্তহারী ! জ্যোৎস্না-চন্দনের পত্রলেখা
 শ্রীঅঙ্গে শোভিছে কিবা !—অপরূপ তব অভিসার
 আকাশে দেউটি জ্বালি !—কার লাগি ? কেবা জানে তাহা ?
 নির্জন সৈকত-ভূমি,—এ সঙ্কেত-স্থলে আমি একা,—
 ডেকে নাও, কোল দাও গৌরাক্ষের মত একবার ।

সিদ্ধু-তাণ্ডব

(পঞ্চচামর ছন্দের অনুসরণে)

মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
 বরণ তোমার তমঃশ্রামল ;
 মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
 শোনাও আমায় শোনাও কেবল ।

বাজাও পিনাক, বাজাও মাদল,
 আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়,
 মেঘের ধ্বজায় সাজাও দ্যুলোক,
 সাজাও ভুলোক ঢেউয়ের মেলায় ।

ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার
 পাগল হাসির আভাস ফেনিল,
 আলাপ তোমার প্রলাপ তোমার
 বিলাপ তোমার শোনাও, হে নীল !

কিসের কারণ আকাশ-ভাষণ ?

কিসের তুষায় হৃদয় অধীর ?

পর্যণ তোমার জুড়ায় না হয়

অধর-সুধায় অযুত নদীর ?

বেদের অধিক প্রাচীন নিবিদ্

নিবিদ্ হ'তেও প্রাচীন ভাষায়,—

মরম তোমার নিতুই জানাও

হে সিন্ধু ! কোন্ সুদূর আশায় ?

সুধার আধার চাঁদের শোকেই

তোমার কি এই পাগল ধরণ ?—

মথন-দিনের গভীর ব্যথায়

মরণ-সমান আঁধার বরণ !

গলায় তোমার নাগের নিবীত,

ঢেউয়ের মেলায় সাপের সাপট ;

চাঁদের তরাস রাহুর গরাস,

রাহুর তরাস তোমার দাপট ।

হাজার যোজন বিথার তোমার,

বিপুল তোমার হৃদয় বিজন ;

তোমার ক্লেভের নিশাস মলিন

করুক প্রাবৃট মেঘের সৃজন ।

রবির কিরণ ছড়ায় তরল

গোমেদ মাণিক মনঃশিলায়,—

মুনাল পাখীর সুনীল পাখায়,

কুনাল পাখীর আঁখির নীলায় ।

বিষের নিধান যে নীল-লোহিত
নিদান বিষের বিষম দহন
তঁাহার ছায়ায় রছক নিলীন
মায়ায় যে জন গভীর গহন ।

বাজাও মাদল, বিভোল পাগল !
উঠুক হে জয়জয়ন্তী তান ;
বাজের আওয়াজ তোমার কাছেই
শিখুক নবীন মেঘের বিতান ।

ঢেউয়ের ঘোড়ার কে হয় সওয়ার,
কে হয় জোয়ার-হাতীর মাল্লত ?
ডাকাও সবায়, মিলাও সবায়,
পাঠাও তোমার প্রগল্ভ দূত ।

প্রাচীন জগৎ গুঁড়ো এবং
নূতন ভুবন গড়াও হেলায়,
উঠুক কেবল 'ববম্' 'ববম্'
চতুঃসীমার বেলায় বেলায় ।

জতুর পুতুল বসুন্ধরায়
ও নীল মুঠার জানাও পেষণ !
জানাও মোহাগ কী ভীম ভাষায় !
প্রেমের ক্ষুধায় কী অন্বেষণ !

জগন্নাথের শীতল শয়ান
তুমিই কি সেই অনন্ত নাগ ?
ফণায় ফণায় মাণিক তোমার
পাথার-হিয়ায় অতুল মোহাগ ।

অল-আবীর

তিমি'র পাঁজর তুফান তোমার,
খেলার জিনিস হাউর মকর,
সগর-কুলের স্বখাত সলিল
নিধির নিধান হে রত্নাকর !

ভুবন-ক্রণের দোলার শিকল
তুমিই দোলাও, নীলাজ-নীল !
আকাশ একক তোমার দোসর,
সোদর তোমার অনল অনিল ।

ঝামর ঢেউয়ের ঝালর হেলায়
— অলখ্ বেতাল দিনের আলোয়,
রভস তোমার আসব সমান
দিবস নিশায় আলোয় কালোয় ।

বাসব যাহায় করেন পীড়ন
সহায় শরণ তুমিই তাহার,
রাজার রোষের আশঙ্কা নেই
ঢেউয়ের তলায় লুকাও পাহাড় ।

আগম নিগম গোপন তোমার
কখন কী ভাব,—বোঝায় কে সেই ?
এসেই—“অয়ম্ অহম্ ভো”—এই
বলেই তফাৎ রোষের বেশেই !

বিরাগ তোমার যেমন বিষম,—
সোহাগ তেমন, তেমন শাসন ;
ঢেউয়ের দোলেই ভুবন দোলাও,
ভুমার কোলেই তোমার আসন ।

সুখার সাথেই গরল উগার !—

পাগল ! তোমার কী এই ধরণ ?

জগৎ-জয়ের মূরৎ সাগর !

মহৎ ভয়ের মহৎ শরণ !

অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি

হে সমুদ্র ! হে ভীষণ ! অন্ধকারে আমি পথহারা ;
ছোঁখে ভেলার আঁঠা কী কুহকে গিয়েছে জড়িয়ে !
জোয়ারে ফুলিছ তুমি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে
গ্রাসিছ সৈকত-ভূমি তৃপ্তিহীন রাক্ষসের পারা !

আকাশ ঢেকেছে মেঘে ; ক্ষান্ত হও ; একি তব ধারা ?
চারিদিকে চোরা বালি ঢেউ আসে গড়িয়ে গড়িয়ে,—
জড়িয়ে ধরিতে চায়—ক্রুর বাহু বাড়িয়ে বাড়িয়ে,
রাত্রি কালো, তুমি কালো,—রক্তহীন অন্ধকার কারা !

এ কী ! হিংস্র ! হৃষ্ট মনে জপিছ মারণ-মন্ত্র তুমি ?
মান না মিনতি নতি ? জান না কি বলী কার বলে
নরকুল ? অকূলে সে ভাসে যবে ত্যজি দৃঢ় ভূমি
তার লাগি শূন্যতলে অচঞ্চল ধ্রুবতারা জলে ;
স্মরিয়। অভয় নাম—দৃঢ় পদে অসঙ্কোচে ভ্রমি,
সমুদ্রে গোপ্পদ গনি, অন্ধকার দলি চিত্ত-বলে ।

সমুদ্র-পান

হে নীলাশ্ব ! হে বিপুল ! ইন্দ্রনীল-নীলাশ্বর-সাথী !
সূর্যের বারুণী সুরা ! যোদ্ধ-দেবতার বীরপান !
আসিয়াছি শূন্য শুষ্ক ;—অন্তরের তৃষ্ণার নির্বাণ
করিবারে চাহি ওহে ! দ্রবীভূত অন্ধ অমারাতি !

চাহিনা অমূল্য মণি, মাণিক্য মৌক্তিক দিব্যভাতি,
কিন্ধা সমুদ্রের মুদ্রা ; আমি চাহি মহা মহীয়ান্
গুঢ় তব গরিমার সুহৃৎ ভুজ্জের সন্ধান ;
ক্ষুদ্র দেহে রুদ্র মোরা সিন্ধু-গ্রাসী অগস্ত্যের জাতি ।

সর্ব-রস-রত্নাকরে পিয়ে লব একটি গণ্ডুষে,
পূর্ণ হব সর্ব রসে বজ্র-গর্ভ মেঘের মতন ;
সমুদ্রের মহাদ্রোণী পরিণত করি' রিক্ত তুষে
উদ্বাটিব পাতালের বিচিত্র প্রবাল-কুঞ্জবন ;
শূন্য—পরিপূর্ণ হবে সপ্ত সাগরের সার শুষে,—
আহরিব আত্মা-মাঝে অমৃত সমুদ্র অসেচন !

স্বর্গদ্বারে

(পুরী)

আমি স্বর্গ-দ্বারে দাঁড়ায়েছি আজ
সম্মুখে পারাবার,—
সে যে অযুত জিহ্বা নাড়ি' যুগপৎ
জপিতেছে অনিবার,—
“সোহমহং সঃ” “বম্ বম্ বম্”
“ওম্” “ওম্” “ওকার !”

এ কি ধ্যানের রঙে রঙীন সাগর
 বিরাজিছে মহিমায়,
 যেন মৃত্যু-মথন ভস্ম আহরি'
 বিভূতি করেছে তায়,
 মরণের নীল বরণ হরিয়া
 অ-মৃত রাগিণী গায় !

আজি কল্লনা-দূতী লয়ে যায় মোরে
 স্মরণ-সরণী পারে,—
 যত মৃত্যুবিজয়ী সাধকের সাথে
 সত্যের অভিসারে,—
 পুণ্যের দীপে দীপালি যেথায়
 বিধাতার সেই দ্বারে ।

হেথা ধ্যান নেমেছে জ্ঞানের নয়নে,
 জ্ঞান সে ডুবেছে ধ্যানে,
 হেথা ধ্যানের জ্ঞানের গঙ্গাসাগর,—
 একাকার ধ্যানে জ্ঞানে,—
 'আমি-ও-তুমি' চক্রতীর্থ
 এ সাধন-উজানে ।

হেথা মীরা ও নানক বাঁধিয়াছে ডেরা,
 কবীর পেতেছে থানা,
 আর স্থাপিয়াছে মঠ শঙ্কর হেথা
 ফিরিয়া তীর্থ নানা ;
 স্বর্গ-দুয়ার অব্যাহত, আর
 বাধা নাই, নাই মানা ।

হেথা সমাহিত সেই যবনের ছেলে
 বৈষ্ণব হরিদাস,—
 নিতি ভোর হতে সাঁঝ, সাঁঝ হ'তে ভোর
 জপে যার উল্লাস,—
 গোরা দিল যারে বেলা-বালুকায়
 রচি' অন্তিম বাস ।

হায়, এরি কোনো ঠাঁই অমিয় নিমাই
 অসীমে দিয়েছে কোল,—
 ওই উত্তাল ঢেউয়ে হেরি শ্যামবাহু
 আশ্লেষ-উতরোল !
 স্বর্গ-দুয়ার- অর্গল-হারী
 বাহু লাগি' হিয়া লোল ।

আমি স্বর্গদ্বারে খোলা দেখি আজ
 স্বর্গের সব দ্বার,
 ওগো হের আনন্দ- বাজারে হেথায়
 দেবতা দেছেন 'বার' !
 জাতি-পাঁতি-কুল মূল খোয়াল রে
 প্রেমে হ'ল একাকার

ওই নীল-বিভ্রমে আকাশের আলো
 দিকে দিকে 'দশা' পায়,
 আর 'ভ্রমি' যায় বায়ু আয়ুহীন সম
 মুহু মুহু মূরছায়,
 ব্যাপি ক্ষিতি অপ্ অপ্ সরা সব
 সরে যায়, ফিরে চায় ।

একি ! অঙ্গ বিবশ— মন নিরলস—

চিদ-ঘন-রস-পান !

করি দিবালোকে ফিঁকা আনন্দ-শিখা

ফুরিছে জ্যোতিষ্মান !

মর্ত্য-ভুবনে অমৃতের সেতু

নেহারি বিচ্যমান !

তাই স্বরগের এই সিংহদ্বারে

সিন্ধু সতত জাগে,

সে যে অসীম-বিশ্ব আকাশ-দোসর

সিংহ-সোসর হাঁকে,—

অলখ্ দেবের পাঞ্চজন্ম

জনে জনে জনে ডাকে ।

ও রে ! কারা পিয়ে আজো মদের মদিরা ?

কে পিয়ে মোহের ভাঙ ?

ওই আদি-মৃদঙ্গ বোলে তরঙ্গ

‘ধিক্ তান্’ ‘ধিগেতান্’ !

দেবতার দ্বারে কে দ্বিজ শূদ্র ?

কিবা সোনা ? কিবা রাঙ ?

এই অসীম-সাকার— স্বপনের সেতু—

মিলনের পারাবার,—

হেথা কুণ্ঠা কিসের ? দ্বন্দ্ব কিসের ?

এ যে স্বর্গেরি দ্বার ;—

“সোহমহং সঃ” “ওম্” “ওম্” হেথা

মিলে মিশে একাকার ।

মহানদী

তোমারে দেখিনি তব গৌরবের দিনে মহানদী,
দেখিলাম শুধু হায় ও তোমার শীতশীর্ণ বেশ ;
ছিন্ন ধারা, ক্লান্তগতি,—গতি-পথে বিঘ্ন সে অশেষ—
অসংখ্য শিলার স্তূপ শৈলাকারে জাগে নিরবধি
ধূসর ধূমল কৃষ্ণ ;—আশঙ্কা সে আশারে নিরোধি
জাগে যেন শতস্কন্ধ । মন্দদশা হেরি পাই ক্লেশ,
বক্ষে জগদল শিলা সামর্থ্যের চিহ্ন নিরুদ্দেশ
নাম শেষ ও মহত্ব । তবু, জানি, বর্ষা নামে যদি—
নামে যদি কূলহারা প্লাবনের পাবনী ফোয়ারা
পাবে তুমি ঝড়-গতি মহানদী ! মহা বেগবতী !
ভেসে যাবে বিঘ্ন বাধা গঙ্গা-স্রোতে ঐরাবত পারা ;
মুক্ত হবে পন্থা তব—তব আত্ম-স্রোতোবেগে, সতী !
মহাবিঘ্ন বাধা সেথা যেথা মহাজীবনের ধারা ;
আজি বিঘ্ন বলবান,—দিনান্তরে লুপ্তবাধা গতি ।

রূপনারায়ণ

কে তোমারে দিল নাম ? কোন্ গুণী ? রূপনারায়ণ !
কে দেখিল দিব্যচোখে নীর-শায়ী রূপ-দেবতায় ?
সে কোন্ বিস্মৃত কবি ? পরশিল একটি কথায়
ভাবের অতলস্পর্শ, অর্পিল প্রাণের রসায়ন
গোত্রহীন নীরধারে ? বিশ্ব-বেদ-সূক্তের সায়ন
নমস্ সে নামহীন । কান্ত তুমি সমুদ্রের প্রায়,
শান্ত দেবতার মত, আকশেরে চুম্বিছ লীলায়

হে বিপুল ! কণ্ঠে তব সঙ্ঘ্যার মন্দার-উপায়ন !
 অপ্রকাশ অনন্ত-শয়ন দেবতার বিশ্ব তুমি—
 হে বরদ ! লক্ষ্মীরূপা ক্ষেত্রভূমি তব পদে বাঁধা ;
 অঙ্গে সমুদ্রের মুদ্রা—সঙ্গে উপনদীদের পুঁজি ;
 স্বরাহীন তন্দ্রাহীন চলিয়াছ তট চুমি' চুমি' ।
 আকাশের ছবি বুকে,—তুমি যেন আকাশেরি আধা,
 মহাশান্তি মহাব্যাপ্তি আত্মার সতীর্থ তুমি বুঝি !

চট্টলা

সিন্ধু-মেখলা ভূধর-স্তনীর রম্যা নগরী চট্টলা !
 অয়ি বরাজী ! শ্যামলা, শোভনা, নিবিড়-কানন-কুন্তলা !
 বাড়ব-ঘোড়ারে বাঁধিয়া রেখেছ দুয়ারে তোমার সুন্দরী !
 বক্ষে পুষিছ দিব্য অনল করাল শিখাটি সংবরি ।

সুন্দরী তুমি কোমলে-কঠিন, বিরাজিছ কিবা গৌরবে,
 কঠিনতা তুমি ঢেকেছ সবুজে—সবুজ বনের সৌরভে ;
 নীলিমা-শ্যামলে কঠিনে-কোমলে অপূরুপ রূপক্ষুণ্টি গো,
 চট্টলা ! তুমি বঙ্গভূমির ভুবনেশ্বরী মূর্তি গো !

জগতের যত পণ্য-তরণী ভিড়াও তোমার বন্দরে,
 পাঠাও তোমার নিপুণ নাবিক মথিতে সাগর-মন্দরে ;
 অন্তরে তব কনকোজ্জ্বলা কুন্দ-হাসিনী সুন্দরী,
 পরী পাহাড়েতে বিজন করিয়া গৃহবাসী কি গো হয় পরী ?

কবি রচে তব বন্দনা-গীতি, সাগর শোনায়ে স্মৃক্ত গো,
 কর্ণফুলীর পাঠশালা তব হোক্ চির-জয়-যুক্ত গো !
 হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের অভেদ-ধাত্রী চট্টলা !
 কমলীয়া ! তুমি নহ নমনীয়া রূপসী ! কপাল-কুণ্ডলা !

ইন্সদ্-উদ্দৌলা

বাদশা বেগম কেউ নাই এ কবরে—
 এ কবরে বাদশার আছেন শ্বশুর,
 জাঁক্ জমকের হেথা নাইক্ কমুর
 তবু এরে দেখে মন সম্মমে না ভরে !

গোলাপ ফুটিয়া হেথা আছে থরে থরে,
 থরে থরে এ কবরে ফলেছে আঙুর,
 আরামের উপাদান আছে ভরপুর,
 মৃত্যু যেন মারা গেছে নর্তকীর ঘরে !

তুচ্ছ আড়ম্বরে ভরা সমাধি-মন্দির—
 জড়োয়ার কুচি মোড়া আগাগোড়া তার,-
 প্রাচীর, মিনার, ছাদ, ভিতর, বাহির,—
 ঢেকে যেন আছে এক দামী জামিয়ার !

বিলাস-ভবন-তলে সমাহিত লাস !—
 কবরে কেবল আঁকা বোতল-গেলাস !

বিশ্রাম-ঘাটে

জলে কচ্ছপ ও স্থলে পাণ্ডা-পো
কিল্‌বিল্‌ করে, হরি !
অন্তরীক্ষে পবন-পুত্র,—
বিশ্রাম কোথা করি ?

মাথায় রৌদ্র, শুষ্ক রসনা,
অঙ্গ ভরেছে ধূলা
এ সময়ে হায় বকে ও বকায়
কংসের চেলাগুলা !

যমুনার জল করে ছল ছল,
ছল-ছল করে আঁখি ;—
এ তিনের হাতে উদ্ধার পেতে
হরি হে তোমায় ডাকি ।

কংস মরেছে, বংশ রয়েছে
আজো তিন রূপ ধরি' ;
তব রাজধানী দেখিতে আসিয়া
হরি ! হরি ! প্রাণে মরি ।

বিশ্রাম-ঘাটে বিশ্রাম নাই
এ যে গো বিষম দায়,
বিশ্রাম-হারী গুণ্ডা মারিতে
এস হরি মথুরায় ।

৬ বৃন্দাবনে

“বন হ’ল বৃন্দাবন শ্যামচন্দ্র বিনে”—

এ কান্না কেঁদ না আর কেহ অতঃপর,
দেখে যাও বৃন্দাবন হয়েছে শহর ;
কার সাধ্য ওরে আজ নিতে পারে চিনে ?

হরি হেথা নাই বলি’ নিকুঞ্জে বিপিনে
হরিতেরও চিহ্ন নাই ; ধূলিতে ধূসর
নিধুবন ঘিরিয়াছে প্রাচীর ছস্তর !
মাধবের মাথা হেঁট করগেট টিনে ।

বন নাই বৃন্দাবনে, হায় বনমালী,
ধূলা বালি ইট কাঠ ইমারৎ খালি ।

মানুষের কাণ্ড দেখে মরমেতে ম’রে
সরে গেছে এক পাশে যমুনা তোমার ;
এস না এস না শ্যাম এ শুষ্ক শহরে,
বৃন্দাবনে বনমালা মিলিবে না আর ।

যমুনার জল

অপ্রেমেরি হাওয়া আমার লেগেছে গায়ে,—
আন্ গো তোরা যমুনা-জল,—দে গো ছিটায় ;
একলা হয়ে মর্মে মরে
এক পাশে হায় আছি সরে
আছি প্রেমের ঠাকুর-ঘরের দ্বারে দাঁড়ায়ে ;
অপ্রেমেরি হাওয়া আমার লেগেছে গায়ে ।

এনে দে রে পরশ করি যমুনা-বারি,
 প্রেমে শুচি প্রাচীন দিনের হরষ বিথারি ;
 সৃষ্টিছাড়া হৃদয়টাকে
 দিই বিলিয়ে যাকে-তাকে
 শাস্ত্র-ছাড়া প্রেমের ডাকে ছু'হাত পারি ;—
 এনে দে রে পরশ করি যমুনা-বারি ।

ওই যমুনা প্রেমে শুচি প্রেমেরি ধারা—
 রাজার মেয়ে রাখাল ছেলের মিলন-পিয়ারা ;
 দেয় সে বুকে পরের ছেলে,—
 উজান বহে অবহেলে !
 করতে শেখায় পরকে আপন,—আপনা-হারা
 ওই যমুনা সব-ভুলানো প্রেমেরি ধারা ।

আজ যেন মন গঙ্গাজলে শুচি না মানে,—
 অপ্রেমেরি হাওয়া আমার লেগেছে প্রাণে ;
 প্রেমে শীতল জল যমুনার
 ছড়িয়ে দে রে অঙ্গে আমার !
 অচল রথের চলুক চাকা প্রেমেরি টানে,
 আজকে হৃদয় গঙ্গাজলে শুচি না মানে !

গঙ্গাজলে অঙ্গ শুচি—শাস্ত্রে বলে,
 আমি জানি মন শুচি হয় যমুনাজলে ;
 রাখাল ছেলের মুখের মিঠে
 মানুষ করে শাস্ত্রকীটে,—
 অপ্রেমেরি শুষ্ক হাওয়া লুকায় অতলে ;
 আমি জানি মন শুচি হয় যমুনা-জলে ।

আন্ গো তবে যমুনা-জল এনে দে, ওরে !
 অপ্রেমের এই প্রেতের পরশ ঘিরেছে মোরে ;
 ছড়িয়ে দে প্রেমহীনের মাথে
 মিলিয়ে দে রে সবার সাথে,
 দুক্ব প্রেমের ঠাকুরঘরে, থাক্ব না সরে ;—
 আন্ তোরা আন্ যমুনা-জল—এনে দে, ওরে ।

গুরু-দরবার

(অমৃতসর)

ভক্ত জাগো ভজন্-রাগে ভোর হ'ল গো দ্বার খোলো
 (তোমার) মৃত্যুতরণ অশ্রু জ'মে অমৃত-সরোবর হ'ল ।

গহন আঁধার রাত্রি শেষে

অরুণ এল তরুণ হেসে

অলখ্ এল আলোর বেশে চোখ্ মেল গো মুখ তোলো

ফুটল তোমার অমৃত-সরে সোনার কমল ফুটল গো,
 (ওগো) সেই কমলে সেই দেউলে অলখ্ ভ্রমর জুটল গো !

সেই ভ্রমরের গুঞ্জরণে

রাগ-রাগিণীর কুঞ্জবনে

হৃদয়-পরাণ-নয়ন-মনে সারং বেজে উঠল গো !

অলখ্-মৃণাল অতল-তলে উঠল কখন হিল্লোলি'
 (মরি) নিরঞ্জনের অঞ্জে কার গোপন আঁখি উজ্জলি' !

ক্ষীর-স্নকোমল পদ্য-ডাঁটায়

ঘিরল কে গো খড়া-কাঁটায়

আঁধার ঠেলে আলোর কূলে পৌছে দিতে অঞ্জলি ।

তখন ছিল মেঘলা আকাশ বজ্র ছিল উদ্ভত,
 (দারুণ) দেশ-ভাঙা ঝড় ফিরতেছিল দেউল ভেঙে উদ্ধত,
 তখন সবে ভক্ত-গুরু
 হচ্ছে তোমার ভজন শুরু
 ধ্যানে সোনার পদ্ম-মুকুল করছে গ্রীবা উন্নত ।

গানে তোমার থাম্‌ল গো ঝড়, বাণে তোমার টুটল মেঘ,
 (ওগো) তিন ভুবনে ধরতে নারে বিপুল তোমার প্রাণের বেগ,—
 তোমার প্রাণের কোকনদে
 ফেললে ঢেকে পঞ্চনদে
 অমৃতের এই অতল হৃদে ডুবল ভেদের সকল ভেক ।

(আজ) দরবারীরা আসছে তোমার দরবারেতে করছে ভিড়,
 (তোমায়) খাজনা দিতে হাজির কত আলম্‌গীরের বন্দ্য বীর,
 মগন তুমি আজ ধ্যানে,
 তুল্‌ছ না যে কিছুই কানে !
 গুরু জাগো ! ভক্ত জাগো ! বাদশা জাগো ! কলম্‌গীর !

(ওগো) অটল তোমার দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে স্বর্ণমঠ
 জাগছে আদিগ্রন্থ তোমার ভক্তহিয়ার বাক্যপট ।
 কখন গুরু ! জাগবে তুমি ?
 গ্রন্থ এবং খড়্‌গা চুমি'
 ভারত তোমার শিখ হ'বে গো ভক্ত তেজী নিষ্কপট ।

রাজর্ষি রামমোহন

(গ্রীক Bumós বা বেদীভূমক ছন্দের অনুসরণে)

তোমাতে স্মরণ করে পরম শ্রদ্ধায়

তব শ্রাদ্ধদিনে বঙ্গ । চিত্ত তার ধায়—

তোমার সমাধি-তীর্থে ; হে মনস্বী ! নিত্য-স্মরণীয় !

নব্য বঙ্গে তুমি গুরু, ব্রহ্মনিষ্ঠ ! ওহে সত্যপ্রিয় !

আশা দিয়া ভাষা দিয়া বাঁচালে স্বদেশ,

অর্থহীন নারীহত্যা-পাতকের শেষ

করিলে, বাঁচালে বহু প্রাণী,

যুক্তিবলে মুক্তি দিলে আনি ;

বেদান্ত, কোরান, বাইবেলে

মিলালে তুমি হে অবহেলে ;

নব্যযুগ প্রবর্তিলে তুমি

উদ্বোধিলে সুপ্ত মাতৃভূমি ;

উচ্ছে ধরি' তর্ক-তরবার

বিশ্বমৈত্রী করিলে প্রচার !

কীর্তি তব কীর্তনীয় প্রতিভা অদ্বুত !

বিশ্বে মহা মিলনের তুমি অগ্রদূত,

যুগ-যুগধর রাজা ! রাজ-পূজা প্রাপ্য সে তোমার ;—

মরিয়া মিলালে তুমি বিশ্বসাথে চিত্ত বাঙালার ।

দিগ্বিজয়ী

দেশে আসে দিগ্বিজয়ী—দিগ্বিজয়ী কবি,

জয়োদ্ধত পশ্চিমের জয়মালা লভি ।

দেশে আসে দিগ্বিজয়ী—কত কথা জাগে আজি মনে,

রঘুর বিজয়-যাত্রা ফুটে ওঠে কল্পনা-নয়নে,

শত্রুর প্রাসাদ-শীর্ষে রোপিয়া অশথ

হুন পারসীকে দলি' চলে মহারথ,

তবু সে রাজার দিগ্বিজয়

সেই জয় বাহুবলে হয় ।

চিত্তে জাগে আরেক বারতা

শঙ্করের দিগ্বিজয়-কথা,

তপ্ত তৈলে কটাহ ভরিয়া

তর্কযুদ্ধ বেলান্ত ধরিয়া,

পণ্ডিতের সেই দিগ্বিজয়

বুদ্ধিবলে সম্ভব সে হয় ;—

দায়ে ঠেকি' বড় বলে পরাস্ত যে জন

সে কথায় সায নাহি দেয় প্রাণমন ।

কবি রবি কবি শুধু—রঘু নয়, শঙ্কর সে নহে,

তবুও সে দিগ্বিজয়ী, বিশ্ব-কবি ছত্র তার বহে—

মুক্ত মনে, আনন্দে স্পন্দিয়া তোলে বিশ্বের পরাণ

বঙ্গ-রবি,—অস্তভূমি পশ্চিমের স্পর্শে সে অগ্নান ।

আভ্যুদয়িক

(রবীন্দ্রনাথের “নোবল্-প্রাইজ” পাওয়াতে)

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্ত সাগর মিল্ল আসি' ।
কোথায় শ্যামল বঙ্গভূমি,—কোথায় শুভ্র তুষার-পুরী,—
কি মন্তরে মিল্ল তবু অন্তরে কে টান্ল ডুরি !
কোলাকুলি কালায় গোরায়ে প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে,
রাজার পূজা আপন রাজ্যে, কবির পূজা সব দেশে ।

* * * *

বাংলা দেশের বুকের মাঝে সহস্রদল পদ্য ফোটে,
পবনে তার আমোদ ওঠে ভুবনে তার বার্তা ছোটে,
জন্ম যাহার শান্ত জলে সুপ্ত লহর স্নিগ্ধ বাতে
সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের সুপ্রভাতে ;
তুষারে তার রূপ ঠিকরে রং ফলায়ে মেঘের গায়,
রঙীন ক'রে প্রাণের রঙে অরুণ-রাণী অরোরায়ে ।

‘রাজার পূজা আপন দেশে, কবির পূজা বিশ্বময়’—
চাণক্যের এই বাক্য প্রাচীন মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয় ।
পাহাড়-গড়া ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গসাগর থেকে,
গল্ল এবার কঠোর তুষার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে ;
বাতাসে আজ রোল উঠেছে “নিঃস্ব ভারত রত্ন রাখে !”
সপ্ত-ঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিন্ধু ঘোটক হাঁকে ।

বাহুর বলে বিশ্বতলে করিল যা' নিপ্ননিয়া,—
বাংলা আজি তাই করিল !—হিয়ায় ধরি' কোন্ অমিয়া !
মানবতার জন্মভূমি এশিয়ার সে মুখ রেখেছে,—
মর্চে-পড়া প্রাচীন বীণার তারে আবার তান জেগেছে ।
তান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে—উদ্বোধিত নূতন দিন,
ভুজঙ্গ আজ নোয়ায় মাথা, ভেদের গরল বীৰ্য্যহীন ।

* * * *

জাহুর মূলুক বাংলা দেশে চকোর পাখীর আছে বাসা,
তাহার ক্ষুধা সুধার লাগি', সুধার লাগি' তার পিপাসা ।
পূর্ব্বাকাশে গান গাহে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি,
আজকে তাহার গান শুনিতে জগৎ জাগে প্রহর গণি ;
অন্তরে সে জোয়ার আনে না জানি কোন্ মন্তরে গো
অন্তরীক্ষে সচোজাত নূতন তারা সন্তরে গো !

* * * *

বাংলা দেশের মুখ পানে আজ জগৎ তাকায় কৌতূহলী,
বঙ্গে ঝরে পরীর হাতের পুণ্য-পারিজাতের কলি !
'বঙ্গভূমি ! রম্য তুমি' বলছে হোরা, শোন্ গো তোরা,
“ধন্য তুমি বঙ্গকবি পরাও প্রেমে রাখীর ডোরা ;
বিশ্বে তুমি বক্ষে বাঁধ, শক্তি তোমার অল্প নয়,
ঋবতারার পিয়াসী গো শুভ তোমার অভ্যুদয় ।”

* * * *

অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে,
তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ রবির মূলুক থেকে ;
তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তুষার-পুরী
সোনার বরণ বর্ণা ঝরায় গলিয়ে গুহার বরফ-ঝুরি ;
দুর্গতির এই দুর্গ মাঝে তাই পশে প্রসন্ন বায়ু,
পুষ্ট তোমার স্মৃতিতে দেশের ভাতি জাতির আয়ু ।

ধন্য কবি ! কাব্য-লোকের ছত্রপতি ! ধন্য তুমি,
 ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি ।
 বঙ্গভূমি ধন্য হ'ল তোমায় ধরি' অঙ্কে কবি !
 ধন্য ভারত, ধন্য জগৎ, ভাব-জগতের নিত্য-রবি ।
 পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাল্মীকি ও ব্যাসের ধারা,
 বিশ্ব-কবি সভায় ওগো ! বাজাও বীণা হাজার-তারা !

মনীষী-মঞ্জল

(বিজ্ঞানার্চ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংবর্ধনা উপলক্ষে রচিত)

জ্ঞানের মণি প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে
 হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু-জড়-জঙ্গমে ।
 অন্ধকারে নিত্য নব পন্থা কর আবিষ্কার,
 সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার ।
 দাস্ত্র-কালি যাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে
 বিশ্বেরও নমস্ত্র আজি প্রতিভা-বিভা-উন্মেষে ;
 গরুড় তুমি গগনাক্রুত বিনতা-নীড়-সমুত্ত,
 দেবতা সম ললাটে তব ফুরে কী আঁখি অদ্ভুত !

দরদী তুমি দরদ দিয়ে বুঝেছ তৃণলতার প্রাণ,
 খনির লোহা প্রাণীর লোহ পরশে তব স্পন্দমান ,
 কুহকী তুমি, মায়াবী তুমি, একি গো তব ইন্দ্রজাল
 ছকুমে তব নৃত্য করে বনের তরু বন্-চাঁড়াল !

মরমী তুমি চরম-খোঁজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো ;
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি
পশিয়া নৃপ-বালার ভালে ছোঁয়ালে একি হেমকাঠি ।

হিম যা' ছিল তপ্ত হ'ল মেলিল আঁখি মূচ্ছিত
নূতন পরিচয়ের নব চন্দনেতে চর্চিত !
বনের পরী তুলিল হাই জাগিল হাওয়া নিশ্বাসে,
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে ।

দ্বন্দ্ব যত জনম-শোধ চুকিয়া গেল অকস্মাৎ !
চক্ষে হেরে নিখিল লোক জীবনে জড়ে নাই তফাৎ !
ভুবন ভরি' বিরাজ করে অনন্ত অখণ্ড প্রাণ—
প্রাণেরি অচিন্ত্য লীলা জন্ত জড়ে স্পন্দমান !

জ্ঞানের মহাসিন্ধু তুমি মিলালে যত নদনদী,
বজ্রমণি ছিদ্ৰ করে প্রতিভা তব, তীক্ষ্ণধী !
আনন্দেরি স্বর্গে তুমি জ্ঞানের সিঁড়ি নিত্য হে !
সত্য-মহাসমুদ্রেতে সঙ্গমেরি তীর্থ হে !

অণুর চেয়ে ক্ষুদ্র যিনি জনক মহাসমুদ্রের
করিলে জ্ঞানগম্য তাঁরে কি বিপ্রে'র কি শূদ্রে'র ;
দ্বন্দ্বহারা আনন্দের করিলে পথ পরিষ্কার
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার ।

আলোর তোড়া

(প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের পক্ষ হইতে ডাক্তার জগদীশচন্দ্রকে
একটি আরতির দীপ-বৃক্ষক দেওয়া হইয়াছে ; উহার সমস্ত দীপগুলি
আলিলে আলোর তোড়ার মতন দেখায় ।)

—আলোর তোড়া বাঁধছ কারা চাঁপার কলি দীপশিখায়
এমন তোড়া তোমরা সবাই যাচ্ছ দিতে হায় গো কা'য় ?
শিল্পী হিয়ার কল্ললতার এ যে গো ফুল প্রফুল্ল !
ভাবের মূর্তি !—ভাবুক বিনা বুঝবে ইহার কে মূল্য ?
ফুলের তোড়া সবাই নেবে, আলোর তোড়া ধরবে কে ?
—জ্ঞানের অমল দীপ্তিতে যার সকল আঁধার হরবে রে !
হরবে আঁধার ভরবে আলোয় চার মহাদেশ দশ দিশা
সিন্ধুপায়ী অগস্ত্যেরি মতন যাহার জ্ঞানতৃষা ;
গরুড় সম পিয়ে যে জন, প্রাবৃত সম পিয়ায় গো,
সেই নেবে এ আলোর তোড়া জড়কে যে জন জীয়ায় গো ।
—এমন মানুষ মিলবে কোথায় ?

—আছে মোদের সঙ্গে সে
তেমন মানুষ বিধির কৃপায় জন্মেছে এই বঙ্গেতে !
খণ্ড জ্ঞানের গণ্ডগোলে কভু না যার ধ্যান টুটে,—
পূর্ণ জানার পরশমণি বিরাজ করে যার মুঠে,—
জ্ঞান-ভুবনের জ্যোতিষ্ক সব যার আরতির দীপ আলো,
জ্ঞানের যজ্ঞে শেষ যে টীকা সেই টীকা আজ যার ভালে,
দীপ্ত আঁখির দীপাঙ্ঘ্রিতা চলন্-পথে যার নিতি
সোনায়ে মোড়া আলোর তোড়া গাইছে তারি জয়গীতি,
দেশের আকাশ রাঙিয়েছে যে ঘুম ভাঙানো কুক্কুমে
আলোর ধ্বজা উঠিয়েছে যে চির-ঘুমের এই ভূমে,
তারি হাতে সাজতে পারে বিশ্বপ্রাণের স্ফূর্তি এ
এই অমুপম আলোর তোড়া তার প্রাণেরি মূর্তি এ ।

এই অনিমিত্ত উর্দ্ধ শিখা—এই যে সোনা স্পন্দমান
 এই তো গুরুদক্ষিণা ঠিক—এই জাগরণ মূর্তিমান ।
 শ্রুতির বাণী কেবল শুনে হয়নি খুসী, দ্রষ্টা সে
 জীবন-জুড়ে ঐক্য-হেতু নবীন-সেতু-স্রষ্টা সে ;
 সত্যে সে যে চক্ষে হেরে স্পর্শ করে দুই হাতে
 বিশ্ব হ'ল শিষ্য তাহার কখন তাহার অজ্ঞাতে !
 প্রকাশ করা ধর্ম এবং দীক্ষা তাহার আলোক রে
 আলোর তোড়া প্রাপ্য তারি জেয়ান-রথের চালক যে ।
 নিজের জ্ঞানের দীপটি দিয়ে কতই প্রাণের স্তম্ভ দীপ
 জ্বালিয়েছে সে জাগিয়েছে গো পরিয়ে দেছে তারার টিপ,
 তার প্রতিভার রশ্মি ঘিরে প্রতিভা সব ফুটছে গো,
 বাংলা জুড়ে আলোর তোড়া আপ্নি বেঁধে উঠছে গো ;
 সেই তোড়ার এই প্রতিচ্ছবি, অগ্রদূত এ ভবিষ্যের,
 প্রতিভূ এ অনাগত আলোর ভালোর এ বিশ্বের !

মহাকবি মধুসূদন

পয়ার পায়ের বেড়ী ভাঙি কবিতার
 উড়ালে বিদ্রোহধ্বজা, হে কবি বিদ্রোহী !
 কত দুঃখে দহি আর কী লাঞ্ছনা সহি
 করিলে হে মুক্তিপন্থা তুমি আবিষ্কার !
 সাহিত্য-সগরখাতে ভাগীরথী-ধার
 দিলে আনি ; মৃত্যু যাহা গিয়াছিল দহি
 জীবন জাগালে তাহে, বিমোহিলে মহী ;
 দেখালে ভাস্কর-মূর্তি কুণ্ঠিত ভাষার ।

শৃঙ্খলে শৃঙ্খলা বলি মান নাই মনে,
 মূঢ় জনে তাই তোমা কহে উচ্ছৃঙ্খল ;
 প্রবল জীবন-বেগ জাতির জীবনে
 মূর্ত্ত তুমি মহাসত্ত্ব ! ওগো মহাবল !
 দীপ্ত শিখা তুমি স্পৃষ্ট আগ্নেয় পর্বতে,
 অরুণ সারথি তুমি আলোকের রথে ।

৭দীনবন্ধু যিত্র

তুমি ছিলে নাট্যকার হে বরেণ্য ! ছিলে না'ক নট,
 করতালি-মাধুকরী তুমি কভু করনি জীবনে ;
 সমাজ-শোধন-ব্রতে ব্রতী যারা ছিল কায়-মনে—
 নব্য বঙ্গে যারা গুরু—স্থাপিয়াছে স্মৃঙ্গল ঘট—

তাদের চরিত্র লয়ে তুমি ব্যঙ্গ করনি বিকট
 বীভৎস-কুৎসিত ভাষে । হে রসিক ! তব আলাপনে
 ক্ষুণ্ণ নহে পুণ্য-ধারা ; রোধ' নাই কণ্টক-রোপণে
 উন্নতির পন্থা কভু । দেশবন্ধু তুমি নিষ্কপট ।

অশ্রায়ের বৈরী তুমি বিদ্রূপে বি'ধেছ অত্যাচার,
 হাস্যমুখে চিরদিন করিয়াছ সত্যের ঘোষণা ;—
 নীলকর-বিষধর করেছিল গরল উদগার,—
 নীলকণ্ঠ সম তুমি নির্ভয়ে তা' করেছ শোষণ ।
 বারিকের ভিত্তি গড়ি' নিমটাদ করি' আবিষ্কার
 হাসি দিয়া নাশি' রোগ করেছ হে সুপথ্যে পোষণ ।

তানুকা-সপ্তক

(কবিরাজ বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুতে)

অশ্রুর দেশে
হাসি এসেছিল ভুলে ;
সে হাসিও শেষে
মরণে পড়িল ঢুলে ।
অশ্রু-সায়র-কূলে ।

সে ছিল মূর্ত
হাস্তের অবতার,
প্রতি মুহূর্ত
ধ্বনিত হাসিতে তার ।
হরষের পারাবার !

ত্র্যম্বক প্রভু
তারে দিয়েছিল হাসি,
হাসি তার কভু
জমাট তুষার-রাশি ।
সে পুন “মন্দ্র” ভাষী !

ফেনিল হাস্য
মাগরের মতো তার ;
বিলাস, লাস্য,
হুঙ্কার, হাহাকার,—
মিলে মিশে একাকার !

জ্যোৎস্না রাত্রি
 চুপে তারে নেছে ডেকে
 পারের যাত্রী
 গিয়েছে এ পার থেকে
 হাসির অঙ্ক রেখে !

আলো অবসান
 শেষ মলিনতা জিনে,
 পরিনির্ব্বাণ-
 তিথির পূর্ব্ব দিনে,
 লঘু মনে বিনা ঋণে !

দেশ-জোড়া শোকে
 অ-শোকের মূল দহে ;
 এ অশ্রু-লোকে
 অশ্রু দ্বিগুণ বহে ।
 তবু সে শীতল নহে !

শতবার্ষিকী

(৬প্যারীচাঁদ মিত্রের শততম জন্মদিনে রচিত)

সোজাসুজি শাঁখা শাড়ী সিঁহুরে কাজলে
 সাজালে হে স্বদেশের সরস্বতীটিরে,
 বিনা আড়ম্বরে আহা নিজ বুক চিরে
 আলতা পরালে ছুটি চরণ-কমলে ।

আনন্দ-কুন্দের মালা গোঁথে কুতূহলে
 দিলে গলে ; কুন্দ ফুলে অঙ্গ দিলে ঘিরে ;
 আয়ীর বাউটি-স্মৃটে দেখিলে না ফিরে
 রহিল সে সংস্কৃতির সিন্ধুকের তলে ।

যে বলে গো বাঙলা বুলি বোঝে সে তোমারে,
 তোমারে দলিতে নারে সময়ের চাকা ;
 বাঙালীর সরস্বতী-মন্দিরের দ্বারে
 বিদেশী যাত্রীর পক্ষে পাণ্ডা তুমি পাকা ।

সহজে নিয়েছ কেড়ে স্বদেশের হিয়া,
 সহজ ভাষার প্রেমে তুমি সহজিয়া ।

ডেভিড হেয়ার

দুর্গতি-দুর্গম দেশে ভালবেসে আত্মীয়ের মত
 জ্বলেছিলে শুভ্র দীপ শুদ্ধ জ্ঞান প্রবুদ্ধ করিতে ;
 জনমি খ্রীষ্টান-কূলে খ্রীষ্ট-নামে তরাতে তরিতে
 চাহ নাই ; তাইত নাস্তিক তুমি নর-সেবা-ব্রত !

অর্থদানে মুক্তপানি, বিদ্যা দানে অতল্ল নিয়ত,
 আর্ন্তের ছাত্রের বন্ধু, ছিলে পটু মানুষ গড়িতে
 স্নেহবিত্ত চিত্ত দানে ; নব্য বঙ্গে—বিকল ঘড়িতে
 বিনি মূলে কল-বল নিত্য তুমি জোগায়েছ কত !

কুড়ায়ে পথের রোগী সংক্রামকে দিলে তুমি প্রাণ,—
 তবুও নাস্তিক তুমি !—ও অস্থি নেবে না গোরস্থান ।

তাই ছাত্র-পল্লী-তলে বিরাজিছ ছাত্রের দেবতা !
 সমাধা—সমাধি সেথা পবিত্র ত্রতের যেথা সুরু !
 ছাত্র-পরম্পরা স্মরে পুণ্য তব জীবনের কথা—
 মনুষ্যত্ব-ধর্ম পুত—হে নাস্তিক ! আস্তিকের গুরু !

আচার্য্য ত্রিবেদী

প্রাচ্যের প্রাচীন বেদ—ত্রয়ী যার নাম
 সে তিনি আত্মস্থ করি মনীষা তোমার
 হে মনস্বি নহে তৃপ্ত, অন্তর-ক্ষুধার
 খাড়া লাগি অন্বেষণ তব অবিশ্রাম ।

প্রতীচ্য-বিজ্ঞান-বেদ নব্য জ্ঞান-ধাম
 শিথিলে শিখালে তুমি গুঢ় মর্ম্ম তার,
 হে জ্ঞানী ধ্বনিছে তব কণ্ঠে অনিবার
 বিজ্ঞানের মহা যজু, প্রজ্ঞানের সাম ।

দুর্গমে সুগম করে তোমার প্রতিভা
 জিজ্ঞাসা-মশাল জ্বালি চল তুমি আগে,
 শিশু জিনি চিত্ত চির-কৌতূহলী কিবা
 জ্ঞান-যজ্ঞ-শেষ-টীকা ও ললাটে জাগে ।

বাণী-পূজা লাগি তুমি গড় নব বেদী
 বিজ্ঞানে প্রজ্ঞানে ধ্যানে বরেণ্য ত্রিবেদী ।

হরমুকুট গিরি

(কাশ্মীর)

আঁখি রে ! তোরা ঘুচিল ঘোর
টুটিল দুখ—দুখেরি লোর,
ওরে চপল ! হ'লি সফল
একি উজল সমুখে তোরা !

একি বিপুল ! একি নিখুঁৎ !
কাড়িল মন এ অদভুত !
কোথা পাহাড় জড়োয়া-হার
জটে জড়ায় জরিরই সূৎ !

হরমুকুট ! হরমুকুট !
ভূ-স্বরগের সুমেরু-কুট
গগনে প্রায় ভিড়িয়ে কায়
করিতে চায় তারকা লুট !

বিজুলি থির হ'য়ে নিবিড়
রয়েছে কার বেড়িয়া শির !
হীরা-ফটিক উজলি, দিক
ঘিরেছে কার জটারি নীড় !

হরমুকুট ! হরমুকুট !
জুড়ি' পাহাড় জড়োয়া বুট !
কী অপরূপ ! ছায়া ও ধূপ
ভজে তোমায় সাঁচা ও বুট !

হরমুকুট ! হর-মুকুট !
 শিলা-সুঘট জটা ও জুট !
 জটা-টোপর করেছে হর
 নদী নিথর হয়েছে ছুট !

ধারা জমাট রূপালি ঠাট
 কালো-কটার কাঁড়ি বিরাট
 ঘিরিয়া—পাক দেছে—অবাক
 বেঁধেছে জট করিয়া আঁট ।

কালো শিলায় ছকিয়া ছক
 ঝকিছে হিম—গিরি-ভুজগ,
 নিরেট নীর ভাগীরথীর
 জটাতে থির শশী অলখ্ !

গিরিরাণীর ছ' আঁখি পর
 আনো স্বপন ওগো টোপর,
 তোরে অঙ্গুর করিল হর
 উমা-মিলন-স্মিরিতি-ধর ।

হর-মুকুট ! হরমুকুট !
 কত নদীর প্রাণেরি পুট,
 কত ধারার চির-আধার
 তুমি অশেষ তুমি অটুট !

হর-মুকুট ! হর-মুকুট !
 গিরিরাজের দানেরি মুঠ !
 কত নীলাব কত লোলাব
 আছে তোমার ধ্যানে অফুট ।

ব্রজাতিথির অতিথি

পদ্য যখন ঝরে গেছে সায়র শূন্য ক'রে
জাফ্রানে ফুল ফোটেনি একটিও
তখন যারা অতিথি এল তোমার ছয়ার পরে
হায় গো তাদের দিচ্ছ তুমি কি ও ?
ব্রজাতিথির অতিথি হায় যারা
শূন্য হাতেই ফিরবে কি গো তারা ?

শূন্য হাতে ফিরবে কিগো ফিরবে শূন্য মনে
বিদায় নিয়ে যাবে মলিন হেসে,
হায় গো আশাভঙ্গে ভেঙে পড়বে ক্ষণে ক্ষণে
কেমন ক'রে ফিরবে, বল, দেশে ?
কেন ব্যথা দিচ্ছ তুমি প্রাণে
একটি কুসুম ফোটাও না জাফ্রানে ।

সুফেদ তরুর সবুজ তুলি মায়া-কাজল ভ'রে
বুলিয়ে তুমি দাও না ওদের চোখে,
দেখে তোমায় নিকনা সবাই এক নিমিষের তরে
বিজন পথে আধেক স্বপ্নালোকে,
দেখুক তোমায় দিনে দুই পহরে
বরফ-হরফ লেখা ললাট পরে ।

দেখুক তুমি আস্ছ নেমে—আস্ছ নেমে নেমে
শৈল-শিলায় চরণ রেখে রেখে
ঝঞ্ঝা-তরল ঝরছে ঝিলম পায়ের পাতা ঘেমে
পাষাণ সোপান ফসল দিয়ে ঢেকে ;
ঝর্ণা-ঝোরায় ঝারির ধারা পাতে
ঝরছে তোমার অমৃত দিন-রাতে ।

চক্ষু সফল হোক দেখে ওই বিনিমূতায় গাঁথা
 বলাকা-বকফুলের মালা তব,
 স্বর্ণ মেঘে মায়া-মৃগ-চন্দ্র-আসন পাতা
 সন্ধ্যা-দেবীর স্বপ্ন-সমুদ্ভব ।
 জ্বালিয়ে মশাল তাজা সরল শাখে
 দেখুক হিয়া তোমার তারার ফাঁকে ।

ওগো অ-ধর ! দাও ধরা দাও ! নয়ন-মনোহর !
 ক্লান্ত পথিক আসছি পাহাড় ভেঙে,
 অন্তরে আজ লাগুক আভা, আনন্দ-সুন্দর !
 এর বেশী আর চাইনে তোমার ঠেঞে ;
 - দেখতে যেন পাই ক্ষণিকের তরে
 হুক তোমার সুপ্ত শ্রীনগরে ।

ড্রাক্সা যখন কুঞ্জ হ'তে ফুরিয়েছে নিঃশেষে
 কাকের খাড়া কাও-ড্রাছে বন ভরা
 তখন যারা অতিথি এল তোমার দুয়ার-দেশে
 জুড়িয়ে তুমি দাওগো তাদের হারা ;
 ড্রাক্সা নাইবা রইল গো একটিও
 কটাক্ষে সব সফল ক'রে নিয়ো ।

জাফরানের ফুল

ও কি ফুটল গো ফুটল দিগন্ত ভরি
কাঁরা জাগল ধূসর ধূলি-শয্যা-পরি !
এ কি ! ভাঙারে হাট ক'রে ধন লোটানো !
এ কি ! চাষ দিয়ে রাশ ক'রে ফুল ফোটানো !

আমি চল্ব কি, চল্লে যে ফুল মাড়াব,
শেষে সাধ করে ভুল করে দিক হারাব ;
আঁখি রঙ্গে পতঙ্গেরি ধায় পিছনে
নীলে ডুব দিয়ে যায় মিলে কোন্ গগনে ।

এ কি চঞ্চলতার ডানা বৃন্তে বাঁধা !
এ কি মূর্ছনাময় গীতি মৌনে সাধা !
এ কি স্নিগ্ধ দীপান্বিতা পাপ্‌ড়ি আলোর ।
এ কি নীল নাগিনীর মরি চক্ষেরি লোর !

ও যে স্বপ্ন জোগায় তবু ঘুম হরেছে,
ও যে ঝিল্লীরই রিম্‌ঝিমি রূপ ধরেছে !
ও যে বুকভরা প্রাণভরা নীল নিরমল
ও কি অঙ্গুরী-হস্তেরি রত্ন-ফসল !

ও যে জাগল পিয়াস নিয়ে জাগল, মরি !
তৃষা মিটল শিশির জলে একলা ওরি,
তম্বু নীল হ'ল তৃষ্ণাতে লাল রসনা
বুকে বহ্নি-শিখার সনে তপ্ত সোনা !

তবু হর্ষে আপন-হারা মঞ্জু-মধুর
 ও যে নিশ্বাসে সিক্ত অনঙ্গ-বধূর,
 তারি গন্ধে আনন্দে বিমুক্ত মদির
 ও যে কস্তুরী কাশ্মীর-স্বর্ণমৃগীর !

 ও কি ইন্দ্রেরি অঞ্জলি ইন্দ্রনীলার,
 ও কি স্বর্গীয় অর্ঘ্য এ পৃথ্বী-শিলার ;
 ও কি বুদ্ধদে উদ্ভূত নাগ-সরিতের
 ও কি স্বপ্ন-বিভোল আঁখি নীল-লোহিতের !

 ও যে মৃত্যু-মদির চির প্রাণ-কণিকা
 ধরে সৌরভে বিহ্বল ও ফুল-কলিকা,
 ও যে অঙ্গুরী লয় মরি' চিত্তহরি,
 রাণী জাফরাণী সুন্দরী পুষ্প-পরী ।

তাতারসির গান

(বাউলের সুরে)

রসের ভিয়ান্ চড়িয়েছে রে নতুন বা'নেতে ;
 তাতারসির মাতানো বাস উঠেছে মেতে ।
 মাটির খুরি, পাথর-বাটি
 কি নারকেলের আধ-মালাটি,
 বাঁশের চুড়ি পাতার ঠুড়ি আন্রে ধর পেতে !
 রসের ভিয়ান্ আজকে শুরু নতুন বা'নেতে ।

জিরেন্ কাটে যে রসখানি জিরিয়ে কেটেছে,
 টাটকা রসের সঙ্গে সে ভাই কেমন খেটেছে ;
 শুকনো পাতার আল জ্বলেছে,
 কাঁচা সোনার রঙ ফলেছে,
 বোল্ বলেছে ফুটন্ত রস গন্ধ বেঁটেছে ।
 জিরেন্ কাটে রসের ধারা জিরিয়ে কেটেছে ।

রসের খোলা খাপ্‌রা-রাঙা ভাপ্‌রা লাগে গায়,
 কেউ কি তবু সরবে ?—বরং এগিয়ে যেতেই চায় ।
 নড়বে না কেউ জায়গা ছেড়ে,
 রসের ফেনা উঠছে বেড়ে,
 লম্বা তাড়ুর তাড়ার চোটে উপ্‌চে কেটে যায়,
 রসের ধোঁয়ায় ঘাম দিয়েছে লম্বা তাড়ুর গায়

মিঠার মিঠা ! তাতারসি ! তুমি কি মিষ্টি !
 বিধাতার এই সৃষ্টি-মাঝে বাঙালীর সৃষ্টি
 প্রথম শীতের রোদের মত
 তপ্ত যত মিষ্টি তত,
 মিঠা তুমি পদ্ম-মধুর,—অমৃত-বৃষ্টি !
 লোভের জিনিস ! তাতারসি ! তুমি কি মিষ্টি !

রসের ভিয়ান্ বার ক'রে ভাই গুড় করেছে কে ?
 —গুড় করেছে গোড়-বঙ্গ বনের গাছ থেকে ;
 গুড়ের জনম-ঠাই এ ব'লে
 জগৎ এরে গোড় বলে,
 মিষ্টি রসের সৃষ্টি মানুষ এই দেশে শেখে ;
 রসের ভিয়ান্ বার করেছে আমরা মন থেকে ।

গুড় করেছে গোড়-বঙ্গ—আদিম সভ্য দেশ,
‘গোড়ী’ গুড়ের ছিল রে ভাই আদরের একশেষ ;

সেই গুড়েতেই মিল্লী ক’রে

ধন্য হ’ল মিশর,—ওরে !

সেই গুড়েতেই করলে চীনি চীন সে অবশেষ,
মিষ্টি রসের সৃষ্টি প্রথম করেছে মোর দেশ ।

রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন্ পাটালি ।

রসের ভিয়ান্ হেথায় শুরু

মধুর রসের আমরা গুরু,

(আজ) তাতারসির জন্মদিনে ভাবছি তাই খালি—

আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙালী ।

তাতারসির আমোদ নিয়ে আমরা এলাম, ভাই !

মৌমাছিদের চাক্ না ভেঙে আমরা মধু পাই ।

বছর বছর নতুন বা’নে

নতুন তাতারসির গানে,

আমরা গোড়-বাংলা দেশের যশের গাথা গাই ;

তাতারসির খবর নিয়ে আমরা এলাম ভাই ।

বইছে হাওয়া তাতারসির সুগন্ধ মেখে,

ক্ষেতের যে ধান পায়স-গন্ধ হ’ল তাই থেকে ।

মৌমাছিরা ডুল ক’রে ভাই

গন্ধে মেতে ছুটল সবাই ;

উঠল মেতে দেশের ছেলে প্রথম রস চেখে,

মোণা-মিঠাই রুচল না আজ রসের রূপ দেখে ।

৬গোথ্লে

চলে গেল স্বদেশ-ভক্ত ভারত-সেবক
নিবে গেল অধ্যাপনার পুণ্য পাবক ;
নাই রে আজি শিক্ষা-সামের উদগাতা সে,
বিদ্যা-ঋণের মূর্ত স্বীকার লীন বাতাসে ;
নিবল হঠাৎ তিরিশ কোটির আশার জ্যোতি
মরণ-হত সরস্বতীর এক-সারথী ।

মিটল না রে মিটল না হায় তিরিশ কোটির জ্ঞানের তৃষা,
সরস্বতীর ক্ষীণধারাটিই মরুর মাঝে হারায় দিশা ;
কর্মী গেল স্বর্গে চ'লে, কে নেবে আজ তার ব্রত ?
তিরিশ কোটির জ্ঞানের ক্ষুধায় কার কাঁদে প্রাণ তার মত ?
থাক্তে-চক্ষু-কাণাদের এই দুঃখ দারুণ বুঝবে কে ?
লাট সাহেবের সঙ্গে তেমন যুক্তিবলে বুঝবে কে ?
ভাব-সাধনা করবে কে গো তুষ্ঠ রবে অল্পেতে,
থাক্তে 'ইলম্' বসবে না কে পয়সা-গেলা কল পেতে,
চাঁদি চাঁদামাছের লোভে টক্ক-জেলে নয় কে হায়,
লাটের প্রতিমল্ল হ'য়ে থাকবে খুসী ষাট টাকায় ?

* * * *

দাঁড়াও ! দাঁড়াও ! স্বেচ্ছা-সেবক ! ডাকছে স্বদেশ-মাতৃকা,
উজল ভালে কই গো তুমি পরলে যজ্ঞ-শেষ-টীকা ?
অপূর্ণ যে রইল ব্রত, দাঁড়াও ওগো দাঁড়াও খানিক,
আশা শুধু জাগিয়ে দিলে, কই দিলে সে পরশ-মাণিক ?

জাগিয়ে দিয়ে কাঁদিয়ে গেলে লক্ষকোটি নিরক্ষরে,
দাও গো শিক্ষা জ্ঞানের দীক্ষা জ্বাল প্রদীপ আঁধার ঘরে ;
অজ্ঞতার এই অন্ধলোকে আনো তোমার জ্ঞানাজ্ঞন
লক্ষকোটির সূর্য্য জাগো ! এই কি তোমার যাবার ক্ষণ ?

* * * *

নিরক্ষরের দুঃখ কি যে ভুল্ছ কি তা' ভুল্ছ তবে,
সবাই ওদের দাবিয়ে রাখে, নাবিয়ে রাখে অগৌরবে,
ঠকিয়ে ওদের খায় পুরুতে, ডুবিয়ে রাখে কুসংস্কারে,
রোজা ও ভূত ঘাড় ভাঙে হায়, মারী প্রথম ওদের মারে,
অন্নভাবে শুকায় ওরা জমীদারের গোষ্ঠী পুষে,
সাত পশুরি ধার নিয়ে হায় শুধুতে নারে সাতপুরুষে,—
হিসাব কিতাব বুঝতে নারে, মহাজনের মিথ্যা খতে
নিত্য ঢেরা-সই দিয়ে যে বিকিয়ে গেল, বসল পথে,
আড়কাঠি ছায় ওদের চালান, ফাঁড়িদারেও বেগার ধরে,
দাবড়ি-ভোতা ক্যাবলা হাকিম ওদের পরেই জুলুম করে ;
এমনি ধারা হাজার জুলুম সহিছে যত নিরক্ষর
বেঁচে ম'রে চোখের জলে ভিজিয়ে মাটি নিরন্তর ;
হজম ক'রে শতক দুঃখ হজম ক'রে অত্যাচার ।
লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে ওরা—আশা ওদের নাই বাঁচার ।
চাপে পড়ে যাচ্ছে মারা—চাপছে গলা সাত চোরে
বেঁধে ওদের মারছে ভাতে ভদ্রবেশী জোচ্চোরে ।

* * * *

ওদের মাথায় নিজের নিজের কাঁঠাল ভেঙে সবাই খান্,
সবাই ওদের চিরটা কাল চাকর ক'রে রাখতে চান্,
জানেন্ না যে অমনি ক'রেই ডুবেছে আর ডুবেছে দেশ
জাত-চাকরের চাষ যে-দেশে সেথায় সবাই নফর শেষ,

গোলাম হ'তে নাই দেবী তার সেলাম-ক্ষুধা যার প্রাণে
অম্নি ক'রেই চাকলা ভারত পরিণত চাক্রাণে,
অম্নি ক'রেই আনছি ডেকে নিজের নিজের দুর্গতি,
সত্যি কপাল পাথর-চাপা—পাথর মোদের দুর্শ্বতি ।

* * * *

কলম-ঠেলা চাকর মোরা চাকরী-জীবী ভদ্রলোক
মোদের কতক—চায় না নাকি নিরক্ষরের খুলতে চোখ !
এরা তোমার উল্টো সুরে পাল্টা জবাব গাইছে খুব,
বুঝছে না হায় গোবর-মেখে কেমন পাঁকে দিচ্ছে ডুব ;
বলছে এরা “চাষার আবার লেখাপড়ার কী দরকার ?
চাকর পাওয়া ভার হবে যে,—একি বিষম অত্যাচার !
ছোট লোকের স্পর্ধা হবে !”—বলছে এরা ! হায় রে হায়,
পোষাক-পরা চাকরগুলো চাকর আবার রাখতে চায় !
বায়না নেছে চাকরগুলো চাকর ওদের চাই-ই চাই,
ধৃষ্টতা আর বলছে কারে ?—এমনটি আর নাই গো নাই ।
হায় পূজারী, সাজানো ওই প্রদীপ তোমার জ্বলছে না,
দাসের দেশে জন্ম এদের—দাস বিনা আর চলছে না ।

* * * *

মর্মে মরে গেলে তুমি—মৃত্যুরে তাই ডাকলে কি ?
শিক্ষিতদের কাণ্ড দেখে মৃত্যুতে মুখ ডাকলে কি ?
ফিরে এস, ফিরে এস ! ডাকছে ভারতবর্ষ গো
তিরিশ কোটি চাইছে তোমার চোখফোটানো স্পর্শ গো ;
আঁধারে দীপ সাজিয়ে রেখে চলে গেলে চলবে না
তুমি স্বয়ং না জ্বাললে, হায়, হয় তো ও আর জ্বলবে না ।

ফিরে এস ! ডাকছি তোমায়, হায় গো,
 কন্ঠী ওগো ! দেশ যে তোমায় চায় গো ;
 ফিরে এস নিষ্ঠাক্রমে চিত্তে
 জাগাও তুমি যতক “ভারত-ভূত্রে”
 দাও সবে ফের দাও গো তোমার তিমির-হরণ দীক্ষা,
 প্রাণের ব্রত হোক আমাদের তিরিশ কোটির শিক্ষা ।

বৈকালী

(১)

অকূল আকাশে
 অগাধ আলোক হাসে,
 আমারি নয়নে
 সন্ধ্যা ঘনায় আসে !
 পরাণ ভরিছে ত্রাসে ।

(২)

নিম্প্রভ আঁখি
 নিখিলে নিরখে কালি,
 মন রে আমার
 সাজা তুই বৈকালী,—
 সন্ধ্যা মণির ডালি ।

(৩)

দিনে দু'পহরে
 সৃষ্টি যেতেছে মুছি' ;
 দৃষ্টির সাথে
 অশ্রু কি যায় ঘুচি' ?
 হায় গো কাহারে পুছি !

(৪)

একা একা আছি
 রুধিয়া জানালা দ্বার,—
 কাজের মানুষ
 সবাই যে ছুনিয়ার,—
 সঙ্গ কে দিবে আর ?

(৫)

স্মরি একা একা
 পুরাণো দিনের কথা
 কত হারা হাসি
 কত সুখ কত ব্যথা
 বুক-ভরা ব্যাকুলতা ।

(৬)

দিনেক দু'দিনে
 মোহনিয়া হ'ল বুড়া !
 অশ্রের ছবি
 ছুঁতে ছুঁতে হ'ল গুঁড়া
 ডাঁটা-সার শিখী-চুড়া ।

(৭)

স্মৃতি-যাদুঘরে
 যতগুলি ছিল দ্বার
 উঘারি উঘারি
 দেখিছু বারংবার,
 ভাল নাহি লাগে আর ।

(৮)

দিন কত পরে
 পুরাণো না দিল রস,
 শুকায়ে উঠিছু,—
 শূন্য সুখা-কলস
 চিত্ত না মানে বশ !

(৯)

চিত্ত না মানে
 বুক-ভরা হাহাকার
 মৃত্যু-অধিক
 নিবিড় অন্ধকার
 সম্মুখে যে আমার !

(১০)

ফাগুনের দিনে
 এ কি গো শ্রাবণী মসী
 বিনা মেঘে বুঝি
 বজ্র পড়িবে খসি,
 নিরালায় নিঃশ্বসি ।

(১১)

সহসা আঁধারে
 পেলাম পরশ কার ?—
 কে এলে দোসর
 ছুঁখে করিতে পার ?
 ঘুচাতে অন্ধকার !

(১২)

কার এ মধুর
 পরশ সান্ত্বনার ?
 এতদিন যারে
 করেছি অস্বীকার !—
 আত্মীয় আত্মার !

(১৩)

এলে কি গো তুমি
 এলে কি আমার চিতে ?
 পূজা যে করেনি
 বৈকালি তার নিতে ?
 এলে কি গো এ নিভূতে ?

(১৪)

ছুঁখ-মথিত
 চিত্ত-সাগর-জলে
 আমার চিন্তা-
 মণির জ্যোতি কি জ্বলে !
 অতল অশ্রু-তলে !

(১৫)

ছঃখ-সাগর
 মন্থন-করা মণি
 অভয়-শরণ
 এসেছ চিন্তামণি !
 জনম ধন্য গণি ।

(১৬)

বাহিরে তিমির
 ঘনাক এখন্ তবে
 আজ হ'তে তুমি
 রবে মোর প্রাণে রবে,—
 হবে গো দোসর হবে ।

(১৭)

বাহিরে যা' খুসী
 হোক্ গো অতঃপর
 মনের ভুবনে
 তুমি ভুবনেশ্বর
 নির্ভয়-নির্ভর ।

(১৮)

এমনি যদি গো
 কাছে কাছে তুমি থাক
 অভয় হস্ত
 মস্তকে যদি রাখ
 কিছু আমি ভাবিনাক ।

(১৯)

আঁখি নিয়ে যদি
ফুটাও মনের আঁখি
তাই হোক ওগো
কিছুই রেখনা বাকী,
উদ্বেল চিতে ডাকি ।

(২০)

ছুটি হাত দিয়ে
ঢাক যদি ছ'নয়ন,
তবুও তোমায়
চিনে নেবে মোর মন,
জীবন-সাধন-ধন !

(২১)

পদ্যের মত
নয় গো এ আঁখি নয়
তবু যদি নাও
নিতে যদি সাধ হয়
দিতে করিব না ভয় ।

(২২)

আজ আমি জানি
দিয়েও সে হব ধনী—
চোখের বদলে
পাব চক্ষের মণি
দৃষ্টি চিরন্তনী ।

(২৩)

জয় ! জয় ! জয় !
 তব জয় প্রেমময় !
 তোমার অভয়
 হোক প্রাণে অক্ষয়
 জয় ! জয় ! তব জয় !

(২৪)

প্রাণের তরাস
 মরে যেন নিঃশেষে,
 দাঁড়াও চিত্তে
 মৃত্যু-হরণ বেশে,
 দাঁড়াও মধুর হেসে ।

(২৫)

আমি ভুলে যাই
 তুমি ভোলো নাকো কভু,
 করুণা-নিরাশ-
 জনে কৃপা কর তবু
 জয় ! জয় ! জয় প্রভু !

চিন্তামণি

(গান)

- (আমি) ধন্য হলাম ! ধন্য হলাম !
 হলাম ধনী !
- (আমি) বলছি তোমার দুঃখকে আর দুখ না গনি !
- (তোমার) দুঃখ যে মোর সকল হ'রে
- (ওগো) হঠাৎ দেছে শুধায় ভ'রে
- (আমার) চিত্ত-সাগর মথন ক'রে
 মিলিয়ে দেছে—
- (তোমায়) মিলিয়ে দেছে চিন্তা-মণি !

আবির্ভাব

- আমার এই পরাণ-পাথার মথন ক'রে
 ওগো কে জেগেছ ! কে উঠেছ !
- এই মনের কালির কালিদহে
 রাঙা কমল হ'য়ে কে ফুটেছ !
- আমার হিয়ার অন্ধকারে
 পথ যে পিছল অশ্রুধারে
- ওগো এই পিছলে এই আঁধারে
 মরি ! বন্ধু আমার কে জুটেছ !
- আমার মৃত্যু-গহন এই নিভৃত
 আসবে যে কেউ স্বপ্নাতীত
- ও কে অনাহূত—অনাদৃত—
- আহা আপ'নি এসে ভয় টুটেছে !

ওগো সোনার কাঠি কে ছোঁয়ালে
 আমার আঁধার রাতি কে পোহালে
 মরি কঠিন হিয়া কে নোয়ালে
 আমার মনের মরম কে লুটেছ !
 এই ছন্ন আঁখির দৃষ্টিপথে
 ফুটল মানিক কার আলোতে
 আহা একলা হিয়ার দোসর হ'তে
 মরি নিত্যকালে কে ছুটেছ !
 ওগো রাত্রি দিনে কে ছুটেছ !
 জ্বলে তপন তারা কে ছুটেছ ।

গান

(যদি) ডেকেছ—টেনেছ চরণে কুপায়
 (প্রভু) আর তবে কোরো না হে দূর,
 (আমি) অশরণ, বিসরণ থেক না আমায়
 শরণাগত আমি যে আতুর ।
 চপলে কর পায়ে থির
 ছুরাশা হর এ হৃদির
 দুর্গতি-গহন-তিমির
 (ওগো) নিবায়ো না আলো-অঙ্কুর ।
 (এই) কণ্ঠে তোমারি দাও নাম—অবিরাম
 (এই) চিত্তে ও প্রেম প্রাণারাম—প্রেমধাম !
 পরাণে দাও প্রভু শান্তি
 নয়নে শান্তির কান্তি
 অন্তরে দাও তব সুখা
 দাও ওগো চির-সুখধুর ।

উপরানে

(গান)

(আহা) কই গো ঋব অভয় শরণ ? —

কই গো অসংশয় ?

মুছল না যে আঁখির ধারা

ঘুচ্চল না মোর ভয় ।

হায় গো আমি সুধাই করে

কে আমারে বলতে পারে

(যে চোখ) দৃষ্টি-কাণা হয় গো সে কি

কান্না-কাণা হয় ?

গান

উর্দ্ধে—গগনে—জাগেরে তারা ! —

ঋবতারা !

(কেন) কাদো তরঙ্গ হেরিয়ে ওরে

দিশাহারা !

নৌকা ফিরা রে

তিমির-বিথারে

(কেন) বিহ্বল চঞ্চল পাগল পারা ?

আঁখিধারা মোছো রে মোছো রে ছ'আঁখি,

অযাচিত করুণা হের অনুরাগী,

অপলক চক্ষু

হের ঋবলক্ষ্যে,

(কর) সকল সংশয় আজি সারা ।

সন্ধ্যামণি

মণি আমার সন্ধ্যামণি !

দিনের আলোর শেষ-তুলানী ! দিস্নে নিশায় ডুব এখনি,

সন্ধ্যামণি !

ফুটলি রে তুই ফুরিয়ে বেলা

সাজ যখন রঙের মেলা

অস্ত-রবির রক্ত-রাঙা অশ্রু-বিন্দু তোমায় গণি

সন্ধ্যামণি !

তিমির-জলে শেষ তৃণ তুই হেমবরণী !

চারদিকে তোর খাদ আঁধারের অঙ্গারেরি অতল খনি

সন্ধ্যামণি !

ভ্রমর ডানা গুটিয়েছে তার,

দেখতে ওরূপ আসবে কে আর ?

অজগরে অঙ্গ মুহু জড়ায় তোমার, রক্তে শনি,

সন্ধ্যামণি !

“না গো আমি ডুবব না গো ভাবনা নাই,

আঁধার আমার ভ্রমর হ’য়ে আসছে, চেয়ে দেখছি তাই,

ভাবনা নাই !

অস্ত-পথে দীপ দেখিয়ে

ললাট আলোর পায় ঠেকিয়ে

সফল হ’ল অরুণ আমার তরুণ হিয়া, আর কি চাই,

ভাবনা নাই।”

ভূমিষ্ঠ প্রণাম

—কার কাছে তুই অমন ক'রে নোয়ালি মাথা !

—নয় সে গুরু, নয় সে পিতা, নয় সে তো মাতা !

নয় সে রাজা, নয় সে প্রভু,

দিগ্বিজয়ী নয় সে কভু,

পরাজয়ের ধূলায় ও যে তার আসন পাতা !

নয় সে স্বদেশ, সমাজ সে নয় নয় রে,

নয় সে বজ্র, নয় সে ভীষণ ভয় রে,

নয় সে সূর্য্য নয় সে আকাশ,

নয় সে গোপন, নয় সে প্রকাশ,

সত্য-স্বপন ব্যক্ত-গোপন তার মাঝে গাঁথা !

মহাসরস্বতী

বিশ্ব-মহাপদ-লীনা ! চিত্তময়ী ! অয়ি জ্যোতিষ্মতী

মহীয়সী মহাসরস্বতী !

শক্তির বিভূতি তুমি, তুমি মহাশক্তি-সমুদ্ভবা ;

সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী ! অন্ধকারে তুমি উষা-প্রভা ।

সূর্য্যো-সুপ্ত ভর্গদেব মগ্ন সদা তোমারি স্বপনে ;

সবিতৃ-সমুদ্ভবা দেবী সাবিত্রী সে আনন্দিত মনে

বন্দে ও চরণে ।

ছিন্ন-মেঘ অশ্বরের নিষ্কল চন্দ্রমা

তুমি নিরূপমা ।

উদ্ভাসিছে সত্যলোক নির্ণিমেষ ও তব নয়ন ;

তপোলোক করিছে চয়ন

নক্ষত্র-নুপুর-চ্যুত জ্যোতির্ময় পদরেণু তব ;

জনলোকে তোমারি সে জনম-কল্পনা নব নব

পুরাতনে নবীয়ান ;—নব নব সৃষ্টির উন্মেষ !

মহীয়ান মহলোক লভি তব মানস-উদ্দেশ—

ব্যাপ্ত-পরিবেষ ।

স্বর্গলোকে স্বেচ্ছা-সুখে জাগ' তুমি গীতে

দেবতার চিতে ।

ভুলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ-বিভূষণা ;

হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা !

তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী ! মহাকবিকুলের জননী !

কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী ! কর শঙ্খধ্বনি,—

উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া ; চক্র-শূল ধর ধনুর্বাণ ;

হল-বাহী কৃষকের ধরি হল কভু গাহ গান,—

পুলকি' পরাণ !—

সর্ব-বিজ্ঞা-বার্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে

গড়ি' উঠে শীতে !

মহাসঙ্গীতের রূপে গড়ি' উঠে নিত্য অপরূপ

মানবের পূর্ণ বিশ্বরূপ,—

তোমারি প্রাসাদে দেবী ! তুমি যবে হও আবির্ভাব

তখনি তো লক্ষ্য-লাভ—তখনি তো মহালক্ষ্মী লাভ ।

দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত করি' রুদ্র তালে
জাগো তুমি স্বতন্তরা ! রক্ত-রশ্মি রুটু তারা তালে
যুগ-সন্ধ্যা-কালে ।

কভু ও ললাটে শোভে শুভ্র শুকতারা
পুণ্য-পুঞ্জী-পারা ।

দেবাসুর-দ্বন্দ্বে দেবী ! সত্যোজাত বজ্রের গর্জনে
তব সাড়া পেয়েছি গগনে ।

সিন্ধু হতে বিন্দু ওঠে বাষ্পরূপে বিদ্যুত-সম্বল,—
বিন্দু-বিসর্গের দিনে তুমি তারে কর গো প্রবল ।
তুমি কর অকুণ্ঠিত ভার্গবের ভীষণ কুঠার ;
গোত্রমাতা মুদগলানী ঋগ্বেদ বাখানে বীর্য্য যার,—
ইষ্ট তুমি তার ।

সূর্য্যে রাখি' যন্ত্র 'পরে ছেদিল যে জ্যোতি,—
তুমি তার মতি ।

পার্থে তুমি স্পর্ধা দিলে একাকী যুঝিতে মল্ল রণে
ধ্বংসরূপী মহেশের সনে ।

তুমি কৌশিকের তপ, দেবী ! তুমি ত্রিবিদ্যা-রূপিণী ;
উষরে উর্ব্বর কর, জন্ম-মৃত্যু-রহস্য-গুণিণী !
অগস্ত্যের যাত্রা-পথে তুমি ছিলে বর্ত্তি নির্নিমেষ
তুমি দুর্গমের-স্পৃহা—দুরূহ, দুস্তর, দুস্প্রবেশ
সিদ্ধির উদ্দেশ ;

'অস্তি' নহ, 'প্রাপ্তি' নহ, তুমি স্বর্ণকোষ—
দৈবী অসন্তোষ ।

রুদ্রে-দুহিতা দেবী ! কর মোর চিত্তে অধিষ্ঠান,
সর্ব কুণ্ঠা হোক অবসান ।

বিদ্যতে-দূতী করি' দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দ্যলোক
এস দ্রুত কবি-চিত্তে ; দিকে দিকে নির্ঘোষিত হোক
তব আগমন-বার্তা ; কণ্ঠে মোর দাও মহাগান ;
হে জয়ন্তী ! গাহ 'জয়'—বৈজয়ন্তী উড়াও নিশান
উদ্ভাসি' বিমান ।

সর্ব চেষ্টা সর্ব ইচ্ছা গাঁথ ঐক্য-সুরে
সুপ্ত চিত্তপুরে ।

দুর্লভের গৃঢ়-তৃষা দীপ্ত রাখ প্রাণের জল্লনা,
অয়ি দেবী মহতী কল্লনা !

নক্ষত্র-অক্ষরে লেখ 'ক্ষত ত্রাণ' 'ক্ষতি অবসান' ;
বন্দী মোচনের হর্ষে তিন লোক হোক স্পন্দমান ।
দুর্গমের দুঃখ হর',—জগতের জড়ত্বের নাশ
কর তুমি মহাবাগী ! হোক বিশ্ব পূর্ণ পরকাশ
দীপ্ত তব হাস ।

সিদ্ধির প্রসূতি তুমি ঋদ্ধি আরাধিতা !
হে অপরাজিতা ।

লক্ষ কোটি চিত্তে প্রাণে অলক্ষিতে বিহর' আপনি
বুলাইয়া দাও স্পর্শমণি ।

সমুদ্র মূর্ছনা আর হিমাদ্রি 'অচল ঠাট' যার
হে মহাভারতী দেবী ! গাহ সেই সঙ্গীত তোমার ;

এস গো সত্যের উষা ! অসত্যের প্রলয়-প্রদোষ !

বীণাধ্বনি-ঘণ্টারোলে যুক্ত হোক মূর্ত রুদ্র-রোষ

শব্দের নির্ঘোষ ;

পুণ্যে কর মৃত্যুজয়ী—পাপে ছন্নমতি,

মহাসরস্বতী !

এস বিশ্ব-আরাধিতা ! বিশ্বজিত যজ্ঞে মন্ত্র তুমি,—

মনঃকুণ্ড উঠিছে প্রধুমি' ।

এস ভব্য-অমুকূলা ! হব্যদাতা আহ্বানে তোমারে

রাক্ষস-সত্রের অগ্নি বর্জিল যে হিমালয় পারে ।

ভেদ-দণ্ড তুমি পাপে, পুণ্যে দেবী ! তুমি দান-সাম ;

রাজ-রাজেশ্বরী বাণী ! চিত্তসুখ ! আত্মার আরাম !

কর পূর্ণকাম ।

ব্রহ্ম-ছায়া তুমি অয়ি গায়ত্রী শাস্বতী !

বিশ্ব-বিশ্ববতী !

সমাপ্ত

কবি সত্যেন্দ্রনাথের রচনা

পুস্তকের নাম		প্রথম প্রকাশিত
বেণু ও বীণা (কাব্য)	...	১৩১৩ সাল
হোমশিখা "	...	১৩১৪ "
তীর্থ-সলিল "		১৩১৫ "
তীর্থরেণু "	...	১৩১৭ "
ফুলের ফসল "	...	১৩১৮ "
জন্মদুঃখী (উপন্যাস)	...	১৩১৯ "
কুহ ও কেকা (কাব্য)	...	১৩১৯ "
চীনের ধূপ (নিবন্ধ)	...	১৩১৯ "
রঙ্গমল্লী (নাট্যকাব্য)	...	১৩১৯ "
তুলির লিখন (কাব্য)	...	১৩২১ "
মণি-মঞ্জুষা "	...	১৩২২ "
অভ্র-আবীর "	...	১৩২২ "
হসস্তিকা (ব্যঙ্গ কাব্য)	...	১৩২৩ "
বেলাশেষের গান (কাব্য)	...	১৩৩০ "
বিদায় আরতি "		১৩৩০ "
ডঙ্কানিশান (উপন্যাস)		১৩৩০ "
ধূপের ধোঁয়ায় (নাটিকা)	...	১৩৩৬ "
কাব্যসঞ্চয়ন (কাব্য)	...	১৩৩৭ "
শিশু-কবিতা "	...	১৩৫২ "
স্মরণিকা "	...	১৩৫৯ "

11

